দ্বিতীয় খণ্ড।

বেদান্ত প্রস্থান—প্রথমানুষ্ঠান।

শাস্ত্রসার-সংগ্রহঃ।

অর্থাৎ

অদ্বৈতসিদ্ধিঃ

মূল ৩৩—৫৬ পৃঃ
টীকা ১—৮ ,,

সিদ্ধান্তলেশঃ

মূল ৩৩—৫৬ পৃঃ
টীকা ১—৮ ,,

অনুবাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্

মূল ৩৩—৫৬ পৃঃ
টীকা ১—৮ ,,

চিৎসুখী { অর্থাৎ প্রত্যক্-তত্ত্বপ্রদীপিকা। }

মূল ৩৩—৫৬ পৃঃ
টীকা ১—৮ ,,

অনুবাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী।

সম্পাদক ও প্রকাশক
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৪নং আরপুলি লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

স্বত্বাধিকারী—জে, পি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
৫নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—সম্পাদকের নিকট, এবং
লোটাস্ লাইব্রেরী, ২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শকাব্দ ১৮৩৮।

বিজ্ঞাপন।

শাস্ত্রসারসংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এবার ইহাতে চারিখানি গ্রন্থেরই চারিটী প্রসিদ্ধ টীকা সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে টীকা দিলে অনুবাদ ও তাৎপর্য্য মূল হইতে বহুদূরে অবস্থিত হয় এবং টীকা সাধারণের পক্ষে প্রয়োজন হয় না বলিয়া ইহা পৃথক্ ভাবে মুদ্রিত হইল এবং ইহাদের পত্রাঙ্কও পৃথক্ ভাবে প্রদত্ত হইল। মূলের পত্রাঙ্কও টীকা মধ্যে দৃষ্ট হইবে। গ্রন্থশেষে মূলগ্রন্থ যেমন পৃথক্ করিলে পৃথক্ পৃথক্ হইবে, তদ্রূপ টীকাগুলিও পৃথক্ পরিশিষ্ট গ্রন্থ হইতে পারিবে। আশাকরি বিদ্যোৎসাহী সহৃদয় ব্যক্তিগণ গ্রাহক হইয়া উৎসাহিত করিবেন।

নিয়মাবলী।

১। প্রত্যেক খণ্ডে উক্ত চারিখানি পুস্তক ৪।৫ ফরমা হিসাবে ১৬ ফরমা পুস্তক থাকিবে এবং প্রতি ফরমা এক আনা হিসাবে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য অগ্রিম গ্রাহকের পক্ষে ১৲ টাকা হইবে।

২। মাসে মাসে প্রকাশিত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে।

৩। প্রত্যেক খণ্ড ভিঃপিতে গ্রাহকবর্গের নিকট প্রেরিত হইবে।

৪। অগ্রিম গ্রাহকের পক্ষে ডাকমাশুল খরচা লাগিবে না।

৫। অগ্রিম গ্রাহক হইতে হইলে ১৲ টাকা জমা রাখিতে হইবে। গ্রন্থ শেষ হইলে উহা প্রত্যর্পণ করা হইবে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন বা গ্রাহক পক্ষের কোন কারণবশতঃ পুস্তক ফিরিয়া আসিলে জমার টাকা হইতে উক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

৭। অগ্রিম গ্রাহক না হইলে প্রত্যেক খণ্ড ১।০ হিসাবে মূল্য হইবে। প্রেরণব্যয় স্বতন্ত্র লাগিবে।

৮। পত্রাদি ব্যবহার ও মূল্য প্রভৃতি সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের নামে ৪নং আরপুলি লেন, বহুবাজার কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে। উত্তর প্রার্থিগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন।

৯। গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্ব্বে গ্রন্থ লওয়া বন্ধ করিলে উক্ত জমা টাকা ফেরত পাইবেন না।

খণ্ডনখাদ্য তিন ফরমা লক্ষ্মীপ্রিন্টিং ওয়ার্কস্, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা, চিৎসুখী তিন ফরমা, অদ্বৈতসিদ্ধি তিন ফরমা, লঘুচন্দ্রিকা ও কভার দেবকীনন্দন প্রেসে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস দ্বারা, এবং সিদ্ধান্তলেশ কালিকা প্রেসে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা, বিদ্যাসাগরী বিউটীপ্রেসে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চৌধুরী দ্বারা, মানসনয়নপ্রসাদিনী ও কৃষ্ণালঙ্কার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

এক্ষণে দ্বিতীয় বিশেষণটী কেন দেওয়া হইল, তাহা দেখা যাউক। 'সৎ বলিয়া প্রতীতিযোগ্য' ইহাই হইল দ্বিতীয় বিশেষণ। বেদান্তমতে গগনকুসুম প্রভৃতি অলীক বস্তুতে তুচ্ছ-সত্তা অঙ্গীকার করা যায়। এই তুচ্ছ-সত্তাক্রান্ত বস্তুগুলি, বাস্তবিক, যে মিথ্যাত্বের নির্ব্বচন করা হইতেছে, তাহার আশ্রয় বলিয়া অঙ্গীকৃত নহে, অর্থাৎ ইহারা অলীক বা তুচ্ছ বলিয়াই ব্যবহৃত হয় মাত্র, কিন্তু ইহাদিগের প্রকৃত মিথ্যাত্ব নাই। কারণ, এখানে যে মিথ্যা-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক বস্তুরই স্বরূপ নিরূপিত হইয়া থাকে। সুতরাং, অবচ্ছেদাবচ্ছেদে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধি যদি অনুমানের উদ্দেশ্য হয়—তাহা হইলে পক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট যে গগন-কুসুমাদি,তাহাতে সাধ্য না থাকা নিবন্ধন,অনুমিতিটী দোষগ্রস্ত হইতে পারে। অর্থাৎ, পক্ষের একদেশে যদি বাধ থাকে, তাহা হইলে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অভিপ্রেত সাধ্যসিদ্ধি হইল না বলিয়া প্রকৃত হেতুকে বাধিত হেতু বলা যাইতে পারে। এই প্রকার বাধের আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য এই দ্বিতীয় বিশেষণটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমরা অলীক গগন-কুসুমাদি বস্তু লইয়া কোন বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে ব্যবহার করিলেও কোনও কালে কোন জ্ঞানে উহারা সৎ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীত হয় না। এই কারণে 'সৎ বলিয়া প্রতীতিযোগ্য' এই বিশেষণটী আছে বলিয়া, প্রকৃতস্থলে গগনকুসুম প্রভৃতি তুচ্ছগুলি পক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিল না। সুতরাং, এই বিশেষণটী থাকা নিবন্ধন গগনকুসুম প্রভৃতিকে পক্ষের মধ্যে ধরিতে পারা গেল না; সুতরাং,উক্ত অনুমানের উক্ত পক্ষৈক-দেশে বাধরূপ দোষ হইতে পারিল না।

তৃতীয় বিশেষণটী অর্থাৎ চিদ্‌ভিন্ন এই বিশেষণটী যদি না থাকিত, তাহা হইলে, পরে যে "হেতু" প্রদর্শিত হইবে, তাহা বাধিত হেতু বলিয়া প্রদর্শিত হইতে পারিত। বাধিত হেতু কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ, পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে (অর্থাৎ সকল পক্ষেই) যদি সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য হয়, অথচ কোন একটী পক্ষে তাদৃশ সাধ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে, ঐরূপ হেতু বাধিত বলিয়া কথিত হয়। প্রকৃতস্থলে যদি চিদ্‌ভিন্ন এই বিশেষণটী না থাকিত, তাহা হইলে চিৎ-স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাও পক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইত, আর সেই ব্রহ্মরূপ পক্ষে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্য থাকিতে পারে না বলিয়া, অবচ্ছেদাবচ্ছেদে মিথ্যাত্বরূপ যে সাধ্যের অনুমিতি, তাহা সিদ্ধ হইত না।

এই কারণে চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম-বস্তুকে যাহাতে পক্ষের মধ্যে ধরা না যায়, তাহারই জন্য, এই চিদ্‌ভিন্নরূপ বিশেষণটী প্রযুক্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বা সামানাধিকরণ্যে এই দ্বিবিধ অনুমিতির যে-কোন অনুমিতি বাদীর উদ্দেশ্য হইতে পারে—এইরূপ সম্ভাবনায় গ্রন্থকার এই প্রকার বিপ্রতিপত্তিবাক্যের রচনা করিয়াছেন। সামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য হইলে প্রাতিভাসিক শুক্তিরূপ্যে সিদ্ধসাধন-বারণের জন্য "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমার অবাধ্যত্ব" বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু, এই পক্ষে "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" ও "চিদ্ভিন্নত্ব" এই বিশেষণ দুইটী দিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, সামানাধিকরণ্যে অনুমিতির প্রতি অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বাধনিশ্চয়টী প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, কিন্তু সামানাধিকরণ্যে বাধনিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয় না। অতএব, প্রকৃতস্থলে ব্রহ্ম এবং তুচ্ছ উভয়ত্র মিথ্যাত্বরূপ সাধ্য না থাকিলেও সামানাধিকরণ্যে অনুমিতির বাধা হইতে পারে না। এজন্য, সামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধির জন্য পক্ষে দুইটী বিশেষণের কোন প্রয়োজন নাই। তখন কেবল "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমাবাধ্যত্ব"কেই পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আর যদি অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সামানাধিকরণ্যে সাধ্যনিশ্চয় অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অনুমিতির প্রতি প্রতিবন্ধক হয় না বলিয়া শুক্তিরূপ্যে অনুমানের পূর্ব্বে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যের নিশ্চয় থাকিলেও সিদ্ধসাধন হইতে পারে না। এজন্য "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমাবাধ্যত্ব" বিশেষণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, ব্রহ্ম এবং তুচ্ছে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্য থাকে না বলিয়া অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অনুমিতিস্থলে সামানাধিকরণ্যে বাধনিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয়; এই হেতু ব্রহ্ম ও তুচ্ছে বাধনিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয়, তজ্জন্য ব্রহ্ম ও তুচ্ছে বাধনিশ্চয় দ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইয়া যাইবে। তাহারই নিবারণ করিবার জন্য "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" এবং "চিদ্ভিন্নত্ব" এই বিশেষণ দুইটী পক্ষে দেওয়া উচিত হয়, এই পক্ষে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমাবাধ্যত্ব" বিশেষণটী নিষ্প্রয়োজন হয় বুঝিতে হইবে।

ইহার পর গ্রন্থকার ইহাও দেখাইতেছেন যে, এই প্রকার গুরুতর ভাবে পক্ষের নির্দ্দেশ না করিয়াও এক একটী ব্যাবহারিক বস্তুকে পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যের অনুমিতি করা যাইতে পারে। যেমন, আকাশ মিথ্যা কি না, পৃথিবী মিথ্যা কি না—ইত্যাদি, এক একটীর ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব নিরূপণ দ্বারা সমুদায়ের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করা হয়।

"প্রত্যেকং বা বিপ্রতিপত্তিঃ" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা এই ভাবেই বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এক্ষণে এই প্রকার বিপ্রতিপত্তি বাক্য প্রয়োগ করিলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, ঘট-পট প্রভৃতির মধ্যে কোন একটী বস্তুকে যদি পক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে সেই ঘট বা পটরূপ পক্ষ হইতে ভিন্ন যে ব্যাবহারিক বস্তু, অর্থাৎ বৃক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতি, তদন্তর্ভাবে হেতুর সত্ত্ব আছে, অথচ সাধ্য যে মিথ্যাত্ব, তাহা সন্দিগ্ধ, অর্থাৎ, মিথ্যাত্ব তাহাদের উপর আছে কি না—এইরূপ সংশয় হইতে পারে। এই প্রকার সংশয় হইলে কিন্তু হেতুতে ব্যভিচার-সন্দেহ হইতে পারে! এই ব্যভিচার-সংশয়ের নামই "সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা।" অনৈকান্ত শব্দের অর্থ ব্যভিচার। অনৈকান্ত যে হেতুতে থাকে, তাহাকে বলে অনৈকান্তিক। সেই অনৈকান্তিক হেতুর যে ধর্ম্ম বা স্বভাব, তাহার নাম অনৈকান্তিকতা। সেই অনৈকান্তিকতা যদি সন্দিগ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা বলা যায়। অনেকান্ত বা ব্যভিচার শব্দের অর্থ কি—এক্ষণে তাহাই বুঝা যাউক। সাধ্য যেখানে থাকে না সেই খানে যদি হেতু থাকে, অর্থাৎ সেই খানে যে "হেতুর" অবস্থান, তাহাকেই ন্যায়শাস্ত্রে ব্যভিচার বা অনৈকান্ত বলা যায়; যেমন,যদি কেহ বহ্নি হেতু দ্বারা ধূমরূপ সাধ্যের অনুমিতি করিতে চাহে, তাহা হইলে বহ্নিতে ব্যভিচার-দোষ হয়। যেহেতু, সাধ্য যে ধূম, সেই ধূমের অভাব যে অয়োগোলকে থাকে, সেই অয়োগোলকে হেতু যে বহ্নি, তাহা বিদ্যমান থাকে; এজন্য ঐ বহ্নিটী ধূমরূপ সাধ্যের ব্যভিচারযুক্ত হয়। যেখানে সাধ্যের অভাব নিশ্চিত ভাবে বিদ্যমান আছে, সেখানে হেতু থাকিলে ঐ হেতুর নিশ্চিত অনৈকান্তিকতা বলা যাইতে পারে। কিন্তু, সাধ্যের যেখানে অভাব সন্দিগ্ধ,অর্থাৎ সাধ্যের অভাব আছে কি না—নিশ্চয় নাই, থাকিতেও পারে অথবা নাও পারে এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে, সেই স্থলে যদি হেতু বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে এইরূপ হেতুকে সন্দিগ্ধানৈকান্তিক অথবা সন্দিগ্ধ-ব্যভিচারী বলা যায়। প্রকৃতস্থলে সাধ্য হইতেছে মিথ্যাত্ব, এবং হেতু হইতেছে দৃশ্যত্ব, পক্ষ হইল ঘট; সেই ঘট ব্যতিরিক্ত পটাদি বস্তুতে মিথ্যাত্ব আছে কি না—এই প্রকার সংশয় রহিয়াছে বলিয়া সেই পটাদিতে যদি হেতুর অর্থাৎ দৃশ্যত্বের অবস্থিতি বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে দৃশ্যত্বরূপ যে হেতু, তাহা সন্দিগ্ধানৈকান্তিক অর্থাৎ সন্দিগ্ধ-ব্যভিচারী হইয়া উঠিল। নৈয়ায়িকগণ বলিয়া

থাকেন, পক্ষে যদি সাধ্য সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তাহা অনুমিতির প্রতি অনুকূল হইলেও পক্ষ ব্যতিরিক্ত স্থলে সাধ্যসন্দেহ হইলে এবং ঐরূপ স্থলে হেতুর সদ্ভাব দেখিতে পাইলে, যে ব্যভিচার-সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা অনুমিতির প্রতিকূল, অর্থাৎ তাদৃশ ব্যভিচারসংশয়কালে অনুমিতি হইতে পারে না। প্রকৃতস্থলেও গ্রন্থকার এই প্রকার ব্যভিচার-সংশয়ের সম্ভাবনা দেখাইয়া অনুমিতি হওয়া অসম্ভব—এই প্রকার শঙ্কার অবতারণা করিয়াছেন। এই শঙ্কাকে নিরাকরণ করিবার জন্ত তিনি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা এই ;—

তিনি বলেন যে, ঘট-পট প্রভৃতি এক একটী বস্তুকে পক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও ঐ ঘট-পট প্রভৃতি হইতে ভিন্ন অন্ত যতপ্রকার ব্যাবহারিক বস্তু আছে, তাহারা পক্ষ-সম হইয়া থাকে ; পক্ষে সাধ্যসন্দেহ যে প্রকার অনুমিতির অনুকূল, পক্ষসম বস্তু সমূহে সাধ্যসন্দেহও সেইরূপ অনুমিতির অনুকূল হইবে না কেন? বিচার-ক্ষেত্রে লাঘবের অনুরোধে আমি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঐ সকল বস্তুর পক্ষরূপে নাম উল্লেখ করি নাই বলিয়া, ইহারা বাস্তবিক পক্ষে পক্ষ হইতে যে একেবারে বহিষ্কৃত হইবে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। আমি ঘটকে পক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি—পটকে করি নাই। কিন্তু, ইচ্ছা করিলে আমি পটকেও পক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিতাম, সে বিষয়ে বাধক কেহই নাই। এইরূপ স্থলে ঘটকে পক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া সেই অংশে সাধ্যের সন্দেহ যদি অনুমিতির অনুকূল হয়, তবে পটে সাধ্যসন্দেহ অনুমিতির অনুকূল হইবে না কেন? বাস্তবিক পটে কিংবা ঘটে কোন পার্থক্য নাই ; কারণ, উভয়েরই ব্যাবহারিক সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং, পটাদ্যংশে সন্দিগ্ধা-নৈকান্তিকত্বরূপ দোষ প্রদর্শন করিয়া যদি কেহ ঘটাংশের মিথ্যাত্ব-সাধক অনুমিতিকে বাধা দিতে চাহেন, তাহা হইলে সেই বাধা প্রামাণিক ব্যক্তির নিকট কথনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

এস্থলে গ্রন্থকার প্রাচীন মতানুসারে "সাধ্যাভাবের নিশ্চয় যেখানে থাকে সেই স্থলে হেতুর সন্দেহ যদি হয়, তাহা হইলে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্ব দোষ হইবে" এইরূপ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, দীধিতিকার প্রভৃতি নবীন তার্কিকগণ বলেন—"সাধ্যা-ভাবের নিশ্চয় না থাকিলেও যদি সাধ্যের সন্দেহ মাত্র থাকে এবং হেতুর নিশ্চয়তা থাকে, অথচ যদি ব্যাপ্তিগ্রাহক অনুকূল তর্ক না থাকে, তাহা হইলে সেই হে

সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্ব রূপ দোষদুষ্ট হইতে পারে। অতএব, অতিরিক্ত-শক্তি-পদার্থ-বোধক যে অনুমান, যথা—বহ্নিঃ দাহানুকূলাহতিরিক্তাতীন্দ্রিয়-ধর্ম্ম-সমবায়ী, দাহজনকত্বাৎ ইত্যাদি, তাহা, ব্যাপ্তিগ্রাহক অনুকূল-তর্ক নাই বলিয়া অপ্রয়োজক ইত্যাদি।" এই জন্য চিন্তামণির সাধারণ-গ্রন্থের দীধিতি দ্রষ্টব্য। আর তাহা হইলে প্রকৃতস্থলে আকাশকে পক্ষ করিয়া মিথ্যাত্ব-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পক্ষ ভিন্ন ঘটাদিতে সাধ্যের সন্দেহ থাকে, অথচ দৃশ্যত্ব-হেতুরও নিশ্চয়তা ঘটাদিতে থাকে, আর তাহার ফলে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্ব-দোষ কেন হইবে না—এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু, তাহার উত্তর এই যে, ব্যাপ্তিগ্রাহক অনুকূলতর্ক যদি না থাকে, তাহা হইলেই এইরূপ সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্ব হইতে পারে—নচেৎ নহে। প্রকৃতস্থলেও অগ্রে ইহার ব্যাপ্তিগ্রাহক অনুকূল তর্কের প্রদর্শন করা হইবে, অতএব ইহা দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

যদি বল, এরূপ স্থলে পটাদি বস্তুকে পক্ষসম বলা হয় কেন, পক্ষ বলিলেই ত চলে। তাহার উত্তর এই যে, বিচারক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের মধ্যে ধর্ম্মীরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই বলিয়াই পটাদি বস্তুকে পক্ষসম বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। বিচারারম্ভের পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা-বাক্যে যাহা ধর্ম্মীরূপে প্রবিষ্ট হয় তাহাই পক্ষ, শাস্ত্রকার-গণ এই প্রকার পরিভাষা করিয়া থাকেন। ইহাই হইল পটাদির পক্ষসমতার প্রতি হেতু। বাস্তবপক্ষে প্রতিজ্ঞার বিষয় হইলেই যে "পক্ষ" হইবে, তাহা সর্ব্বত্র বলা যায় না। কারণ, যখন কোন ব্যক্তি স্বার্থানুমানে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে প্রতিজ্ঞা বাক্যের মধ্যে ধর্ম্মীরূপে পক্ষ নির্দ্দেশ করে না; যেহেতু, তাহার আদৌ কোন প্রকার প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রয়োগেরই আবশ্যকতা থাকে না, তাঁহারা ব্যাপ্তিস্মরণ ও পরামর্শ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন। সুতরাং, ইহা সিদ্ধ হইল যে, যেখানে সাধ্যের সন্দেহ হইতে পারে, প্রতিজ্ঞাবাক্যে তাহার উল্লেখ থাকুক বা নাই থাকুক, বাস্তবপক্ষে তাহাই পক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং, এস্থলে পটাদি পক্ষরূপে উল্লিখিত না হইলেও পক্ষের সহিত সমান-ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া, উহাতে যদি সাধ্যের সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে, ঐরূপ সাধ্যসন্দেহ প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমিতির অনুকূলই হইয়া থাকে। এই প্রকার সন্দেহ নিবন্ধন সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা রূপ যে দোষ, তাহা হইতেই পারে না।

প্রাচীনমতে বিপ্রতিপত্তির আকার ।

এবং বিপ্রতিপত্তৌ প্রাচাং প্রয়োগাঃ ।৩১ "বিমতং—মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ ইতি ।৩২ নাত্র অবয়বেষু আগ্রহঃ ।৩৩

অনুবাদ—(এই প্রকারে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শনের পর) প্রাচীন বেদান্তবাদী, এই প্রকার ন্যায়প্রয়োগ করিয়া থাকেন, ৩১—"সন্দিগ্ধ-বস্তু মিথ্যা।" (ইহা হইল তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাবাক্য।) "যেহেতু ইহা দৃশ্য"—অথবা "যেহেতু ইহা জড়" অথবা "যেহেতু ইহা পরিচ্ছিন্ন"—(এই তিনটী হইল তাঁহাদের মতে উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের হেতু বাক্য।) "যেমন শুক্তিরূপ্য" (ইহা হইল দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ।) ৩২ এই স্থলে অবয়ব বিষয়ে আগ্রহ নাই।

তাৎপর্য্য—নব্যমতে বিপ্রতিপত্তির আকার প্রদর্শন করিবার পর প্রাচীনগণ কি ভাবে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের আকার প্রদর্শন করেন, এক্ষণে মূলে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। নব্যমতে যেরূপ, বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রয়োগ করিবার সময়, যে ধর্ম্ম-পুরস্কারে পক্ষটী অনুমানের বিষয় হয়, সেই ধর্ম্ম-বিশেষের উল্লেখ স্পষ্ট ভাবে বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের মধ্যে থাকে, প্রাচীন মতে সেরূপ নহে। প্রাচীনগণ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের মধ্যে বিশেষরূপে পক্ষনির্দ্দেশের আবশ্যকতা বোধ করেন না। তাঁহারা সর্ব্বত্রই পক্ষকে "বিমত" এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। "বিমত" শব্দের অর্থ বিপ্রতিপত্তির বিষয় অর্থাৎ সন্দিগ্ধ। এ সন্দেহ অবশ্য সাধ্যেরই সন্দেহ। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পক্ষের নির্দ্দেশ না করিয়া সর্ব্বত্র ইহা বলিলেই চলে যে, এই যে সন্দিগ্ধবস্তু অর্থাৎ যাহার উপর সাধ্যের সন্দেহ হইতে পারে বা হইয়াছে, সেই বস্তুটী তাদৃশ সাধ্যযুক্ত। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেই পরার্থানুমানস্থলে বিচারের আরম্ভ হইতে পারে; সুতরাং, মধ্যস্থ ব্যক্তি প্রত্যেক স্থলে বিভিন্ন ভাবে পক্ষনির্দ্দেশ রূপ গৌরব স্বীকার করিবেন কেন? ইত্যাদি।

এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের পর যে হেতুবাক্য তিনটী প্রদর্শিত হইল তাহাতে যে তিনটী হেতুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব, সেই তিনটী হেতুর স্বরূপ কি, তাহা গ্রন্থকার অগ্রেই বিশদভাবে প্রকাশ করিবেন সুতরাং, এস্থলে তাহাদের আলোচনা করা গেল না। তবে এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, এই তিনটী হেতু মিলিত ভাবে হেতু নহে, পরন্তু, পৃথক্ ভাবে হেতু। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে

প্রত্যেকটীর দ্বারাই প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যসিদ্ধ হইতে পারে। ইহার পরই গ্রন্থকার "যেমন শুক্তিরূপ্য" এই বাক্য দ্বারা উক্ত অনুমিতিতে উদাহরণ-প্রদর্শন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই উদাহরণ-বাক্যটী ঠিক নব্যনৈয়ায়িকগণ-সম্মত নহে। কারণ, তাঁহারা উদাহরণ-বাক্যের মধ্যে 'হেতু' এবং 'সাধ্যের' সম্বন্ধ যে ব্যাপ্তি, তাহার প্রদর্শক বাক্য সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন। যেমন, তাঁহাদের মতে "বহ্নিমান্ ধূমাৎ" অনুমিতিস্থলে উদাহরণটী হয় "যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্—যথা মহানসম্" ইত্যাদি।

ইহার পরই গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, এই যে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণরূপ তিনটী বাক্য প্রদর্শিত হইল, পরার্থানুমানস্থলে এইরূপ বাক্যত্রয়-যুক্ত "ন্যায়" প্রয়োগ করিলেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। ইহা অপেক্ষা অধিক অবয়ব-সম্পন্ন ন্যায়-প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। ইহাই দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, অবয়ব বিষয়ে আগ্রহ নাই।

কিন্তু, এই কথাটী বুঝিতে হইলে "ন্যায়" ও "অবয়ব" এই দুইটী কথার অর্থ বুঝিতে হইবে।

প্রথম দেখা যাউক, "ন্যায়" শব্দের অর্থ কি? ইহার অর্থ—"যাদৃশ বাক্য সমষ্টির দ্বারা প্রকৃত পক্ষে" সাধ্যের ব্যাপ্য "হেতুটী" বিদ্যমান আছে" এই প্রকার পরামর্শাত্মক জ্ঞান হইয়া সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাদৃশ বাক্যকেই "ন্যায়" বলা যায়। যেমন, পর্ব্বতে বহ্নি আছে—এইটী অনুমিতি করিতে হইলে প্রথমে বলা হয়—পর্ব্বতটী বহ্নিমান্, তৎপরে তাহার হেতু প্রদর্শন করা হয়, তৎপরে তাহার একটী উদাহরণ দিতে হয় এবং তৎপরে সেই উদাহরণ বাক্যের সাহায্যে এক্ষেত্রেও যে তদ্রূপ ঘটিয়াছে, তাহা দেখাইতে হয় এবং পরিশেষে বলিতে হয় যে, 'সুতরাং পর্ব্বতটী বহ্নিমান্'। এই কথাগুলি যদি নব্য-নৈয়ায়িকের ভাষায় বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে,—

পর্ব্বতটী বহ্নিমান্	...	প্রতিজ্ঞা বাক্য
যেহেতু ধূম আছে	...	হেতু বাক্য
যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেই স্থানেই বহ্নি থাকে		
যেমন রন্ধনগৃহ	...	উদাহরণ
ইহাও তদ্রূপ	...	উপনয়
সুতরাং, পর্ব্বতটী বহ্নিমান্	...	নিগমন বাক্য।

এই পাচটী বাক্য সম্মিলিত হইয়া পরামর্শের উৎপাদন করে। পরামর্শ শব্দের অর্থ সাধ্যের ব্যাপ্য হেতুটী পক্ষে বিদ্যমান আছে—এইরূপ জ্ঞান।

এখন এই পাচটীকেই উক্ত ন্যায়ের অবয়ব বলা হয়। অবশ্য, এ বিষয়ে সকল দার্শনিক একমত নহেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ 'পর্ব্বতটী বহ্নিমান্' এইরূপ যাবৎ অনুমিতি করিবার কালে কেবল হেতু এবং উদাহরণ এই দুইটী মাত্র অবয়বের উল্লেখ করেন। মীমাংসক কিন্তু সেই স্থলে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ অথবা উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন এইরূপ তিনটী ন্যায়াবয়ব প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বাৎস্যায়ন ভাষ্যে আবার দেখা যায়,উক্ত পাচটী অবয়ব ব্যতীত কোন মতে আরও পাচটী অবয়ব আছে। সেই পাচটী এই যথা—জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্যপ্রাপ্তি, প্রয়োজন এবং সংশয়-ব্যুদাস। "বহ্নিমান ধূমাৎ" স্থলে জিজ্ঞাসাটী হইবে—পর্ব্বতে বহ্নি আছে কি না এইরূপ জানিবার ইচ্ছা। ইহার যাহা কারণ তাহাই সংশয়। শক্যপ্রাপ্তি অর্থ—প্রমাতার তত্ত্বজ্ঞান সাধন করিতে সমর্থ-প্রমাণের প্রাপ্তি। প্রয়োজন অর্থ—তত্ত্বজ্ঞানলাভ। সংশয়ব্যুদাস অর্থ—সংশয়-নিবৃত্তি।

যাহা হউক, এ বিষয়ে দার্শনিকগণের এরূপ মতভেদ থাকিলেও গ্রন্থকার এস্থলে বলিতেছেন যে, এই অবয়ব-প্রয়োগ-বিষয়ে তাঁহার কোন মত-বিশেষের প্রতি পক্ষপাত নাই। যে কয়টী অবয়বের প্রয়োগ করিলে পক্ষে হেতু আছে ও উহা সাধ্যের ব্যাপ্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতি যথেষ্ট। সুতরাং, দুইটী অবয়ব দ্বারা কিংবা তদধিক অবয়ব দ্বারা ন্যায়প্রয়োগ করিতে হইবে—এরূপ কোন মতবিশেষের প্রতি বৈদান্তিকের আগ্রহ করিবার আবশ্যকতা নাই।

এই ন্যায়-সাহায্যে বিচার-ক্ষেত্রে যখন বাদী-প্রতিবাদী নিজ-নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে উদ্যত হন, তখন মধ্যস্থের প্রথম কর্ত্তব্য—বিপ্রতিপত্তিবাক্যের প্রয়োগ করা। প্রকৃত বিচারে সেই বিপ্রতিপত্তিবাক্য যেরূপ, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহা—ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমার অবাধ্য সদ্ বলিয়া প্রতীতির যোগ্য যে চিদ্‌ভিন্ন বস্তু, তাহা মিথ্যা কি না? ইত্যাদি।

যাহা হউক, মধ্যস্থ, এই ভাবে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য নির্দ্দেশ করিলে বাদী ও প্রতিবাদী যেরূপে নিজ নিজ পক্ষ গ্রহণ পুর্ব্বক যেরূপ ন্যায়প্রয়োগ করিবেন, তাহা নব্যমতে এই প্রকার যথা—

ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমার অবাধ্য ও সৎ বলিয়া প্রতীতির যোগ্য যে চিদ্ভিন্ন তাহা—মিথ্যা	...	প্রতিজ্ঞা বাক্য
যে হেতু উহা দৃশ্য বা জড় বা পরিচ্ছিন্ন	...	হেতু বাক্য
যাহা এইরূপ দৃশ্য বা জড় বা পরিচ্ছিন্ন তাহাই মিথ্যা যেমন—শুক্তিরূপ্য	...	উদাহরণ বাক্য
ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমার অবাধ্য ও সৎ বলিয়া প্রতীতির যোগ্য যে বিভিন্ন বস্তু, তাহাও এইরূপ	...	উপনয় বাক্য
সুতরাং ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমার অবাধ্য ও সৎ বলিয়া প্রতীতির যোগ্য চিদ্ভিন্ন যে বস্তু, তাহা মিথ্যা		নিগমন বাক্য

ঐরূপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য প্রয়োগের পর প্রাচীনমতে যেরূপ স্থায় প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা এই—

বিমত বস্তু মিথ্যা	...	প্রতিজ্ঞা বাক্য
যে হেতু উহা দৃশ্য, বা জড় বা পরিচ্ছিন্ন	...	হেতু বাক্য
যাহা এইরূপ দৃশ্য বা জড় বা পরিচ্ছিন্ন তাহাই মিথ্যা যেমন—শুক্তিরূপ্য	...	উদাহরণ বাক্য
বিমতটিও এইরূপ	...	উপনয় বাক্য
সুতরাং বিমত বস্তু মিথ্যা	...	নিগমন বাক্য

অর্থাৎ প্রাচীনগণ যেখানে বিমত শব্দ প্রয়োগ করিবেন, নবীনগণ সেইরূপস্থলে বিপ্রতিপত্তিবাক্যে যেমন শব্দের দ্বারা পক্ষের করা নির্দ্দেশ হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ শব্দ দ্বারা স্থায়াবয়ব মধ্যেও পক্ষের নির্দ্দেশ করিবেন। ইহাই হইল প্রাচীন ও নব্য স্থায়মতের স্থায়প্রয়োগসম্বন্ধে পার্থক্য। স্থায়াবয়ব ও বিপ্রতিপত্তিবাক্যের মধ্যে এইরূপই সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে।

প্রাচীনমতে বিপ্রতিপত্তিবাক্যের সমর্থন।

অত্র স্বনিয়ামকনিয়তয়া বিপ্রতিপত্ত্যা লঘুভূতয়া পক্ষতাবচ্ছেদো ন বিরুদ্ধঃ। ৩৪ সময়বন্ধাদিনা ব্যবধানাৎ তস্য অনুমানকালাসত্ত্বেঽপি উপলক্ষণতয়া পক্ষতাবচ্ছেদকত্বম্।৩৫ যদ্ বা বিপ্রতিপত্তি-বিষয়তাবচ্ছেদকমেব পক্ষতাবচ্ছেদকম্।৩৬ প্রাচাং প্রয়োগেঽপি বিমতমিতি পদং বিপ্রতিপত্তিবিষয়তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাভিপ্রায়েণ ইতি অদোষঃ।৩৭

অনুবাদ—এই প্রাচীন মতে যাহা বিপ্রতিপত্তির নিয়ামক তাহার দ্বারা বিশেষিত যে বিপ্রতিপত্তি, সেই বিপ্রতিপত্তি দ্বারা পক্ষকে বিশেষিত করা হয় বলিয়া কোন প্রকার দোষ হইতে পারে না। কারণ, পক্ষাংশে বিশেষণীভূত যে এই বিপ্রতিপত্তি, অর্থাৎ কোন একটী বিপ্রতিপত্তি ব্যক্তি, তাহা লঘু হয়। ৩৪ (অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমার অবাধ্যত্বাদিরূপ যে পক্ষবিশেষণ, অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদক, যাহা নব্যমতে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা বিপ্রতিপত্তি তদ্ব্যক্তিত্বরূপে লঘু—ইহাই তাৎপর্য্য)। বিপ্রতিপত্তি সময়বন্ধাদির দ্বারা ব্যবহিত হয় বলিয়া তাহা অনুমান কালে থাকে না, কিন্তু তাহা হইলেও তাহা উপলক্ষণরূপে পক্ষতাবচ্ছেদক হইতে পারে।৩৫ অথবা বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য যে সংশয়, তাহার বিষয়তাবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, তাহাকেই পক্ষতাবচ্ছেদক বলা যাইতে পারে। ৩৬ প্রাচীনগণের প্রয়োগেও বিমত শব্দের অর্থ এতাদৃশ বিপ্রতিপত্তিবাক্যের যে বিষয়তাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, তদ্বিশিষ্ট বস্তুকেই বোধ করাইয়া থাকে। অতএব তাহাতে কোন দোষ হয় না। ৩৭

তাৎপর্য্য—এক্ষণে প্রাচীনগণ যেভাবে বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহারই সমর্থন করিবার জন্য যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। তাঁহারা বিমত এই শব্দদ্বারা পক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিমত শব্দের অর্থ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যজন্য সংশয়ের বিষয়। অর্থাৎ, মধ্যস্থ, বিপ্রতিপত্তিবাক্যের প্রয়োগ করিলে সভাস্থিত ব্যক্তিগণের মনে যেপ্রকার সংশয় উদিত হইয়া থাকে, সেই সংশয়ে যে ধর্ম্মপুরস্কারে পক্ষের জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট যে বস্তু, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষতাবচ্ছেদকধর্ম্মযুক্ত যে পক্ষ, তাহাই হইল বিমত শব্দটীর তাৎপর্য্যার্থ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ভাবে পক্ষের নির্দ্দেশ করিলে ইহাতে গৌরব দোষই ত হইবে? অতএব তদপেক্ষা নব্যমতে উক্ত সংশয়ের বিষয়তাবচ্ছেদক

যে ধৰ্ম্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমার অবাধ্যত্ব রূপ যে ধৰ্ম্মটী, তাহা দ্বারাই পক্ষের নির্দ্দেশ করায় লাঘবই হইবে। সুতরাং, এই প্রকার গৌরবদোষদুষ্ট প্রাচীনমতের আশ্রয়ের আর আবশ্যকতা কি ?

ইহার উত্তরে প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন যে, বাস্তবিক পক্ষে এ প্রকার গৌরব হয় না। কারণ, আমরা বিশেষ বিশেষ অনুমিতিস্থলে বিশেষ বিশেষ বিপ্রতিপত্তিব্যক্তিকেই পক্ষের বিশেষণরূপে গ্রহণ করি। সুতরাং, একটী মাত্র ব্যক্তিকে পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদকরূপ গ্রহণ করা যায় বলিয়া উক্ত গৌরবের প্রসক্তি থাকে না। বিপ্রতিপত্তির নিয়ামক কি ? দেখা যাউক, ইহার কে নিয়ামক হয় ? প্রকৃত যে অনুমান হইবে, তাহার যে ধৰ্ম্মকে পক্ষতাবচ্ছেদকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, সেই ধর্ম্মের সহিত পক্ষের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা যে সংশয়ের সাহায্যে বুঝিয়া থাকি, তাহাই প্রকৃতপক্ষে বিপ্রতিপত্তির নিয়ামক হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তিবাক্যের দ্বারা আমরা যে বস্তুকে ধৰ্ম্মী বা পক্ষ স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহাতে সংশয় বা পক্ষতা থাকে, অর্থাৎ সংশয় বা পক্ষতারূপ ধর্ম্মের উহাই ধৰ্ম্মী বা পক্ষ হইয়া থাকে। ফলে দাঁড়াইল যে, যেখানে বিপ্রতিপত্তি-বাক্য আছে, সেইস্থানেই সংশয় থাকিতে পারে। এজন্য বিপ্রতিপত্তির নিয়ামক বলিলে সংশয়কেই গ্রহণ করা যায়। সেই নিয়ামকরূপ সংশয়ের দ্বারা যাহা নিয়ত, অর্থাৎ নিত্য বিশেষিত, তাহাই অর্থাৎ সেই বিপ্রতিপত্তিটীই এস্থলে পক্ষের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে সেই বিপ্রতিপত্তি মধ্যে বিশেষণরূপে উক্ত সংশয় প্রবিষ্ট থাকিলেও পক্ষতাবচ্ছেদকরূপে যখন বিপ্রতিপত্তির উল্লেখ করা হয়, তখন ঐ বিপ্রতিপত্তিকে সংশয় দ্বারা বিশেষিতরূপে গ্রহণ না করিয়া কেবল তদ্ব্যক্তিস্বরূপে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার দ্বারাই পক্ষের নির্দ্দেশ করিলে প্রকৃত বিচারে কোনপ্রকার দোষ হয় না। সুতরাং, এস্থলে নব্যপ্রদর্শিত উক্ত গৌরবরূপ দোষ থাকিল না।

যদি বলা হয়, সংশয়ই কেবল পক্ষতা নহে, কারণ, সংশয় ব্যতিরেকেও অনুমিতি হয়, ইহা পূর্ব্বে দৃষ্টান্তসহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং, সংশয়টী বিপ্রতিপত্তির সর্ব্বত্র নিয়ামক কি করিয়া হইবে ? তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, এই সংশয় শব্দের অর্থ সংশয়যোগ্যতা। অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তি প্রয়োগ করিলে সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে। সংশয়ের উৎপত্তির প্রতি বিপ্রতিপত্তি,

বাক্যের যোগ্যতা আছে। সুতরাং, সংশয়টী এই ভাবে বিপ্রতিপত্তির নিয়ামক হইতে পারে। অর্থাৎ, উক্ত গৌরব দোষটী এই প্রাচীনমতে নাই বলিতে হইবে।

এস্থলে আর একটী শঙ্কা হইতে পারে যে, বিপ্রতিপত্তি যদি পক্ষতাবচ্ছেদক-রূপে গৃহীত হয়, তাহা হইলে আর একটী দোষ হইতে পারে, দোষটী এই যে—যৎকালে অনুমিতি হয়, তৎকালে অনুমিতির ধর্ম্মীরূপে পক্ষও জ্ঞাত হইয়া থাকে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এখন সেই পক্ষ যদি বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ সংশয় দ্বারা বিশেষিত হয়, তাহা হইলে সেই বিপ্রতিপত্তিকে অনুমিতির সময়ও বুঝিতে হইবে। কিন্তু বিচারস্থলে বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রয়োগ করিবার পর সময়-বন্ধাদি করিতে হয়—এইরূপ নিয়ম থাকায় অনুমিতির পূর্ব্বকালে ঐ বিপ্রতিপত্তি রূপ সংশয় থাকিতে পারে না, উহা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিকে কিরূপে পক্ষতাবচ্ছেদক বলা যায়। অনুমিতিকালে যে ধর্ম্মটী পক্ষবিশেষণ রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই ত পক্ষতাবচ্ছেদক, প্রকৃতস্থলে যেহেতু তাহা হয় না, সেই হেতু বিপ্রতিপত্তিকে পক্ষতাবচ্ছেদক বলা যায় না।

কিন্তু, এ কথাও ঠিক নহে। কারণ, বিপ্রতিপত্তিটী তৎকালে পক্ষের বিশেষণ রূপে ভাসমান হইলেও উপলক্ষণ রূপে ভাসমান হইতে পারে। উপলক্ষণের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং, এইরূপে বিপ্রতিপত্তি পক্ষতাবচ্ছেদক হইবে না কেন?

অথবা বিপ্রতিপত্তিকে অর্থাৎ সংশয়কে পক্ষতাবচ্ছেদক না বলিয়া সেই সংশয়ের বিশেষ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, তাহাকেই পক্ষতাবচ্ছেদক রূপে নির্দ্দেশ করিলেও চলে। যেমন "বহ্নিমান ধূমাৎ" স্থলে পক্ষ হয় পর্ব্বত, বিপ্রতিপত্তির আকার হয় "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ন বা" সুতরাং এখানে সংশয়ের বিশেষ্য হইল পর্ব্বত, এবং তাহার বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইল পর্ব্বতত্ব, এবং প্রকৃতস্থলে অর্থাৎ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমায়া অবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হচিদ্ভিন্নং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" এই অনুমিতিস্থলে পক্ষ হইল চিদ্ভিন্ন পর্য্যন্ত বাক্যার্থ, সংশয় হইল ঐরূপ চিদ্ভিন্নটী মিথ্যা কি না, সুতরাং ঐ সংশয়ের বিশেষ্য হইল ঐরূপ চিদ্ভিন্ন, এবং সেই বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইল ঐরূপ চিদ্ভিন্নত্ব। আর তাহা হইলে সংশয়কে পক্ষতাবচ্ছেদক বলায়, যে দোষ হইয়াছিল, তাহা আর

এস্থলে হইবে না। অর্থাৎ অনুমিতিকালে যেস্থলে সংশয় থাকে না, সেস্থলে সংশয় পক্ষতাবচ্ছেদক হয় না কিন্তু, প্রাচীনগণ তাহাকেই পক্ষতাবচ্ছেদক বলিয়া 'বিমত শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মতে যে দোষ হইয়াছিল, এই পক্ষে সে দোষ আর হইল না। কারণ, এই যে সংশয়ের বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ইহা সর্ব্বত্রই পক্ষতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে, ইহাতে কাহারও বিরোধ নাই। অনুমিতিকালে পক্ষের এতাদৃশ ধর্ম্ম প্রতীয়মান হইয়াই থাকে। সুতরাং, প্রাচীনগণ বিমত শব্দ দ্বারা যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহার দ্বারা সংশয়বিশিষ্ট পক্ষ এপ্রকার না বুঝিয়া সংশয়ের বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মবিশিষ্ট পক্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলে প্রাচীনমতেও কোন দোষ থাকে না।

তত্ত্বপ্রদীপ গ্রন্থের প্রতিবাদস্বরূপ মাধ্বসম্প্রদায়ের যে ন্যায়ামৃত গ্রন্থখানি, সেই গ্রন্থের খণ্ডনাভিপ্রায়ে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, এইবার দেখা যাউক, তাহাতে এই বিপ্রতিপত্তি সম্বন্ধে কি উক্ত হইয়াছে? ন্যায়ামৃতমতে বিচারস্থলে বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রয়োগ অনাবশ্যক, কারণ তাহার উপযোগিতা নাই। যেহেতু, ইহা সংশয়জনক এবং সেই সংশয় অনুমিতির জনক বলিয়াও ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ, সংশয় না থাকিলেও অনুমিতি হইতে দেখা যায়। দেখ, এই বিপ্রতিপত্তিবাক্য দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদী কাহারও সংশয় হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু, তাহাদের নিজ নিজ পক্ষ বিষয়ে নিশ্চয়জ্ঞান পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে। যদি বল, বাদী ও প্রতিবাদীর সংশয় না জন্মিলেও সভাস্থ ব্যক্তির সংশয় জন্মিবে, সুতরাং বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রয়োজন, তাহাও ঠিক নহে। কারণ, সভাস্থব্যক্তিগণের সংশয়, বাদী ও প্রতিবাদীর অনুমিতির কারণ হয় না। বাস্তবিক ইহারই উত্তরে মধুসূদন বলিয়াছেন।যে, সংশয়ের স্বরূপযোগ্যতা আছে, অর্থাৎ সকল স্থলে সংশয় না জন্মিলেও অনেকস্থলে জন্মিতে পারে, আর তজ্জন্য অনুমিতিতে প্রবৃত্তিও হইতে পারে। আর বাদী ও প্রতিবাদী যে সর্ব্বদাই নিজ নিজ পক্ষবিষয়ে নিশ্চয়সহকারে বিচার করে, তাহাও ঠিক নহে, অনেকস্থলে মনে মনে নিশ্চয় না থাকিলেও আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য নিশ্চয়ের ভানমাত্র করা হয়। সুতরাং, বিচারে বিপ্রতিপত্তিবাক্যের আবশ্যকতা আছে। অর্থাৎ, মধ্যস্থ, বিচারক্ষেত্রে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিলে কোন অনাবশ্যক অনুষ্ঠান করা হয় না।

মিথ্যাত্ব লক্ষণের পূর্ব্বপক্ষ ।

নমু, কিমিদং মিথ্যাত্বং সাধ্যতে।৩৮ ন তাবৎ "মিথ্যাশব্দঃ অনির্ব্বচনীয়তাবচনঃ" ইতি পঞ্চপাদিকাবচনাৎ সদসদনধিকরণত্বরূপম্ অনির্ব্বাচ্যত্বম্।৩৯ তদ্ধি কিম্ অসত্ত্ববিশিষ্টসত্ত্বাভাবঃ, উত সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং ধর্ম্মদ্বয়ম্।৪০ আহোস্বিৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টম্।৪১ ন আদ্যঃ ; সত্ত্বমাত্রাধারে জগতি অসত্ত্ববিশিষ্টসত্ত্বানভ্যুপগমাৎ বিশিষ্টাভাবসাধনে সিদ্ধসাধনাৎ।৪২ ন দ্বিতীয়ঃ ; সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ একাভাবে অপরসত্ত্বাবশ্যকত্বেন ব্যাঘাতাৎ, নির্দ্ধর্ম্মকব্রহ্মবৎসত্ত্বাসত্ত্বরাহিত্যেঽপি সদ্রূপত্বেন অমিথ্যাত্বোপপত্ত্যা অর্থান্তরাচ্চ, শুক্তিরূপ্যে অবাধ্যত্বরূপসত্ত্বব্যতিরেকস্য সত্ত্বেন বাধ্যত্বরূপাসত্ত্বস্য ব্যতিরেকাসিদ্ধ্যা সাধ্যবৈকল্যাচ্চ।৪৩ অতএব ন তৃতীয়ঃ ; পূর্ব্ববদ্ ব্যাঘাতাৎ, অর্থান্তরাৎ সাধ্যবৈকল্যাচ্চ ইতি চেৎ ?৪৪

বলা বাহুল্য, তরঙ্গিণীকার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং লঘুচন্দ্রিকায় তাহার আবার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এই সকল বাদপ্রতিবাদ বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করা হইল না। ফলতঃ, মধুসূদন এস্থলে নৈয়ায়িকের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন এবং তাহা অযুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ যয় না। যাহা হউক, এ বিষয়টী যে অদ্বৈততত্ত্ব-বিচারে কোন অভীষ্টসাধন করে না, তাহা বলাই বাহুল্য। ন্যায়ামৃতের সকল কথার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া মধুসূদনও এই বিষয়ে নিজ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

ইহাই হইল বিপ্রতিপত্তিবাক্যের বিচারোপযোগিতা। এইবার দেখা যাউক, পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাত্ব অনুমানে প্রতিবাদী কি কি আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন।

অনুবাদ—আচ্ছা, এই যে মিথ্যাত্ব সাধন করা হইতেছে, ইহা কি ? ৩৮ "মিথ্যা শব্দটী অনির্ব্বচনীয়তার বোধক," এইরূপ পঞ্চপাদিকা-বচনানুসারে সৎ ও অসতের অনধিকরণরূপ যে অনির্ব্বাচ্যত্ব,তাহাই মিথ্যাত্ব,ইহাও ঠিক নহে।৩৯ যেহেতু, তাহা কি (১) অসত্ত্ববিশিষ্ট সত্ত্বের অভাব, অথবা (২) সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ দুইটী ধর্ম্ম ?৪০ কিংবা (৩) সত্ত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ একটী বিশিষ্ট ধর্ম্ম ? ৪১ প্রথম কল্পটী ঠিক নহে। কারণ, সত্ত্বমাত্রের

আধার যে জগৎ, তাহাতে অসত্ত্ববিশিষ্ট যে সত্ত্ব, তাহা স্বীকৃত হয় না বলিয়া বিশিষ্ট অভাবের সাধন করিলে সিদ্ধসাধন দোষ হয়।৪২ দ্বিতীয় কল্পটীও ঠিক নহে। কারণ, সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের মধ্যে একের অভাব থাকিলে অপরের সত্ত্ব থাকিবেই এই কারণে ব্যাঘাত দোষ উপস্থিত হয়। এবং নির্দ্ধর্ম্মক ব্রহ্মের ন্যায় সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব উভয় ধর্ম্মের অভাব থাকিলেও জগৎ সদ্রূপ হইতে পারে বলিয়া তাহার অমিথ্যাত্ব উপপন্ন হইতে পারে, আর তজ্জন্য অর্থান্তররূপ দোষও ঘটে, এবং শুক্তিরূপ্যস্থলে অবাধ্যত্বরূপ যে সত্ত্ব, তাহা থাকে না বলিয়া বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্বের অভাব অসিদ্ধ হয়, এই কারণে সেস্থলে সাধ্য-বৈকল্যরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে।৪৩ তৃতীয়টীও এইজন্য সঙ্গত হইবে না। কারণ, পূর্ব্বকল্পের ন্যায় এই কল্পেও ব্যাঘাত, অর্থান্তর ও সাধ্য-বৈকল্যরূপ তিনটী দোষই হইয়া থাকে। এই কথা যদি বল, তবে তাহার উত্তর এই যে,—(পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) ৪৪

তাৎপর্য্য—ইতিপূর্ব্বে বিপ্রতিপত্তিবাক্যের বিচারোপযোগিতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এক্ষণে এই বিপ্রতিপত্তিবাক্যের প্রয়োগ দ্বারা যে বিষয়টীর বিচার পূর্ব্বে সূচনা করা হইয়াছে, সেই বিষয়টীই আলোচ্য, অর্থাৎ এখন দেখা যাউক, পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাত্বের স্বরূপনির্ণয় মানসে যে অনুমানের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদিগণ কি আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন ?

কিন্তু, এইটী বুঝিবার পূর্ব্বে আমাদের সেই অনুমানটী একবার স্মরণ করা আবশ্যক। অনুমানটী এই,—

ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত প্রমার অবাধ্য হইয়া সত্য বলিয়া প্রতীতির যোগ্য যে চিদ্ভিন্ন তাহা—	—মিথ্যা······	প্রতিজ্ঞা।
যেহেতু তাহা দৃশ্য, জড় এবং পরিচ্ছিন্ন,	···	হেতু।
যেমন শুক্তিরূপ্য ··· ···	···	উদাহরণ।

বলা বাহুল্য, এই অনুমানটী আনন্দবোধকৃত অনুমান। আনন্দবোধ ন্যায়-মকরন্দ নামক গ্রন্থে এই অনুমানটী প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন পূর্ব্বপক্ষী অর্থাৎ ন্যায়ামৃতকার এই অনুমানের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা এই,—

পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, যে মিথ্যা শব্দের অর্থ অনির্ব্বচনীয় ইহা শাঙ্কর ভাষ্যের প্রথম টীকাকার শঙ্করের প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ বলিয়াছেন, দেখা যায়। সুতরাং এ

সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী পরে কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না, এবং অদ্বৈত মতে তাঁহারও যে কোন অজ্ঞতা নাই, তাহাও তিনি প্রদর্শন করিলেন। বস্তুতঃ, এই মতই মধুসূদন পরে স্থাপন করিবেন।

পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি এই যে, মিথ্যা শব্দের অর্থ যদি অনির্ব্বচনীয় হয়, তাহা হইলে অনির্ব্বচনীয় শব্দের অর্থ এই যে, যাহার নির্ব্বচন করা যায় না, অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য। এখন দেখা যায়, আমরা বস্তু মাত্রকেই হয় "সৎ" না হয় "অসৎ" বলিয়া নির্ব্বচন করিয়া থাকি। সুতরাং, অনির্ব্বাচ্য বলিলে যাহা সৎ এবং অসৎ এই উভয়ই নহে,তাহাই বুঝায়। এখন এই কথাটী যদি দার্শনিকের ভাষায় পরিষ্কার করিয়া বলা হয়, তাহা হইলে ইহাকে এই তিন প্রকারে বলা যাইতে পারে। যথা :—

অনির্ব্বচনীয়ত্ব অর্থে কি—প্রথম—অসত্ত্ববিশিষ্ট যে সত্ত্ব তাহার অভাব, কিংবা

দ্বিতীয়—সত্ত্বের অত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব রূপ দুইটী ধর্ম্ম, অথবা,—

তৃতীয়—সত্ত্বাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাভাব।

ইহাদের মধ্যে প্রথম কল্পটীর অর্থ এই যে, যদি সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব উভয়ই একত্র থাকে, তবে তাহাই অসত্ত্ববিশিষ্টসত্ত্ব পদবাচ্য হয়, অর্থাৎ যাহা সৎ ও হইতে পারে, অথচ অসৎও হইতে পারে, তাহাতে বাস্তবিক সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দুই থাকে, সুতরাং, অসত্ত্ববিশিষ্ট সত্ত্বরূপ ধর্ম্মটী তাহাতেই সম্ভবপর হয়। কিন্তু, বাস্তবিক এ প্রকার কোন বস্তু প্রসিদ্ধ না থাকা নিবন্ধন অসত্ত্ববিশিষ্ট সত্ত্বরূপ যে ধর্ম্ম, তাহা গগনকুসুমবৎ অলীকই হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ অলীক ধর্ম্মের যে অভাব,তাহাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব হইতেছে ; কিন্তু এইরূপ অলীক বস্তুর অভাব বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব। নৈয়ায়িকগণ এরূপ অভাব অঙ্গীকার করেন না। মাধ্বসম্প্রদায় কিন্তু তাহা অঙ্গীকার করেন, আর অজ্জন্ত মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ন্যায়ামৃতকার নিজমতে এই বিকল্পটী উত্থাপিত করিয়া অনির্ব্বচনীয় পদের অর্থ নির্ব্বচনে প্রয়াস পাইয়াছেন।

এখন পূর্ব্বপক্ষী এই প্রথম বিকল্পটীর নিরাসমানসে বলিতেছেন যে, অনির্ব্বচনীয় পদের অর্থ অসত্ত্ববিশিষ্ট সত্ত্বের অভাব হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ দেখা যায়, মাধ্বমতেই ইহাতে সিদ্ধসাধন দোষ উপস্থিত হয়। সিদ্ধসাধন দোষ অর্থ—যাহা এস্থলে সিদ্ধ আছে, তাহারই সাধনে প্রয়াস। কারণ, অসত্ত্ববিশিষ্ট সত্ত্বের অভাব বলিলে অর্থ হইল অলীকত্বের অভাব, মাধ্বমতে এরূপ অলীকত্বের অভাব স্বীকৃত হয়, আর তাহা স্বীকৃত হইলেও বেদান্তীর অভিমত জগতের যে মিথ্যাত্ব, তাহা সিদ্ধ

হয় না। কারণ, জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুসৎ হইলেও যে অলীকত্বের অভাব তাহাতে থাকিবে, তাহাতে আর বাধা কি? অর্থাৎ, মিথ্যা শব্দের অর্থ অলীকত্বের অভাব হইলে, এবং সেইরূপ মিথ্যাত্ব জগতে থাকিলে অর্থাৎ জগৎ এইরূপ মিথ্যা হইলে, জগৎ যে বাস্তবিক সদ্ বস্তু হইতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর এই রূপ মিথ্যাত্ব যদি বেদান্তী সিদ্ধ করিতে চাহেন, তাহা হইলে যাহা সিদ্ধ, অর্থাৎ যাহা আমরাও স্বীকার করি, তাহাই তিনি সাধন করিতেছেন, অর্থাৎ এরূপ বিচারে বেদান্তী প্রবৃত্ত হইলে সিদ্ধসাধন দোষই হয়। সুতরাং, মিথ্যা শব্দের এরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। এই দোষটী পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বমত অবলম্বনে প্রদর্শন করিলেন।

তাহার পর, যদি নৈয়ায়িকের মতাবলম্বনেও ইহাকে সমর্থন করিবার চেষ্টা বেদান্তী করেন, তাহা হইলে তাহাও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, নৈয়ায়িকের মতে অলীকত্বের অভাব স্বীকৃত হয় না; তাঁহারা অলীকপ্রতিযোগিক অভাব অঙ্গীকার করেন না। আর তাহা না করিলে অসত্ত্ববিশিষ্ট সত্ত্বের অভাবই প্রসিদ্ধ হইতে পারিল না, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় শব্দের এরূপ অর্থই সম্ভবপর হইতে পারে না। ইহাকে ন্যায়ের ভাষায় সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ বলে, অর্থাৎ যাহা অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং; যাহা জ্ঞানের অবিষয়, তাহারই সাধন করিবার প্রয়াস হইতেছে। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রয়াস কখনই সফল হইতে পারে না।

তাহার পর, যদি এই অর্থটীকে অদ্বৈতবেদান্তমতেও সমর্থন করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাও হইতে পারে না; কারণ,ইহা সিদ্ধ করিতে যাইলে তাঁহারা যাহা সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা সিদ্ধ না হইয়া তাঁহাদের যাহা অনভিমত, তাহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। দেখ, তাঁহারা জগতের যে মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে চাহেন, সেই মিথ্যাত্ব তাঁহাদের মতে অলীক বস্তুর ধর্ম্ম নহে, পরন্তু তাহা অলীক ও পরমার্থ সদ্‌বস্তু হইতে ভিন্ন যৎকিঞ্চিৎ বস্তুর ধর্ম্ম। এখন অসত্ত্ববিশিষ্ট সত্ত্বের অভাবকে মিথ্যাত্ব বলিলে জগতের অলীকরূপতার অভাব সিদ্ধ হয়, তাঁহার অভীষ্ট মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ, এই প্রকার অলীকত্বের অভাব তাঁহাদের মতে ব্রহ্মেও যেমন থাকে, জগতেও তদ্রূপ থাকিতে পারিবে। আর ইহা যদি সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে বেদান্তমতে ব্রহ্মবিলক্ষণত্বরূপ যে জগতের মিথ্যাত্ব, তাহা সিদ্ধ হইতেছে না, প্রত্যুত ব্রহ্মসাধর্ম্ম্যই জগতের সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে। অর্থাৎ জগতেও যেমন অলীক ধর্ম্মের অভাব

আছে, ব্রহ্মেও তদ্রূপ অলীকধর্ম্মের অভাব থাকিল। সুতরাং, জগৎ মিথ্যা ইহা সিদ্ধ হইতেছে না, অর্থাৎ যাহা অভিপ্রেত তাহা সিদ্ধ না হইয়া অনভিপ্রেত একটী সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে। ইহাকে ন্যায়ের ভাষায় অর্থান্তর দোষ বলা যায়। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, মিথ্যা শব্দের প্রথম প্রকার অর্থ করিলে কোন রূপেই বেদান্তীর যাহা অভিমত, তাহা সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ বেদান্তীকে বাধ্য হইয়া এ পক্ষটী ত্যাগ করিতেই হইল। ফলতঃ, ইহাই হইল প্রথম কল্পের উপর দোষ।

এইবার দেখ, দ্বিতীয় কল্পটীও সঙ্গত হইবে না। দ্বিতীয় কল্পটী এই যে, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ই অনির্ব্বচনীয়ত্ব অর্থাৎ মিথ্যাত্ব।

ইহার অর্থ—যে বস্তু সৎও নহে, এবং যে বস্তু অসৎও নহে, তাহাই অনির্ব্বচনীয়। এখন দেখ, এ কল্পটীও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, জগতে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে। দেখ, সৎ নহে বলিলে আমরা অসৎকে বুঝিয়া থাকি, এবং অসৎ নহে বলিলে আমরা সৎকেই বুঝিয়া থাকি। সৎ ও অসৎ উভয়ই নহে বলিলে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। বাস্তবিক কোন বস্তুকেই এ প্রকার হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ইহা অপ্রসিদ্ধ। বেদান্তী যদি এরূপই অনির্ব্বচনীয় শব্দের অর্থ বলিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বাধরূপ একটী দোষ উপস্থিত হইবে। সাধ্য যদি পক্ষে থাকিবার অযোগ্য হয়, অর্থাৎ সাধ্য যদি পক্ষে না থাকে, তবেই বাধদোষ হয়। এখন এখানে দেখ, এই বাধদোষটী কি করিয়া হয়? দেখ, সত্ত্বের অভাব প্রসিদ্ধ আছে এবং অসত্ত্বের অভাবও প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু জগতে এমন কোনও বস্তুই নাই, যাহাতে এই উভয় অভাবই প্রসিদ্ধ হয়। সুতরাং, জগৎকে পক্ষ করিয়া যদি এই ধর্ম্মদ্বয়ের অভাবরূপ মিথ্যাত্বকে সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে পক্ষে সাধ্য থাকে না বলিয়া বাধদোষই হইবে। অগত্যা এই দ্বিতীয় কল্পটীও সঙ্গত হইতে পারে না, আর তজ্জন্য সত্ত্বের অভাব এবং অসত্ত্বের অভাব এই ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্ট যাহা, তাহাকে অনীর্ব্বচনীয় বা মিথ্যা বলা যাইতে পারে না।

ঐরূপ দেখ, তৃতীয় কল্পটীও সম্ভবপর হয় না। কারণ, এই কল্পটী হইতেছে—সত্ত্বাভাব বিশিষ্ট যে অসত্ত্বাভাব, তাহাই অনির্ব্বচনীয়ত্ব।

ইহার অর্থ অসত্ত্বের যে অভাব, তাহার সহিত একত্র বিদ্যমান যে সত্ত্বাভাব তাহা। এই কল্পটীর সহিত প্রথম ও দ্বিতীয় কল্পের প্রভেদ এই যে, প্রথম কল্পে অসত্ত্ববিশিষ্ট যে সত্ত্ব, সেই সত্ত্বের অভাবকে মিথ্যাত্ব বলা হইয়াছিল, অর্থাৎ ইহাতে

সত্ত্বের অভাবটী সত্ত্বের বিশেষণ হইয়াছিল এবং তৎপরে সেইরূপ সত্ত্বের অভাবকে মিথ্যাত্ব বলা হইয়াছিল। এই কল্পে বলা হইল—সত্ত্বের যে অভাব, সেই অভাবটী অসত্ত্বাভাবের বিশেষণ। ইহাতে সত্ত্বের অভাবকে সত্ত্বের বিশেষণ করা হয় নাই। দ্বিতীয় কল্পে, কেহই কাহারও বিশেষণ হয় নাই, কিন্তু সত্ত্বের অভাব এবং অসত্ত্বের অভাব—এই দুইটী অভাব মিলিত হইয়া সাধ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

এখন দেখ, এই তৃতীয় কল্পটীও সঙ্গত হয় না। কারণ, এস্থলে সাধ্য যে সত্ত্বাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাভাব তাহাও অপ্রসিদ্ধ বস্তু। এরূপ ধর্ম্ম কোন বস্তুরই দেখা যায় না। সুতরাং, ইহাতে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি নামক দোষটী প্রথম কল্পেরই ন্যায় ঘটিয়া উঠিল। অতএব দেখা যাইতেছে, অনির্ব্বচনীয় পদের যে তিনটী অর্থ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার একটীও সঙ্গত নহে। অর্থাৎ, মিথ্যা শব্দের যে অনির্ব্বচনীয় অর্থ করা হইয়াছে, তাহাই অসঙ্গত।

এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই তিনটী কল্পেই যখন প্রায় সমান দোষই হইতেছে, তখন এইরূপ তিনটী কল্প কেন করা হইল? এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, অনির্ব্বচনীয় শব্দের যে অর্থ, তাহা যদি দার্শনিকভাষায় বলা যায়, তাহা হইলে ঐ তিনরূপই হইতে পারে, তদতিরিক্ত আর কোনরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ, এই তিনটী প্রকারভেদ প্রদর্শনের জন্য এইরূপ করা হইয়াছে, নচেৎ বিভিন্ন-কল্পে বিভিন্ন দোষ হয় বলিয়া উক্তপ্রকার ভেদ প্রদর্শন করা হয় নাই।

তাহার পর, অনির্ব্বচনীয় শব্দের অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বপক্ষী, সৎ ও অসৎ অবলম্বনেই কেন অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার কারণ যদি অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, ইহার কারণ আচার্য্য শঙ্করেরই একটী উক্তি। কারণ, তিনি অবিদ্যাকে বহুস্থলেই "সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়" বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, যাহা বচনীয় হয়, তাহা হয় সৎ, না হয় অসৎ হয়, অর্থাৎ যাহা বচনযোগ্য তাহা ইহাদের মধ্যে কোন-না-কোন একটী হইবে, অন্য প্রকার হইতে পারে না। এই জন্যই পূর্ব্বপক্ষী মিথ্যা শব্দের অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ সৎ ও অসৎ হইতে কিরূপ পৃথক্ পদার্থ, তাহারই নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন।

যাহা হউক, এইবার মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত আপত্তির বিরুদ্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা এই ;—

উক্ত আপত্তি খণ্ডন—প্রথম মিথ্যাত্ব নির্ব্বচন—প্রথমকল্প।

নৈবম্, সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ-ধর্ম্মদ্বয়-বিবক্ষায়াং দোষাভাবাৎ।৪৫ ন চ ব্যাহতিঃ, সা হি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহ-রূপতয়া বা, পরস্পর-বিরহ-ব্যাপকতয়া বা, পরস্পর-বিরহ-ব্যাপ্যতয়া বা? ৪৬

নাদ্যঃ, তদনঙ্গীকারাৎ।৪৭ তথাহি অত্র ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ-সত্ত্বব্যতিরেকো ন অসত্ত্বম্, কিং তু ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়-মানত্বানধিকরণত্বম্, তদ্ব্যতিরেকশ্চ সাধ্যত্বেন বিবক্ষিতঃ। ৪৮ তথা চ ত্রিকালবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব-রূপং সাধ্যং পর্য্যবসিতম্।৪৯ এবং চ সতি ন শুক্তিরূপ্যে সাধ্যবৈকল্য-মপি, বাধ্যত্বরূপাসত্ত্ব-ব্যতিরেকস্য সাধ্যাপ্রবেশাৎ। ৫০ নাপি ব্যাঘাতঃ, পরস্পরবিরহরূপত্বাভাবাৎ।৫১

অতএব ন দ্বিতীয়োঽপি, সত্ত্বাভাববতি শুক্তিরূপ্যে বিবক্ষিতাসত্ত্ব-ব্যতিরেকস্য বিদ্যমানত্বেন ব্যভিচারাৎ। ৫২

নাপি তৃতীয়ঃ, তস্য ব্যাঘাতাপ্রযোজকত্বাৎ, গোত্বাশ্বত্বয়োঃ পর-স্পরবিরহব্যাপ্যত্বেঽপি তদভাবয়োঃ উষ্ট্রাদৌ একত্র সহোপলম্ভাৎ।৫৩

যচ্চ নির্ধর্ম্মকস্য ব্রহ্মণঃ সত্ত্বরাহিত্যেঽপি সদ্রূপবৎ প্রপঞ্চস্য সদ্রূপ-ত্বেন অমিথ্যাত্বোপপত্ত্যা অর্থান্তরম্ উক্তম্, তৎ ন।৫৪ একেনৈব সর্ব্বানুগতেন সর্ব্বত্র সৎপ্রতীত্যুপপত্তৌ ব্রহ্মবৎ প্রপঞ্চস্য প্রত্যেকং সৎস্বভাবতাকল্পনে মানাভাবাৎ, অনুগতব্যবহারাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ।৫৫

অনুবাদ—না, এরূপ হইতে পারে না। সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়কে যদি মিথ্যাত্ব বলা যায়, তাহা হইলে দোষ হয় না।৪৫ আর ব্যাঘাত দোষও হয় না। যেহেতু, ব্যাঘাত দোষটী কি (প্রথম) সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের পরস্পর অভাবরূপত্বপ্রযুক্ত হইবে, অথবা (দ্বিতীয়) পরস্পরের অভাবের ব্যাপকত্বপ্রযুক্ত হইবে, কিংবা (তৃতীয়) পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্য বলিয়া হইবে। ৪৬ প্রথমটী হইতে পারে না। কারণ, তাহা অঙ্গীকার করাই হয় না। ৪৭ যেহেতু, এস্থলে যে

অভিপ্রেত অসত্ত্ব, তাহা কালত্রয়ে বাধিত না হওয়ারূপ যে সত্ত্ব, সেই সত্ত্বের অভাব স্বরূপ নহে, কিন্তু, কোনও ধর্ম্মীতে সৎ বলিয়া প্রতীয়মানত্বরূপ যে সত্ত্ব, তাহারই অনধিকরণত্বস্বরূপ ; সেই অসত্ত্বের অভাবই এস্থলে সাধ্যরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে। ৪৮ আর তাহা হইলে ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণ হইয়া কোনও ধর্ম্মীতে সৎ বলিয়া প্রতীয়মানত্বই সাধ্যরূপে পর্য্যবসিত হইতেছে।৪৯ আর এইরূপ হইলে শুক্তিরূপ্যে সাধ্যের অভাবও হইল না। কারণ, বাধ্যত্বরূপ যে অসত্ত্ব, তাহার অভাবটী সাধ্যের মধ্যে প্রবিষ্টই হইতেছে না।৫০ আর ব্যাঘাতও হইল না। কারণ, (সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের) পরস্পর অভাবরূপতাও নাই। ৫১ আর এই জন্যই দ্বিতীয় (অর্থাৎ পরস্পরের অভাবের ব্যাপকতারূপ) পক্ষটীও সিদ্ধ হইতেছে না। কারণ, সত্ত্বের অভাবযুক্ত যে শুক্তিরূপ্য, তাহাতে বিবক্ষিত যে অসত্ত্ব,তাহারও অভাব রহিয়াছে বলিয়া ব্যভিচার হইতেছে। ৫২ সেইরূপ তৃতীয় (অর্থাৎ পরস্পরাভাবের ব্যাপ্যতারূপ) পক্ষটীও সিদ্ধ হইবে না। কারণ, তাহা ব্যাঘাতের প্রয়োজকই হয় না। যেহেতু, গোত্ব এবং অশ্বত্ব পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্য হইলেও সেই গোত্ব এবং অশ্বত্বের অভাব একই উষ্ট্রাদি ব্যক্তিতে একই সময়ে প্রতীত হইয়া থাকে।৫৩ আরও বলিয়াছিলে যে, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মের সত্ত্ব না থাকিলেও তাহা যেমন সদ্রূপ হইয়া থাকে,সেইরূপ প্রপঞ্চেরও সদ্রূপতা থাকিতে পারে,আর তজ্জন্য অমিথ্যাত্বের উপপত্তি হইতে পারে, সুতরাং অর্থান্তর হয়, তাহাও সঙ্গত নহে।৫৪ কারণ, এক সর্ব্বানুগত সত্ত্বের দ্বারা সর্ব্বত্রই সৎ-প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায় প্রপঞ্চের প্রত্যেক ব্যক্তিতে সৎস্বরূপতা কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। (এরূপ কল্পনা করিলে) অনুগত ব্যবহারের অভাবও প্রসক্ত হইয়া উঠে।৫৫

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মিথ্যাত্ব শব্দের অর্থ যদি অনির্ব্বচনীয় হয়, তাহা হইলে তাহা তিনরূপ হইতে পারে, যথা—প্রথম, অসত্ত্ববিশিষ্ট সত্ত্বের অভাব ; দ্বিতীয়,সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়, এবং তৃতীয়, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব বিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাব, এবং ইহাদের মধ্যে কোনটীই প্রমাণসিদ্ধ হয় না। এক্ষণে মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বলিতেছেন যে, উক্ত তিনটীর মধ্যে দ্বিতীয় কল্পটী সঙ্গত হইতে পারে। এই উপলক্ষে তিনি এস্থলে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচিত হইতেছে।

বিচারের নিয়ম হইতেছে যে, পূর্ব্বপক্ষী কোন অভীষ্টমতে যে দোষ প্রদর্শন করিয়া

থাকেন, অগ্রে তাহারই খণ্ডন করিতে হয়, এবং পরে স্বপক্ষস্থাপনের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিতে হয়। এস্থলেও গ্রন্থকার সেই রীতির অনুসরণ করিয়া নিজ অভীষ্ট উক্ত দ্বিতীয় কল্পের উপর পূর্ব্বপক্ষী যে দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমে নিরাকরণ করিতেছেন।

সেই দোষটী এই যে, যে বস্তু সৎ হয়, তাহা কখন অসৎ হইতে পারে না, এবং যাহা অসৎ, তাহাও কখন সৎ হইতে পারে না, সুতরাং সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভয় ধর্ম্মের অভাবদ্বয় কোন স্থলেই বিদ্যমান থাকিতে পারে না, অথচ এই অভাবদ্বয়কেই মিথ্যাত্ব বলা হইতেছে। এখন এইরূপ মিথ্যাত্ব যখন কোন স্থলেই থাকে না, তখন তাহা মিথ্যাত্বসাধক অনুমিতির পক্ষ যে জগৎপ্রপঞ্চ, তাহাতে কি করিয়া থাকিতে পারে? পক্ষে সাধ্য যদি না থাকে, তাহা হইলে এই অনুমিতির হেতুটী বাধ নামক দোষগ্রস্ত হয়।

এক্ষণে ইহার উত্তর দিবার জন্য গ্রন্থকার পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তির প্রকৃত অভিপ্রায় নির্ণয়মানসে তিনটী বিকল্প করিয়া তাহার প্রদর্শিত উক্ত ব্যাঘাত বা বাধরূপ দোষের খণ্ডন করিতেছেন।

প্রথমতঃ, গ্রন্থকার পূর্ব্বপক্ষীকে বলিতেছেন যে, তুমি এই যে ব্যাঘাত দোষ প্রদর্শন করিতেছে, ইহার অভিপ্রায় কি? তুমি কি বলিতে চাহ যে—

(১) সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব ইহারা পরস্পরের অভাবস্বরূপ, অর্থাৎ সত্ত্বের অভাবই অসত্ত্ব, এবং অসত্ত্বের অভাবই সত্ত্ব, সুতরাং আমার পক্ষে ব্যাঘাত দোষ হয়; অথবা—

(২) তুমি কি বলিতে চাহ যে, সত্ত্ব অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক, এবং অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবের ব্যাপক, সুতরাং ঐ দোষটী হয়, কিংবা—

(৩) তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কর যে, সত্ত্ব অসত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য এবং অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য, অতএব আমার পক্ষটী উক্ত ব্যাঘাতরূপ দোষদুষ্ট হয়?

আচ্ছা, দেখ, তোমার প্রদর্শিত ব্যাঘাত দেষের এই কয়টী প্রকার ভিন্ন আর কোন প্রকার হইতে পারে না।

এখন ইহাদের মধ্যে প্রথমটী যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিব যে, উক্ত প্রথম কল্পটীর দ্বারা আমার মতে ব্যাঘাত দোষ হয় না। কারণ, আমি মিথ্যালক্ষণের মধ্যে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব বলিয়া যে দুইটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, তাহার অর্থ তুমি বুঝ নাই। অবশ্য, তুমি সত্ত্ব শব্দের অর্থ যে,

ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহাতে তোমার মতের সহিত আমার মতের পার্থক্য নাই, অর্থাৎ তোমার স্থায় আমিও বলি যে, যে বস্তু ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে বাধিত হয় না, তাহাই সৎ এবং তাহার ধর্ম্মই সত্ত্ব। সুতরাং, এবিষয়ে আমরা একমত হইতে পারি। কিন্তু, আমার প্রযুক্ত অসত্ত্ব শব্দটীর অর্থ অন্যরূপ। আমি বলি, উক্ত ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের যে অভাব, তাহাই এই অসত্ত্ব শব্দের অর্থ নহে, কিন্তু যাহা কোন ধর্ম্মীতে কোনকালে সৎ বলিয়া প্রতীত হইবার যোগ্য, তাহাই অসত্ত্ব শব্দের মধ্যপ্রবিষ্ট সৎ শব্দের অর্থ, এবং এইরূপ সতের যে ধর্ম্ম, তাহার অভাবই অসত্ত্ব। তুমি কিন্তু ইহার যে অর্থ বুঝিলে, তাহা ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ যে সত্ত্ব, তাহারই অভাব। সুতরাং, এবিষয়ে আমরা একমত নহি। আর সেইজন্যই তোমার প্রদর্শিত দোষ এস্থলে আমার মতে আসিতে পারে না।

আরও দেখ, তুমি বলিয়াছিলে যেখানে সত্ত্ব থাকে, সেখানে অসত্ত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং, সত্ত্বাভাব এবং অসত্ত্বাভাবরূপ দুইটী অভাব একত্র থাকিতে পারে না। কিন্তু, যদি অসত্ত্ব শব্দের আমার অভীষ্ট অর্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমাদিগের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত যে শুক্তিরূপ্য, তাহার উপর তাহা সম্ভব হইতে পারে। কারণ, শুক্তিরূপ্যে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ যে সত্ত্ব, তাহার যেমন অভাব আছে, তদ্রূপ আমাদের অভীষ্ট অসত্ত্বের অভাবও থাকিতে পারে। কারণ, শুক্তিরূপ্যে কোন ধর্ম্মীতে সৎ বলিয়া প্রতীত হইবার অযোগ্যত্বরূপ যে অসত্ত্ব, তাহারও অভাব রহিয়াছে। যেহেতু, সম্মুখস্থিত ইদং পদার্থে অর্থাৎ শুক্তিখণ্ডে, কোন সময়ে রজত সদ্রূপে প্রতীত হইয়া থাকে—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব, উক্ত শুক্তিরূপ্যে সৎ বলিয়া প্রতীত হইবার যোগ্যত্ব আছে, আর তজ্জন্য সৎ বলিয়া প্রতীত হইবার অযোগ্যত্বরূপ যে অসত্ত্বরূপ ধর্ম্ম, তাহার অভাবও আছে। এই অযোগ্যত্বই ত অসত্ত্ব—ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং, প্রথম কল্পে মৎপক্ষে যে দোষ উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা তোমার পক্ষে অজ্ঞান নামক নিগ্রহস্থান হইল। অর্থাৎ, আমি যাহা বলি নাই, তাহাই আমার কথা বলিয়া আমাকে দোষ দেওয়ায় আমার মতের অজ্ঞানই তোমার উপর আসিয়া পড়িতেছে। এই দোষই অজ্ঞানরূপ নিগ্রহস্থান নামে পরিচিত। নিগ্রহস্থান যাহার পক্ষে উদ্ভাবিত হয়, তাহারই পরাজয় হয়। সুতরাং, তোমার আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব এবং অসত্ত্বের অভাবই মিথ্যাত্ব, এইরূপ তোমার উদ্ভাবিত আপত্তির দ্বিতীয়

কল্পটীর অভিপ্রায়—যদি সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব ইহারা পরস্পরের অভাবস্বরূপ হয়, তাহা হইলে তুমি আমার কথা বুঝ নাই, আর তজ্জন্য তোমার প্রদর্শিত দোষ আমার উপর আসিতে পারে না।

আর যদি বল, তোমার আপত্তির দ্বিতীয় কল্পটী অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব এবং অসত্ত্বের অভাবই মিথ্যাত্ব এবং ইহাতে যে ব্যাঘাত দোষ হয়, তাহার অভিপ্রায় সত্ত্বটী অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক, এবং সত্ত্বটী সত্ত্বাভাবের ব্যাপক, তাহা হইলে বলিব—আমি যে প্রকার অসত্ত্বের নির্ব্বচন করিয়াছি, তাহা সত্ত্বাভাবের ব্যাপক হইল না। কারণ, শুক্তিরূপ্যে, সত্ত্বের অভাব রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের অভীষ্টলক্ষণাক্রান্ত যে অসত্ত্ব, তাহা থাকিতেছে না। সুতরাং, ব্যভিচার হইতেছে, অর্থাৎ তোমরা যে বলিয়াছ—সত্ত্বাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব—তাহা হইতেছে না। কারণ, অসত্ত্ব যদি সত্ত্বাভাবের ব্যাপক হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যেখানে যেখানে সত্ত্বের অভাব আছে, সেই সকল স্থলেই অসত্ত্ব থাকা আবশ্যক হয়। কিন্তু, শুক্তিরূপ্যে সত্ত্বাভাব বিদ্যমান থাকায় এবং সেখানে অসত্ত্ব না থাকায় ব্যভিচারই হইল। তদ্রূপ সত্ত্বটী অসত্ত্বাভাবের ব্যাপকও হয় না। কারণ, ইহার অর্থ—অসত্ত্বের অভাবটী যেখানে যেখানে থাকিবে, সত্ত্বটী সেই সেইস্থানে থাকা আবশ্যক। কিন্তু, বাস্তবিক তাহা ঘটে না। কারণ, উক্ত শুক্তিরূপ্যে অসত্ত্বের অভাব রহিয়াছে, কিন্তু সেস্থলে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ উভয়বাদিসম্মত যে সত্ত্ব, তাহা থাকিতেছে না। কারণ, শুক্তিতে যে রজত আরোপিত হয়, তাহাতে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ যে সত্ত্ব আছে, তাহা কেহই স্বীকার করে না। আর শুক্তিরূপ্যে যে অসত্ত্বের অভাব রহিয়াছে, তাহার হেতু এই যে, উহা কোন ধর্ম্মীতে কোন সময়ে সৎ বলিয়া প্রতীত হইবার যোগ্য হইয়া থাকে; সুতরাং, উহাতে সৎ বলিয়া প্রতীত হইবার অযোগ্যত্বরূপ আমাদের অভীষ্ট যে অসত্ত্ব, তাহা নাই। অতএব দেখ, যদি তোমার আপত্তির দ্বিতীয় কারণটীর অর্থ—সত্ত্বটী অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক এবং অসত্ত্বটী সত্ত্বাভাবের ব্যাপক—এইরূপ হয়, তাহা হইলে আমার মতের উপর উক্ত ব্যাঘাত দোষ আসিতে পারে না, প্রত্যুত তোমারই পক্ষ পূর্ব্ববৎ দুর্ব্বল হইয়া যায়।

আর যদি বল তোমার আপত্তির দ্বিতীয় কল্পটী অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব এবং অসত্ত্বের অভাবই মিথ্যাত্ব বলিলে যে ব্যাঘাত দোষ হয়, তাহার অভিপ্রায় সত্ত্বটী

ওঁ নমঃ শ্রীগণেশায় ।

ব্রহ্মানন্দভিক্ষুবিরচিতা

অদ্বৈতসিদ্ধিব্যাখ্যা

লঘুচন্দ্রিকা ।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

নমো নবঘনশ্যামকামকামিতদেহিনে ।
কমলাকামসৌদামকণকামুকগেহিনে ॥ ১ ॥

শ্রীনারায়ণতীর্থানাং গুরূণাং চরণস্মৃতিঃ ।
ভূয়ান্ মে সাধিকেষ্টানামনিষ্টানাঞ্চ বাধিকা ॥ ২ ॥

অদ্বৈতসিদ্ধিব্যাখ্যানং ব্রহ্মানন্দেন ভিক্ষুণা ।
সংক্ষিপ্তচন্দ্রিকার্থেন ক্রিয়তে লঘুচন্দ্রিকা ॥ ৩ ॥

(১ পৃষ্ঠা—)

বিষ্ণুঃ ব্যাপকং জীবস্বরূপং **মোক্ষং প্রাপ্ত ইব স্বয়ং বিজয়তে** । কীদৃশো বিষ্ণুর্মোক্ষং প্রাপ্ত ইব তত্রাহ—**অখণ্ডধীগোচর ইতি** । সংসর্গাবিষয়কমনোবৃত্তিবিশেষবিষয়ীভূত ইত্যর্থঃ । নমু, তাদৃশধীবিষয়ত্বে মোক্ষপ্রাপ্তিং প্রতি নোদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকত্বসংভবঃ । উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালাবচ্ছিন্নত্বস্য বিধেয়গতত্বেন ব্যুৎপত্তিসিদ্ধস্য প্রকৃতে বাধাৎ । যদা হি তাদৃশধীবিষয়ীভূত আত্মা, তদা তস্য ন মোক্ষঃ । তস্যাবিদ্যারূপবন্ধশূন্যাত্মরূপত্বাৎ । তদুক্তং বার্ত্তিকে—'অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃতঃ ।' ইতি । 'নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ ।' ইতি চ । অবিদ্যায়া অস্তময়ঃ সংস্কারাদিকার্য্যরূপেণাপ্যনবস্থানম্ । সা স্থূলরূপা

সংস্কারাদিরূপা চ। তথা চ বিদেহতাকালীনোঽস্তময় এব মুখ্যো মোক্ষঃ। জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মাপি বিদেহতাকালীন এব। জীবন্মুক্তিকালীনস্য জ্ঞাতত্বোপহিতত্বস্যাপি কদাচিৎ সংভবেন জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতত্বস্য সর্ব্বদা অসম্ভবাৎ তদুপলক্ষিতস্যৈব মোহনিবৃত্তিত্বম্। জীবন্মুক্তৌ সংস্কারাদিরূপেণ মোহসত্ত্বাৎ। স্থূলাজ্ঞাননিবৃত্তেস্তত্ত্বজ্ঞান বিশেষাদিমনঃপরিণামরূপতাসংভবেন জ্ঞাতাত্মরূপত্বাসংভবাচ্চ। ন চোক্তবিষয়ত্ব ক্ষণে এব তাদৃশাবিদ্যাস্তময়ঃ সংভবতি। চরমধীরূপবিদ্যাবতঃ ক্ষণস্যাবিদ্যাতৎপ্রযুক্তদৃশ্যবিশিষ্টকালপূর্ব্বত্বাভাবনিয়মেন সিদ্ধস্যাবিদ্যাস্তময়স্য বিদেহতাকালীনস্য বিদ্যাবত্তি ক্ষণে সংভবাভাবাৎ। অত আহ—**মিথ্যাবন্ধবিধুননেন বিকল্পোজ্‌ঝিত ইতি**। ব্রহ্মাত্মৈক্যাজ্ঞানরূপবন্ধস্য তাদৃশাস্তময়েন দৃশ্যশূন্য ইত্যর্থঃ। অত্র বন্ধস্য মিথ্যাত্বোক্ত্যা তদুচ্ছেদস্য জ্ঞানাধীনত্বজ্ঞাপনেন ন জ্ঞানোৎপত্তিকালীনত্বমিতি জ্ঞাপিতম্। তথা চ বিধেয়ে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালাবচ্ছিন্নত্ববোধস্যৌৎসর্গিকত্বাৎ সর্গাদ্যকালীনদ্ব্যণুকপক্ষকজন্যতাসম্বন্ধেন কর্ত্তৃসাধ্যকানুমিতৌ নিরবচ্ছিন্নে কর্ত্তরি বিধেয়ে তাদৃশকালাবচ্ছিন্নত্ববাধবৎ প্রকৃতেঽপি তস্য বাধিতত্বাৎ ন তত্র তদ্বোধঃ। অত্র বন্ধবিধূননমবিদ্যাতৎকার্য্যশূন্যত্বং দৃশ্যশূন্যত্বং অনাদিসাধারণদৃশ্যশূন্যত্বমিতি তয়োর্ভেদঃ। বিধূননেনেতি তৃতীয়া জ্ঞাপকহেতৌ। ন তু কারকহেতৌ। ন হ্যবিদ্যায়া অস্তময়ো নাম ব্যাবহারিকধ্বংসরূপো বিদ্যাজন্যোঽস্মৎসিদ্ধান্তে স্বীক্রিয়তে। দৃশ্যান্তরধ্বংসো বা তজ্জন্যঃ। তথা সতি তস্য নিবর্ত্তকাভাবেন 'বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্ত' ইত্যাদিশ্রুতিবোধিতস্য বিদুষি সর্ব্বদৃশ্যোচ্ছেদস্য বাধাপত্তেঃ। তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিদ্বিতীয়ক্ষণে হি তত্ত্বজ্ঞানাদিসর্ব্বদৃশ্যনাশোৎপাদাৎ উক্তক্ষণদ্বিতীয়ক্ষণে উক্তনাশস্য নাশোৎপত্ত্যসম্ভবঃ। তত্ত্বজ্ঞানজন্যস্য নাশস্যৈব তত্ত্বজ্ঞাননাশহেতুত্বে স্বীকৃতেঽপ্যুক্তবাধাপত্তেস্তাদবস্থ্যাৎ। তত্ত্বজ্ঞানজন্যস্য দৃশ্যান্তরনাশস্য তত্ত্বজ্ঞানস্য চ যৌ নাশৌ তয়োর্নাশকাভাবাৎ তয়োঃ স্বনাশকত্বস্বীকারেঽপ্যুক্তাপত্তিতাদবস্থ্যাৎ অপ্রামাণিকানন্তনাশকল্পনে গৌরবাচ্চ। তস্মাচ্চরমতত্ত্বজ্ঞানস্য দৃশ্যাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বাভাবনিয়ম এব স্বীক্রিয়তে। ন তু নাশহেতুত্বম্। যত্তু, বদ্ধপুরুষৈঃ প্রাতীতিকমস্তময়াদিকং কল্প্যতে ন তস্য নাশহেতুত্বম্। যদ্যপি জ্ঞাপকহেতুত্বমপি দৃশ্যাস্তময়ং প্রত্যবিদ্যাস্তময়ত্বেন নাস্তি জীবন্মুক্তে প্রাতীতিকাবিদ্যাস্তময়ে তদ্ব্যভিচারিত্বাৎ; জীবন্মুক্তে প্রাতীতিকস্য দৃশ্যাস্তময়স্য কল্পনে নিয়মাভাবাৎ, তথাপি দৃশ্যাস্তময়কালীনত্বরূপেণাবিদ্যাস্তময়স্য দৃশ্যাস্তময়ং প্রত্যস্ত্যেবেতি ধ্যেয়ম্। অথবা মাস্তু প্রাতীতিকং তাদৃশাবিদ্যাস্ত-

ময়াদিকম্। অবিদ্যোচ্ছেদোপলক্ষিতঃ পূর্ণানন্দরূপ আত্মা মোক্ষঃ। অবিদ্যোচ্ছেদশ্চ তদীয়স্থূলসূক্ষ্মরূপাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বাভাবঃ সর্ব্বদৃশ্যাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বাভাবরূপেণ দৃশ্যোচ্ছেদেন ব্যাপ্যঃ। মোক্ষস্য দৃশ্যোচ্ছেদোপলক্ষিতাত্মরূপকৈবল্যরূপত্বাৎ। যদ্বা, নমু দৃশ্যোচ্ছেদস্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণে ন সম্ভবতি। অনাদিদৃশ্যানাং জ্ঞানানুচ্ছেদ্যত্বাদবিদ্যাতৎকার্য্যয়োরেব তদুচ্ছেদ্যত্বাৎ, তত্রাহ—**মিথ্যাবন্ধেতি**। মিথ্যাবন্ধবিধুননেন বিকল্পোজ্ঝিত ইতি যোজনা। তথা চ অবিদ্যোচ্ছেদেন দৃশ্যোচ্ছেদবানিত্যর্থলাভাৎ অবিদ্যোচ্ছেদস্য দৃশ্যোচ্ছেদব্যাপ্যতালাভেনাবিদ্যারূপবন্ধস্য মিথ্যাত্বোক্ত্যা অবিদ্যাপ্রযুক্তদৃশ্যমাত্রস্য মিথ্যাত্বলাভেনানাদিদৃশ্যানামপি জ্ঞানোচ্ছেদলাভাদুক্তব্যাপ্যতায়াঃ সম্ভবঃ। তথা চ সর্ব্বদৃশ্যোচ্ছেদোপলক্ষিতপরমানন্দরূপাত্মরূপকৈবল্যপ্রাপ্তিস্তত্ত্বজ্ঞানোত্তরমেব ন তৎক্ষণ ইতি নোদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকধীবিষয়ত্বকালীনত্বং বিধেয়ে মোক্ষলাভে বিবক্ষিতম্। উজ্ঝিত ইতি নিষ্ঠাপ্রত্যয়েনোচ্ছেদস্যাতীতকালে মোক্ষপ্রাপ্তের্লাভাৎ অত্যন্তাভাবত্ববিশিষ্টরূপস্যোচ্ছেদস্যাপি দৃশ্যত্বাৎ তাদৃশে মোক্ষকালে তস্য অতীতত্বাদিতি ভাবঃ। মোক্ষং কীদৃশং তত্রাহ—**পরমেত্যাদি**। নিরতিশয়াপরিচ্ছিন্নসুখমাত্রস্বরূপমিত্যর্থঃ। নমু, মুক্তস্য প্রকাশকাভাবেন প্রকাশত ইত্যর্থকং বিজয়ত ইত্যযুক্তম্। তত্রাহ—**স্বয়মিতি**। প্রকাশকসম্বন্ধং বিনৈবেত্যর্থঃ। নন্বেবং বিজয়ত ইত্যনুপপন্নম্। তস্যাপি প্রকাশসম্বন্ধার্থকত্বাৎ। স্বয়মিত্যস্য প্রকাশান্তরং বিনেত্যর্থকত্বেন বিজয়ত ইত্যস্য স্বাত্মপ্রকাশসম্বন্ধার্থকত্বেঽপি বিষ্ণোর্দৃশ্যত্বেন মিথ্যাত্বাপত্তিঃ। অথ বিজয়ত ইত্যস্যোৎকর্ষাশ্রয়মেবার্থঃ। ন তু প্রকাশসম্বন্ধঃ। তদা প্রকাশমানানন্দরূপত্বালাভেন মোক্ষস্য প্রয়োজনত্বালাভঃ; তত্রাহ—**সত্যজ্ঞানসুখাত্মক ইতি**। যথাত্মন আনন্দত্বেনানন্দরূপং মোক্ষং প্রাপ্ত ইবেত্যুক্তম্। অত এব আনন্দাবাপ্তিবোধকশ্রুতেরনাবৃতানন্দৈক্যমর্থঃ, ন ত্বানন্দসম্বন্ধঃ। তথা প্রকাশরূপত্বেন বিষ্ণোঃ প্রকাশত ইত্যস্যানাবৃতচিদভেদবোধকত্বম্। ন তু প্রকাশসম্বন্ধার্থকত্বম্। তথা চ দৃশ্যত্বাভাবাৎ ন মিথ্যাত্বাপত্তিঃ। ন চ প্রকাশরূপতোক্তির্ব্যর্থেতি বাচ্যম্। অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যসুখস্যৈব পুরুষার্থত্বম্। উক্তযোগ্যত্বঞ্চ অনাবৃতচিদ্রূপত্বেন তাদৃশচিত্তাদাত্ম্যেন বা। তত্রোক্তরূপানন্দস্যাত্মাভাবেঽপ্যাদ্যমস্তীতি জ্ঞাপনার্থত্বেন তস্যাঃ সার্থক্যাৎ। নমু জ্ঞানস্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধিতায়াঃ শুক্ত্যাদিজ্ঞানস্থলে দৃষ্টতয়া যুক্তত্বেঽপ্যনাদিসাধারণদৃশ্যমাত্রবিরোধিত্বমদৃষ্টত্বান্ন যুক্তম্। তত্রাহ—**মায়েত্যাদি**। মায়য়া কল্পিতং প্রযুক্তম্। অতএব

'প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ' ইত্যাদিবাক্যে চাকাশশব্দিতাব্যাকৃতপ্রাণাদিসংবন্ধিতয়া ব্রহ্মণ উক্তত্বাৎ পঞ্চজনশব্দস্য গন্ধর্ব্বাদিরূপস্য ব্রাহ্মণাদিরূপস্য বা ভাষ্যোক্তার্থস্য 'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ' ইতি বাক্যে ব্রহ্মক্ষত্রপদয়োরিব সর্ব্বদৃশ্যোপলক্ষণত্বেন প্রাণস্যেত্যাদেরপি সর্ব্বদৃশ্যোপলক্ষণত্বেন সর্ব্বদৃশ্যসংবন্ধিত্বেনৈব ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বমুক্তত্বাচ্চাদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বপূর্ব্বকত্বম্। ন চ নানেত্যস্য নঞ্‌পদনিষ্পন্নত্বেন ভেদার্থকতয়া স্বসমভিব্যাহৃতপদার্থব্রহ্মভেদবোধকতয়া তাদৃশভেদবিশিষ্টস্য কিঞ্চনেতি পদার্থস্যাত্যন্তাভাবে দ্বৈতবত্ত্বদেশকালাবচ্ছিন্নত্বস্য ভানং ন ব্যুৎপত্তিসিদ্ধম্। উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকতত্তদ্দেশকালাবচ্ছিন্নত্বয়োঃ তত্তদ্দেশকালাদিবিশিষ্টোদ্দেশ্যস্থলে ভানাদিতি বাচ্যম্। তাদৃশাভাবে তাদৃশাবচ্ছিন্নব্রহ্মবৃত্তিত্ববোধেঽপ্যুদ্দেশ্যসিদ্ধেঃ। ন হি তত্র তৎ কেনাপি স্বীক্রিয়তে। প্রলয়েঽপি তাদৃশাভাবে তার্কিকাদিভিস্তদস্বীকারাৎ মিথ্যাত্ববাদিনৈব তৎস্বীকারাৎ। বস্তুতস্তু, ব্রহ্মভেদো ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতয়া ভাতি। কিন্তু উপলক্ষণতয়া কিঞ্চনপদার্থে প্রকারঃ। তথা চ তৎপদস্য সর্ব্বনামতয়া প্রসিদ্ধার্থতয়া প্রত্যক্ষাদিমানসিদ্ধদ্রব্যত্বাদিবিশিষ্টবোধকত্বেন প্রসিদ্ধার্থকত্বাৎ প্রক্রান্তার্থকত্বাদ্বা ঘটত্বাদিবিশিষ্টবৎ ব্রহ্মবোধনাৎ, দ্রব্যত্বাদিবিশেষরূপেণৈব মিথ্যাত্বলাভঃ। ঘটবদ্দ্রব্যবদিত্যেবমুদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকভানেঽপি দ্রব্যং নাস্তীত্যাদিবিধেয়াংশে ঘটত্বাদিবিশিষ্টস্য উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকত্বেন দ্রব্যত্বাদিবিশিষ্টাভাবজ্ঞানস্য নাহার্যত্বাপত্তিরিতি ভাবঃ। **বাদঃ** তত্ত্ববুভুৎসুনা সহ কথা। **জল্পো** বিজিগীষুণা সহ। **বিতণ্ডা** স্বপক্ষস্থাপনহীনা। **কথা** পঞ্চাবয়বপরিকরোপেতবাক্যম্।

(১৪, ১৫পৃষ্ঠা—)

সিষাধয়িষেত্যাদি। সিষাধয়িষাভাবসামানাধিকরণ্যবিশিষ্টস্য সাধ্যনিশ্চয়স্যাভাবরূপায়া ইত্যর্থঃ। **সংশয়স্য** সংশয়হেতুত্বস্বীকারস্য। **অতিপ্রসঙ্গকত্বাৎ** আহার্যপরামর্শাদের্হেতুত্বাপাদকত্বাৎ। **পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহেতি**। পক্ষে ধর্ম্মিণি প্রতিনিয়তপক্ষপরিগ্রহেত্যর্থঃ। বাদিনোর্ভাবাভাবান্যতরকোটেরেকধর্ম্মিণি প্রয়োগেতি যাবৎ। **তথাপি—অনুমিত্যনঙ্গত্বেঽপীতি**। অনুমিতিং প্রতি তথাবিধমেব যদঙ্গং তদভাবেঽপীত্যর্থঃ। প্রথমস্যাপিশব্দস্যৈবকারসমানার্থকত্বাৎ যদ্যপীত্যস্য পূর্ব্বং সত্ত্বাত্তথাপীত্যন্তদধ্যাহার্যম্। একেনৈব বা তথাপীত্যনেনার্থদ্বয়বোধঃ। অথবা অঙ্গত্বপদস্য পূর্ব্বশঙ্কিতাঙ্গত্বমর্থঃ। **বুভুৎসনীয়তয়া** বিচারসাধ্যাভাবপ্রতিযোগিতয়া।

বিচারাঙ্গত্বং বিচারপ্রবৃত্ত্যুপযুক্তস্য সংশয়াভাবরূপফলজ্ঞানস্য বিশেষণজ্ঞান-বিধয়া কারণে জ্ঞানে বিষয়ত্বম্। তথা চ বিপ্রতিপত্তিবাক্যাৎ সংশয়ে জাতে সন্দেহ্মীত্যাকারকেণ সংশয়রূপবিশেষণজ্ঞানেন সংশয়াভাবরূপফলজ্ঞানাধীনেচ্ছয়' বিচারে প্রবৃত্তিরিত্যেবংরীত্যা বিচারে বিপ্রতিপত্তিবাক্যোপযোগ ইতি ভাবঃ।

(২১ পৃষ্ঠা—)

নমু, বাদিনোঃ স্বস্বকোটিনিশ্চয়কালে তৎসংশয়োৎপাদানুপপত্তিরত আহ—**তাদৃশেতি**। বিচারাঙ্গেত্যর্থঃ। **স্বরূপযোগ্যত্বাৎ** কারণত্বাৎ। প্রাচীনমতে বিপ্রতিপত্তিবাক্যস্য শাব্দধীরূপসংশয়োৎপাদকত্বস্বীকারাৎ। প্রত্যক্ষস্যৈব সংশয়ত্বমিতি মতে তু, কারণীভূতকোটিদ্বয়োপস্থিতিহেতুপদঘটিতত্বাদিত্যর্থঃ। তথা চ বাদিনোর্নিশ্চয়কালে সংশয়ানুৎপত্তাবপি সংশয়কারণত্বাদিরূপেণ জ্ঞাতা বিপ্রতিপত্তিঃ সংশয়ং স্মারয়তি। যয়োঃ সম্বন্ধঃ পূর্ব্বং গৃহীতঃ তয়োরেকজ্ঞান-স্যাপরস্মারকত্বাৎ। তথাচ তদৈব তথা তস্যা উপযোগ ইতি ভাবঃ। **অভি-মানিকনিশ্চয়াভিপ্রায়মিতি**। নিশ্চয়বানস্মীতি জ্ঞাপয়ন্তৌ বিব-দেতে ইত্যর্থকম্। তথাচ বাদিনোর্নিশ্চয়কালে সভাপত্যাদিনাং সংশয়াভাবমুদ্দিশ্য বিচারে প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ। নমু, বিশেষণজ্ঞানস্য বিশিষ্টবুদ্ধিহেতুত্বমতে নোক্তরীত্যা বিপ্রতিপত্তিরূপযুজ্যত ইতি চেৎ? সত্যম্। তথাপি স্বস্য পরস্য বা সংশয়াভাববত্ত্বে নিশ্চিতে তত্র সিদ্ধত্বজ্ঞানাৎ, ন তদুদ্দেশেন প্রবৃত্তিরতঃ সংশয়াভাববত্ত্বনিশ্চয়বিরোধিনী সংশয়বত্ত্বধীরপেক্ষ্যত এব। নমু বাদিনোরন্যেষাং চ সভাস্থানাং নিশ্চয়ে বাদিভ্যাং নিশ্চিতে সংশয়াভাবমুদ্দিশ্য ন বিচারে তয়োঃ প্রবৃত্তিঃ, কিং তু বিজয়াদিকমুদ্দিশ্য। তত্র চ বিপ্রতিপত্তির্নোপযুজ্যতে অত আহ—**তস্মাদিতি**। **স্বকর্ত্ত-ব্যেতি**। উক্তস্থলে তাৎকালিকে সংশয়াভাবে নিশ্চিতেঽপি নিশ্চয়জন্যসংস্কারস্য কালান্তরে উচ্ছেদশঙ্কয়া সংশয়োৎপত্তিসংভবজ্ঞানেন তদাপি সংশয়াভাবোঽনুবর্ত্ততা-মিতীচ্ছায়াঃ সংভবান্ন বিজয়াদিকমাত্রমুদ্দিশ্য প্রবৃত্তিঃ। কিঞ্চ যথা সময়বন্ধঃ এতন্মত-মবলম্ব্যৈব যুবাভ্যাং বিচারণীয়মিত্যাকারকো মধ্যস্থেন ক্রিয়তে। অন্যথা বাদিনোর্ম্মতান্তরপ্রবেশেঽব্যবস্থাপত্তেঃ। যথা বা বাদিনৌ পরীক্ষ্যেতে, অন্যথা মূর্খস্য বিচারে মধ্যস্থস্যৈব হাস্যত্বাপত্তেঃ। তথা বিপ্রতিপত্তিরপি মধ্যস্থেন কার্য্যৈব। অন্যথা প্রাসঙ্গিকবিষয়মাদায় বাদিনোরেকস্য জয়স্বীকারাপত্ত্যা প্রকৃতবিষয়ে তয়ো-র্জয়পরাজয়ব্যবস্থাপনরূপস্য মধ্যস্থকর্ত্তব্যস্যানির্ব্বাহাৎ। বিপ্রতিপত্তৌ কৃতায়াং

তু সভাস্থৈস্তচ্ছ্রবণাত্তদ্বিষয়কোটী অপলপ্য প্রাসঙ্গিকবিষয়ান্তরং ন বাদিভ্যামবলম্ব্য বিজয়ঃ স্বীকর্তুং শক্যতে। তস্মাৎ সার্ব্বকালিকসংশয়াভাবপ্রয়োজকসংস্কারদার্ঢ্যস্য উক্তব্যবস্থাপনস্য চ স্বকর্ত্তব্যস্য নির্ব্বাহায় মধ্যস্থেন বিপ্রতিপত্তিঃ কার্য্যৈবেতি ভাবঃ।

(২৩ পৃষ্ঠা—)

প্রতিপন্নেত্যাদি। স্বসম্বন্ধিতয়া জ্ঞাতে সর্ব্বত্র ধর্ম্মিণি। **ত্রৈকালিকস্য** সর্ব্বদা বিদ্যমানস্য। **নিষেধস্য** অত্যন্তাভাবস্য। **প্রতিযোগি ন বা**। যেন সম্বন্ধেন যদ্রূপবিশিষ্টসম্বন্ধিতয়া যৎ জ্ঞাতং তৎসম্বন্ধতদ্রূপাবচ্ছিন্নং তন্নিষ্ঠোক্তাভাবস্য প্রতিযোগিত্বং নিবেশ্যম্। অন্যথা সম্বন্ধান্তররূপান্তরাবচ্ছিন্নমুক্তপ্রতিযোগিত্বমাদায় সিদ্ধসাধ্যতাপত্তেঃ। স্বপদং রজতত্বাদিবিশিষ্টপরম্। নব্যমতে স্বত্বস্যানমুগতত্বাত্তত্তদ্ব্যক্তিপরত্বে ব্যক্তিভেদেন মিথ্যাত্বস্য ভেদাপত্তেঃ। তথা চ রজততাদাত্ম্যেন জ্ঞায়মানং যচ্ছুক্ত্যাদিকং তন্নিষ্ঠাভাবীয়ং যদ্রজতত্বতাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিত্বং তস্য প্রাতীতিক ইব ব্যাবহারিকেঽপি রজতে সত্ত্বাত্তত্র সিদ্ধসাধনবারণায় **সর্ব্বত্র** ইত্যুক্তম্। কালিকাব্যাপ্যবৃত্তিমদত্যন্তাভাবমাদায় অর্থান্তরতাপত্তেঃ **ত্রৈকালিক** ইত্যুক্তম্। যদ্যপি অত্যন্তাভাবস্যৈব প্রতিযোগিতা ভেদসহিষ্ণুনা তাদাত্ম্যেনাবচ্ছিন্না, ন তু ভেদস্য; তাদৃশতাদাত্ম্যস্য ভেদাবিরোধিত্বাৎ, ভেদাসহিষ্ণু চ তাদাত্ম্যং নাস্ত্যেব অত্যন্তাভেদে তাদাত্ম্যাদিসম্বন্ধাসংভবাৎ। তথাপি প্রকৃতানুমানাত্তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্নভেদপ্রতিযোগিতাসিদ্ধিমাদায়ার্থান্তরং স্যাৎ। অতঃ **অত্যন্তাভাব** ইত্যুক্তম্। সংসর্গাভাবো বা নিবেশ্যঃ। তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরজতত্বাদিমত্ত্বস্য সাধ্যত্বে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিঃ। অতস্তদপহায় তাদৃশপ্রতিযোগিত্বমেব সাধ্যং কৃতম্। তস্যাপি শুক্তিরূপ্যাদাবনুমানাৎ পূর্ব্বমসিদ্ধিঃ। রজতসম্বন্ধিতয়া প্রতীয়মানসর্ব্বান্তর্গতব্যাবহারিকরজতাদিনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বস্য তাদৃশাবচ্ছিন্নস্য তত্রাভাবাৎ। অতো ব্যাবহারিকপক্ষকবিশেষানুমানেষু রজত্বাদিনা ঘটো নাস্তীতি প্রতীতেঃ ঘটাদিরেব দৃষ্টান্তঃ। নমু তাদৃশপ্রতিযোগিতায়া ব্যধিকরণাবচ্ছেদকরজতত্ববত্ত্বং শুক্তিরূপ্যাদাবপি প্রসিদ্ধ্যা তদেব সাধ্যং কুতো ন কৃতমিতি চেন্ন। তথা সতি ব্যাবহারিকরজতাদিরূপে পক্ষে তৎপ্রসিদ্ধ্যা সিদ্ধসাধনাপত্তেঃ। সমানাধিকরণাবচ্ছেদকরজতত্বস্যৈব সাধ্যকার্য্যত্বে প্রসিদ্ধ্যাবশ্যকত্বাৎ। সামান্যানুমানে তু শুক্তিরূপ্যাদিকং মূলোক্তং দৃষ্টান্তঃ। স্বত্বস্যানুগতস্য প্রাচাং মতে স্বীকারেণ স্ববিশিষ্টসম্বন্ধিতয়া

(অনুবাদ)—করিতে হয়, তাহা যে পর্য্যন্ত তণ্ডুলনিষ্পত্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত বার-বার অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ বেদান্তবাক্যশ্রবণ, যেহেতু ব্রহ্মদর্শনের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়, সেই হেতু অর্থাৎ ইহা দৃষ্টার্থ বলিয়া, দর্শপূর্ণমাস যাগের অবঘাতের সাম্য ইহাতে আছে। এই জন্যই সূত্রে শ্রবণাদির আবৃত্তি বিষয়ে উপদেশ হইয়াছে। শ্রবণবিষয়ে বিধি যদি অপূর্ব্ব-বিধি হইত, তাহা হইলে, এই আবৃত্তির উপদেশ সর্ব্বৌষধির অবঘাতের ন্যায় কখনই সঙ্গত হইত না। অগ্নিচয়ন প্রসঙ্গে এইরূপ শ্রুত হইয়াছে যে, "সকলপ্রকার ওষধির দ্বারা উদূখলকে পূর্ণ করিয়া ঐ সকল ওষধি দ্রব্যের উপর অবঘাত করিবে। তাহার পর সেই উদূখলকে নিকটে রাখিবে। এইরূপ বাক্যে যে অবঘাতের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যেহেতু উদূখলের সংস্কাররূপ অদৃষ্টার্থের জন্য বিহিত হইয়াছে, সেই হেতু উহার কোন দৃষ্টফল দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং, ঐ অবঘাতের আবৃত্তিও করিতে হয় না। এই প্রকার সিদ্ধান্ত জৈমিনীয় দর্শনে একাদশ অধ্যায়ে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই কারণে বলিতে হইবে যে, শ্রবণ-বিধি নিয়মবিধিই হইবে, অর্থাৎ উহা অপূর্ব্ব-বিধি হইতে পারে না।

তাৎপর্য্য—বেদান্তশ্রবণে অপূর্ব্ব-বিধি হওয়া উচিত এই প্রকার মতকে স্থাপন করিবার জন্য প্রকটার্থকার-মতানুসারিগণ আরও একটী শঙ্কা করিয়া থাকেন। সেই শঙ্কাটী এই প্রকার।—যেমন, অগ্নিচয়ন নামক যাগবিশেষে উলুখলের উপর সকলপ্রকার ওষধিদ্রব্যকে স্থাপন করিয়া যে অবঘাতের বিধান করা হইয়াছে, তাহা একবার করিলেই, উহার ফল যে উলুখলসংস্কার, তাহা নিষ্পন্ন হইয়া যায়। সেইরূপ অধিকারী ব্যক্তি একবারমাত্র বেদান্ত শ্রবণ করিলেই, তাহার পক্ষে আর বেদান্তবাক্য-শ্রবণের আবশ্যকতা থাকে না, সর্ব্বৌষধির অবঘাতের ন্যায় বেদান্তবাক্য শ্রবণও অদৃষ্টের উৎপাদক; সুতরাং, উহার একবার অনুষ্ঠান হইলেই ঐ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় বলিয়া বারবার শ্রবণের আবশ্যকতা থাকে না। এইরূপ হইলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, অদৃষ্টের হেতু বলিয়া বেদান্তবাক্যশ্রবণে যে বিধি আছে, তাহা অপূর্ব্ব-বিধি হওয়া উচিত। তাহাই যদি হইল, তবে সর্ব্বৌষধির অবঘাতে যেমন অপূর্ব্ব-বিধিরই কল্পনা মীমাংসকগণ করিয়া থাকেন, সেই ভাবেই বেদান্তবাক্যশ্রবণেও অপূর্ব্ব-বিধিরই কল্পনা হওয়া উচিত; সুতরাং, ইহাকে নিয়ম-বিধি বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(তাৎপর্য্য)—প্রকটার্থকার-মতানুসারিগণের এই প্রকার সিদ্ধান্ত যে, বেদান্ত সূত্র এবং ভাষ্য বিরুদ্ধ, তাহাই বুঝাইবার জন্য, বিবরণাচার্য্যমতানুসারিগণ "অতএব" ইত্যাদি গ্রন্থের আরম্ভ করিতেছেন।

প্রথমতঃ, তাঁহারা বলিতেছেন যে, শ্রবণ একবার করিলেই যে চলিবে, তাহা বেদান্তসূত্রের অভিমত নহে। কারণ, সূত্রকার "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" ৪।১।১ এই সূত্রে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ তিনটী উপায়েরই আবৃত্তির উপদেশ দিয়াছেন। সূত্রটীর অর্থ—আবৃত্তি অর্থ বারবার অনুষ্ঠান। কাহার অনুষ্ঠান?—অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠান। অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বারবার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কি কারণে এইরূপ করিতে হইবে, তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, "অসকৃৎ উপদেশাৎ।" অর্থাৎ বারবার ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ ও মননাদির উপদেশ যেহেতু শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই হেতু উহাদিগের আবৃত্তি করিতে হইবে। ইহাই হইল উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্য।

আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই যে, ভৃগুবল্লী নামক তৈত্তিরীয় উপনিষদের অংশবিশেষে ভৃগুর প্রতি তাঁহার পিতা বারংবার "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মতত্ত্ব অতি দুর্ব্বোধ বলিয়া ঐ তত্ত্ববিষয়ে নিজের পুত্র শ্বেতকেতুকে তদীয় পিতা আরুণি বহুবার নানাভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই জাতীয় উপদেশকে লক্ষ্য করিয়া সূত্রে বলা হইয়াছে যে, "অসকৃদুপদেশাৎ" ইতি।

এই সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণনপ্রসঙ্গে ভগবান্ ভাষ্যকারও যাহা বলিয়াছেন, তাহার দ্বারা বেদান্তবাক্যশ্রবণে যে নিয়ম-বিধি আছে, এবং তাহা যে অপূর্ব্ব-বিধি হইতে পারে না, তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। যেহেতু ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই—

তিনি বলিয়াছেন যে, যে কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত বারবার শ্রবণাদি করিতে হইবে, ইহা যখন উপনিষদের উপদেশ হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন এই শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের যে ফল, তাহা দৃষ্টই হইবে, কখনই অদৃষ্ট হইতে পারে না। শাস্ত্রে অদৃষ্টফলের জন্য যাহা বিহিত হইয়া থাকে, তাহার অনুষ্ঠান একবার মাত্রই করিতে হয়; কিন্তু, যাহার ফল দৃষ্ট, যতক্ষণ পর্য্যন্ত

(তাৎপর্য্য)—সেই দৃষ্ট ফল উৎপন্ন না হইবে, তাবৎ পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইলে বারবার সেই উপায়ের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে।

শাস্ত্রে দুইরূপ অবঘাতের বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটী দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে, পুরোডাশের জন্য তণ্ডুলনিষ্পত্তি করিতে, ব্রীহিসমূহের অবঘাত বিধি, অপরটী অগ্নিচয়ন প্রকরণে, উলুখলের সংস্কারের জন্য তাহার উপর সর্ব্বৌষধিদ্রব্য রাখিয়া তাহার অবঘাতের জন্য বিধি। পূর্ব্বোক্ত অবঘাতের ফল দৃষ্ট অর্থাৎ তণ্ডুলনিষ্পত্তি। যাবৎ উক্ত তণ্ডুলের নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ যতবার আবশ্যক হইবে, ততবার পূর্ব্বোক্ত অবঘাত করিতেই হইবে। ইহাই হইল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। আর দ্বিতীয় অবঘাত, যাহা অগ্নিচয়ন প্রকরণে বিহিত হইয়াছে, তাহার যেহেতু কোন দৃষ্ট ফলই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইজন্য তাহা অদৃষ্ট ফলের জন্যই বিহিত হইয়াছে—ইহা কল্পনা করিতে হয়, এবং উহা অদৃষ্টফলের কারণ বলিয়া, একবারমাত্রই উহার অনুষ্ঠান করিলে চলে। ইহা মীমাংসা দর্শনে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই অবঘাতের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শ্রবণ-বিধিকে কখনই অপূর্ব্ব-বিধি বলিয়া স্থাপিত করা যাইতে পারে না। কারণ, শ্রবণ-বিধি যদি অপূর্ব্ব-বিধি হইত, তাহা হইলে, উপনিষদে শ্বেতকেতু এবং ভৃগুকে লক্ষ্য করিয়া বারবার শ্রবণের যে প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না, কিন্তু শ্রবণ-বিধিকে যদি নিয়ম-বিধি বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে উপনিষদে যে শ্রবণের আবৃত্তি বিষয়ে উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সুসঙ্গত হয়। এই কারণে ইহা নিয়ম-বিধিই বলিতে হইবে। ইহাকে অপূর্ব্ব-বিধি বলা যায় না।

এই কারণেই ভাষ্যকার এইস্থলে দার্শপূর্ণমাসিক অবঘাতের নাম করিয়া এই অবঘাতের সহিত বেদান্তশ্রবণের সাজাত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং অগ্নিচয়নে যে সর্ব্বৌষধির অবঘাত বিহিত হইয়াছে, তাহার সহিত বেদান্ত-শ্রবণের বৈষম্যই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রবণবিধি যদি অপূর্ব্ববিধি হইত, তাহা হইলে, অগ্নিচয়নের যে অবঘাত, তাহারই সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকিত এবং দর্শপূর্ণমাসের যে অবঘাত, তাহার সহিত বৈষম্যই থাকিত। ইহার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে—ভাষ্যকার বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধিরই অঙ্গীকার করিয়াছেন।

তদভাবে হি যথা বস্তু কিঞ্চিৎ চক্ষুষা বীক্ষমাণঃ তত্র স্বাগৃহীতে সূক্ষ্মে বিশেষান্তরে কেনচিৎ কথিতে তদবগমায় তস্যৈব চক্ষুষঃ পুনরপি সপ্রণিধানং ব্যাপারে প্রবর্ত্ততে, এবং মনসা "অহম্" ইতি গৃহ্যমাণে জীবে বেদান্তৈঃ অধ্যয়নগৃহীতৈঃ উপদিষ্টং নির্বিবশেষব্রহ্মচৈতন্যরূপত্বম্ আকর্ণ্য তদবগমায় তত্র সাবধানং মনসঃ এব প্রণিধানে কদাচিৎ পুরুষঃ প্রবর্ত্তেতেতি বেদান্তশ্রবণে প্রবৃত্তিঃ পাক্ষিকী স্যাৎ। "অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি শ্রুতিঃ "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" ইত্যপি শ্রবণেন অনবহিতমনোবিষয়েতি শঙ্কাসম্ভবাৎ।

অনুবাদ—বেদান্তশ্রবণে যদি নিয়মবিধি না থাকিত, তাহা হইলে, যেমন কোন বস্তু, নয়নেন্দ্রিয় দ্বারা দেখিবার সময়, সেই বস্তুগত অতি সূক্ষ্ম বিশেষান্তর কেহ বলিয়া দিলে প্রথমদর্শনে তাহা গৃহীত না হইলেও পরে তাহাকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য সেই ব্যক্তিই পুনরায় নিজের চক্ষুকে প্রণিধানের সহিত ব্যাপৃত করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও অহং এই আকারে জীবভাবে পরমাত্মা মনের দ্বারা সাক্ষাৎকৃত হইলেও, অধ্যয়ন দ্বারা গৃহীত বেদান্তশাস্ত্র যে ভাবে উপদেশ করিয়া থাকে, সেই ভাবে অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্যরূপে বুঝিয়া তাহার সাক্ষাৎকার করিবার জন্য অবধানের সহিত ব্রহ্ম বস্তুতে নিজ মনকে প্রণিহিত করিতে কদাচিৎ পুরুষের প্রবৃত্তি হইতে পারে। এই কারণে বেদান্তশ্রবণে যে প্রবৃত্তি, তাহা পাক্ষিক হইতে পারে। শ্রুতিতে আছে "মনের সহিত তাহাকে না পাইয়া" ইত্যাদি, এবং অন্যত্র আছে "মনেরই দ্বারা ব্রহ্ম অনুদ্রষ্টব্য" অর্থাৎ প্রণিহিত বুদ্ধিদ্বারাই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিবাক্য দ্বারা কেবল মনের সাহায্যে আত্মা দৃষ্ট না হইলেও প্রণিহিত অর্থাৎ সমাহিত চিত্তের সাহায্যেই আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকেন—এইপ্রকার মতই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে—এই-প্রকার শঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বেদান্তশ্রবণে পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হইতে পারে। (সুতরাং, নিয়মবিধির দ্বারাই সেই পাক্ষিক অপ্রাপ্তির পরিহার করিতে হইবে)।

তাৎপর্য্য—বিবরণমতানুসারিগণ বেদান্তবাক্যশ্রবণে নিয়মবিধি আছে, ইহা অঙ্গীকার করিবার পক্ষে আরও যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পক্ষে বেদান্তবাক্যশ্রবণ ব্যতিরিক্ত অন্য

(তাৎপর্য্য)—প্রমাণ নাই, ইহাই বুঝাইবার জন্য বেদান্তবাক্যে নিয়মবিধি অঙ্গীকার করা হইয়াছে। অপূর্ব্ববিধিবাদীর মতেও বেদান্তবাক্যশ্রবণ ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য কোন কারণ না থাকিলেও তাহার মতে, অদৃষ্টকারণদ্বারা বেদান্তবাক্যশ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ হইয়া থাকে ; কিন্তু, নিয়মবিধিবাদিগণের মতে অর্থাৎ বিবরণানুসারিগণের মতে শাব্দাপরোক্ষবাদের নিয়মানুসারে কোনপ্রকার অদৃষ্টকে দ্বার না করিয়াও বেদান্তবাক্যশ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ হইয়া থাকে। ইহাই হইল উভয় মতের পার্থক্য।

যদি কেহ এ প্রকার শঙ্কা করে যে, বেদ যখন বলিতেছে যে, সেই ব্রহ্মকে মনের দ্বারাই সাক্ষাৎকার করিতে হইবে, তখন, বেদান্তবাক্যশ্রবণ হউক বা নাই হউক, মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ হইবে না কেন? যদি বল, বেদে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, মনের সহিত বাগিন্দ্রিয় যাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মনঃ কারণ হইতে পারে না। তাহাও ঠিক নহে, কারণ, বেদ অন্যত্র আবার বলিয়াছে যে, মনের দ্বারাই ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে, তখন, বেদের এই বিরোধ পরিহারের জন্য বলিতে হইবে যে, অসমাহিত মনের দ্বারা তাহাকে বুঝা যায় না, পরন্তু, সমাহিত মনদ্বারাই তাহাকে বুঝা যায়, ইত্যাদি। সুতরাং, মনঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ বা প্রমাণ, বেদান্তবাক্যশ্রবণ কারণ বা প্রমাণ নহে। দেখ, যেমন আমরা চক্ষুঃ দ্বারা যখন কোন বস্তু বিলোকন করি,তখন সেই সময় সেই দ্রষ্টব্য বস্তুগত যত বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহা ভাল করিয়া হয় ত দেখি না। কিন্তু, যদি কেহ তখন বলিয়া দেয় যে, "ঐ বস্তুতে দেখিবার যোগ্য আরও অনেক বিশেষ আছে, ভাল করিয়া প্রণিধান পূর্ব্বক দেখ" তাহা হইলে,আমরা সেই বস্তুতে সেই সব বিশেষ ধর্ম্ম দেখিতে পাই, আর তজ্জন্য সেই বিশেষ ধর্ম্ম প্রত্যক্ষের প্রতি উক্ত ব্যক্তির উপদেশবাক্য আমরা কারণ বা প্রমাণ বলি না, কিন্তু, প্রণিহিত চক্ষুকেই কারণ বা প্রমাণ বলি। তদ্রূপ, আপাততঃ আমরা মনের দ্বারা জীবভাবে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করিতে সর্ব্বদা সমর্থ হইলেও ব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহা সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হই না। কিন্তু, বেদান্তবাক্য যখন বলিয়া দেয় যে, বাস্তবিক ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষস্বরূপ, তখন আমরাও ঐ প্রকার বাক্যশ্রবণে চিত্তকে প্রণিহিত করিতে প্রবৃত্ত হই এবং তাহার পর সেই প্রণিহিতচিত্তের সাহায্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে। সুতরাং, প্রণিহিতচিত্তকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কারণ বা প্রমাণ বলা উচিত,

অথবা—"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোক" ইত্যাদি-শ্রবণাৎ ভিন্নাত্মজ্ঞানাৎ মুক্তিরিতি ভ্রমসম্ভবেন মুক্তিসাধন-জ্ঞানায় ভিন্নাত্মবিচাররূপে শাস্ত্রান্তরশ্রবণেঽপি পক্ষে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ইতি অদ্বৈতাত্মপরবেদান্তশ্রবণনিয়মবিধিরয়মস্তু। ইহ আত্মশব্দস্য "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইত্যাদি-প্রকরণ-পর্য্যালোচনয়া অদ্বিতীয়াত্মপরত্বাৎ। ন হি বস্তুসৎসাধনান্তরপ্রাপ্তাবেব নিয়মবিধিরিতি কুলধর্ম্মঃ। যেন বেদান্তশ্রবণনিয়মার্থবত্তায় নিয়মাদৃষ্টজন্য-স্বপ্রতিবন্ধক-কল্মষনিবৃত্তিদ্বারা সত্তানিশ্চয়রূপব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য বেদান্তশ্রবণৈকসাধ্যত্বস্য অভ্যুপগন্তব্যত্বেন তত্র বস্তুতঃ সাধনান্তরাভাবাৎ ন নিয়মবিধির্যুজ্যতে ইতি শঙ্ক্যেত। কিন্তু যত্র সাধনান্তরতয়া সম্ভাব্যমানস্য পক্ষে প্রাপ্ত্যা বিধিৎসিতসাধনান্তরস্য পাক্ষিক্যপ্রাপ্তির্নিবারয়িতুং ন শক্যতে তত্র নিয়মবিধিঃ। তাবতৈব অপ্রাপ্তাংশপরিপূরণস্য তৎফলস্য সিদ্ধেঃ।

(তাৎপর্য্য)—বেদান্তবাক্যশ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ নহে। এখন এইরূপ বিশ্বাস যাহার হইবে, তাঁহার মতে বেদান্তবাক্যশ্রবণে পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হইবে, আর সেইজন্য বিবরণমতানুসারিগণ বলেন যে, এইরূপ অপ্রাপ্তিপরিহার করিবার জন্যও বেদান্তবাক্যশ্রবণে নিয়মবিধি স্বীকার করা আবশ্যক। ইহাই হইল নিয়মবিধি স্থাপনের পক্ষে আর একটী অনুকূল যুক্তি।

অনুবাদ—অথবা এইপ্রকার বলা যাইতে পারে—শ্রুতিতে একটী বাক্য আছে, যথা—ঋষিগণ-কর্ত্তৃক সেবিত সেই ঈশ্বরকে অন্যভাবে যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই গতশোক হইয়া সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ লাভ করিতে পারা যায়। এই বাক্যটীতে যে অন্য শব্দটী রহিয়াছে, তাহা দ্বারা জীব হইতে ব্রহ্মকে ভিন্ন বলিয়াই শ্রুতি বুঝাইতেছেন ; সুতরাং, ভিন্নাত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ, এই ভাবে যদি কাহারও ভ্রান্তি হয়, তখন সে, মুক্তির সাধন যে জ্ঞান, তাহা লাভ করিবার জন্য, জীব ও ব্রহ্মের ভেদপ্রদর্শনপর যে সকল দ্বৈত-বিচারশাস্ত্র আছে, তাহারই শ্রবণে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এই ভাবে বেদান্ত-শ্রবণে পাক্ষিক অপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেই অপ্রাপ্তিপরিহারের জন্য, জীব ও ব্রহ্মের অভেদবোধক বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধিই হউক। "এই যাহা কিছু তাহা সবই আত্মা" ইত্যাদি প্রকার প্রকরণসমূহের পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই বেদান্তশাস্ত্রে যে আত্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে,

(অনুবাদ)—তাহা অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। (সুতরাং, ভিন্নাত্মজ্ঞান মুক্তির কারণ হইতে পারে না;) যাহা বাস্তবিক সাধনান্তর তাহার প্রাপ্তি থাকিলেই যে নিয়মবিধি হইবে (এরূপ নিয়ম) কুলধর্ম্ম হইতে পারে না। (অর্থাৎ কুলধর্ম্ম যেমন অনুল্লঙ্ঘনীয়, ইহা সেইরূপ অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম হইতে পারে না)। বেদান্তশ্রবণে যে নিয়মবিধি আছে, তাহার সার্থকতার জন্য, নিয়মাদৃষ্টের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ দুরদৃষ্ট বিশেষের নাশ দ্বারা সত্তানিশ্চয়রূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি বেদান্তশ্রবণের কারণতা আছে, ইহা বলিতে হইবে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত, অঙ্গীকার করিতে হইবে বলিয়া, প্রকৃতস্থলে বাস্তবিক সাধনান্তর না থাকা নিবন্ধন, উক্ত কুলধর্ম্মের বলে ইহা নিয়মবিধি হইতেই পারে না—এই প্রকার শঙ্কা করা যাইতে পারে না; কারণ, প্রকৃত সাধনান্তর না থাকিলেও যদি কোন একটী বস্তু আপাততঃ সাধনান্তর বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলেও সেই সম্ভাবিত সাধনান্তরের পাক্ষিক প্রাপ্তি হইয়া দাঁড়ায়। এই ভাবে প্রকৃত যাহা সাধন বলিয়া শাস্ত্রে বিধিৎসিত, তাহার পাক্ষিক অপ্রাপ্তিও সম্ভাবিত হইতে পারে। এইরূপ পাক্ষিক অপ্রাপ্তিকে পরিহার করিবার জন্যও নিয়মবিধি স্বীকার করা যায়, কারণ, অপ্রাপ্তাংশের পরিপূরণরূপ যে নিয়মবিধির ফল, তাহা এই ভাবেও সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং, এইপ্রকার যুক্তির বলেও বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধি অঙ্গীকার করা যাইতে পারে।

তাৎপর্য্য—বেদান্তবাক্যশ্রবণে যে নিয়ম-বিধি আছে, তাহা সমর্থন করিবার জন্য আরও একটী নূতন যুক্তির অবতারণা করা হইতেছে। যুক্তিটী এই;—শ্রুতিতে আছে "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ" ইত্যাদি। ইহার অর্থ ঋষিগণসেবিত অন্য ঈশ্বরকে যখন দেখিতে পাওয়া যায়,—তখন তাহারই মহিমাকে বুঝিয়া বীতশোক হইতে পারা যায়। এই শ্রুতিতে ঈশ্বরের বিশেষণ রূপে যে অন্য শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদই প্রতিপাদিত হইতেছে। এইপ্রকার ভ্রান্ত মত দ্বারা যদি কেহ পরিচালিত হয় এবং তদনুসারে বেদান্তশ্রবণ না করিয়া, যদি সে জীব ও ব্রহ্মের ভেদপ্রতিপাদক যে সকল দ্বৈতশাস্ত্র আছে, তাহারই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ যে বেদান্তশ্রবণ, তাহার অপ্রাপ্তি হইতে পারে অর্থাৎ সে তখন বেদান্তবাক্যশ্রবণে প্রবৃত্ত না হইতেও পারে। এরূপ

(তাৎপর্য্য)—স্থলে বেদান্তবাক্য শ্রবণের এইরূপ অপ্রাপ্তি নিবারণ করিবার জন্য, অর্থাৎ এইরূপ ভ্রান্ত অথচ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে শাস্ত্রান্তর বিচার পরিহার পূর্ব্বক কেবলমাত্র বেদান্তশ্রবণেই মোক্ষকারণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়—ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রোতব্য বাক্যে নিয়ম-বিধি কল্পনা করা যে আবশ্যক, তাহাও বলিতে পারা যায়।

এক্ষণে ইহার উপর এ প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রকৃতস্থলে যে ভাবে নিয়ম-বিধির কল্পনা করা হইল, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে স্থলে কোন একটী ফলের প্রতি দুইটী পৃথক্ পৃথক্ বাস্তব সাধন বিদ্যমান থাকে, অথচ একটী সাধন দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন হইলে সাধনান্তরটী নিষ্প্রয়োজন বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে, সেই স্থলেই সেই সাধনান্তরের সম্ভাবিত উপেক্ষাকে পরিহার করিবার জন্য নিয়ম-বিধির আবশ্যকতা হয়। যেমন, পূর্ব্বোক্ত ব্রীহির দৃষ্টান্তে তুষবিমোক কার্য্যটী নখবিদলন এবং অবঘাত এই উভয় দ্বারাই সম্পন্ন হয়, এবং নখবিদলন দ্বারা যদি তুষবিমোক হইয়া যায়, তাহা হইলে অবঘাতটী নিষ্প্রয়োজন বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে, এই কারণে অবঘাতের এইরূপ পাক্ষিক অপ্রাপ্তিপরিহারের জন্য উহাতে নিয়মবিধি অঙ্গীকার করিতে হয়, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও যদি দ্বৈতশাস্ত্রশ্রবণ এবং অদ্বৈতশাস্ত্র-শ্রবণ—এতদুভয়ই মোক্ষসাধন-জ্ঞানের বাস্তব কারণ হইত, এবং ইহাদের এক-টীর দ্বারা জ্ঞানরূপ ফলোৎপাদন হইলে অন্যটীর পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হইত, তবেই সেই অপ্রাপ্তিপরিহারের জন্য নিয়ম-বিধির আবশ্যকতা হইতে পারিত। কিন্তু, বাস্তবপক্ষে এস্থলে সেরূপ সম্ভাবনা নাই। কারণ, এস্থলে বেদান্ত-শাস্ত্রই মোক্ষসাধন-জ্ঞানের একমাত্র কারণ, দ্বৈতশাস্ত্রানুশীলন তাহার কারণ নহে। তাহাকে যে কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ভ্রান্তি-বশতঃই হইয়াছে। অতএব, এরূপস্থলে নখবিদলনের সহিত ইহার তুলনা সঙ্গত নহে। নখবিদলনটী তুষবিমোক কার্য্যের বাস্তব কারণ, এবং পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তিবশতঃ যে দ্বৈতশাস্ত্রশ্রবণ, তাহা মোক্ষজনক-জ্ঞানের বাস্তব কারণ নহে। সুতরাং, এস্থলে দ্বৈতশাস্ত্রশ্রবণের পাক্ষিক প্রাপ্তি আছে বলিয়া তন্মূলক অদ্বৈতশাস্ত্রশ্রবণের যে পাক্ষিক অপ্রাপ্তি, তাহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব এই যুক্তিবলে অদ্বৈতবেদান্তশ্রবণে যে নিয়ম-বিধি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। ইহাই হইল আশঙ্কা।

প্রকারান্তরে নিয়মবিধি সংস্থাপন।

অথবা গুরুমুখাধীনাধ্যয়নাদিব নিপুণস্য স্বপ্রযত্নমাত্রসাধ্যাদপি বেদান্তবিচারাৎ সম্ভবতি সত্তানিশ্চয়রূপং ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানম্, কিন্তু, গুরুমুখাধীনবেদান্তবাক্যশ্রবণনিয়মাদৃষ্টম্ অবিদ্যানিবৃত্তিং প্রতি কল্মষ-নিরাসেন উপযুজ্যতে ইতি তদভাবেন প্রতিবদ্ধম্ অবিদ্যাম্ অনিবর্ত্তয়ৎ পরোক্ষজ্ঞানকল্পম্ অবতিষ্ঠতে। ন চ জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানানিবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ। প্রতিবন্ধকাভাবস্য সর্ব্বত্র অপেক্ষিতত্বেন সত্যপি প্রত্যক্ষ-বিশেষদর্শনে উপাধিনা প্রতিবন্ধাৎ প্রতিবিম্বভ্রমানিবৃত্তিবৎ তদনিবৃত্ত্যু-পপত্তেঃ তদর্থং শ্রবণনিয়মঃ। এবং চ লিখিতপাঠাদিনাপি স্বাধ্যায়গ্রহণ-প্রসক্তৌ গুরুমুখাধীনাধ্যয়ননিয়মবিধিবৎ স্বপ্রযত্নমাত্রপূর্ব্বকস্যাপি বেদান্তবিচারস্য সত্তানিশ্চয়রূপব্রহ্মসাক্ষাৎকারার্থত্বেন পক্ষে প্রাপ্তৌ গুরুমুখাধীনশ্রবণনিয়মবিধিঃ অয়মস্তু। ন চ "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেব অভিগচ্ছেৎ" ইতি গুরূপসদনবিধিনা এব গুরুরহিতবিচারব্যাবৃত্তিসিদ্ধেঃ বিফলো নিয়মবিধিরিতি শঙ্ক্যম্। গুরূপসদনস্য শ্রবণাঙ্গতয়া শ্রবণ-বিধ্যভাবে তদ্বিধিরেব নাস্তি ইতি তেন তস্য বৈফল্যাপ্রসক্তেঃ। অন্যথা অধ্যয়নাঙ্গভূতোপগমনবিধিনা এব লিখিতপাঠাদিব্যাবৃত্তিঃ ইতি অধ্যয়ন-নিয়মোঽপি বিফলঃ স্যাৎ।

(তাৎপর্য্য)—এতদুত্তরে বলিতে হইবে যে, ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, বাস্তব সাধনান্তরের প্রাপ্তিনিবন্ধন আর একটী সাধনের অপ্রাপ্তিসম্ভাবনা পরিহার করিবার জন্যই যে নিয়ম-বিধি অঙ্গীকার করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম স্বীকার করা যায় না। যেহেতু, নিয়ম-বিধির ফল হইল অপ্রাপ্তিপরিহার। তাহা অপ্রাপ্তির ভ্রমজন্যই হউক, অথবা যথার্থজ্ঞান-জন্যই হউক, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যাহা প্রকৃত কারণ, তাহার অপ্রাপ্তি না হউক, এইজন্যই নিয়ম-বিধির আশ্রয় করা হয়। প্রকৃতস্থলে পূর্ব্বোদাহৃত শ্রুতিবাক্যে 'অন্য' এই শব্দ দেখিয়া যদি কাহারও দ্বৈতশাস্ত্রানুশীলনও মোক্ষসাধন-জ্ঞানের কারণ, এইরূপ ভ্রান্তি হয়, তাহা হইলে, তাহার পক্ষে আপাততঃ বেদান্তবাক্য-শ্রবণের পাক্ষিক অপ্রাপ্তি অপরিহরণীয় হইয়া উঠিবে, এইরূপ স্থলে যদি নিয়মবিধির দ্বারা তাহাকে বেদান্তবাক্য-শ্রবণে প্রবৃত্ত না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বিশেষ অনর্থপাতের

(তাৎপর্য্য)—সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। বাস্তবিক পুরুষের অনর্থ নিবৃত্তির জন্যই বিধিবাক্যের আবশ্যকতা, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং, এরূপ স্থলেও নিয়মবিধির সার্থকতাই থাকিল।

অনুবাদ— অথবা গুরুমুখাধীন বেদান্তবিচারের ন্যায় নিপুণব্যক্তির নিজের প্রযত্নমাত্রসাধ্য বেদান্তবিচার দ্বারাও ব্রহ্মের সত্তানিশ্চয়রূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়া সম্ভব; কিন্তু, গুরূপদেশসাহায্যে বেদান্তবাক্যশ্রবণে যে নিয়মবিধি রহিয়াছে, সেই শ্রবণ হইতে উৎপন্ন অদৃষ্ট, অবিদ্যানিবৃত্তির প্রতি দুরদৃষ্টনিবৃত্তির দ্বারা অনুকূল হইয়া থাকে। এই কারণে গুরুমুখাধীন বেদান্তবিচার না হইলে ঐ জ্ঞান প্রতিরুদ্ধ হয় বলিয়া অবিদ্যার নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং, তাহা পরোক্ষ জ্ঞানের ন্যায়ই থাকিয়া যায়। যদি বল, জ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না, ইহা ত অনুপপন্ন, তাহাও ঠিক নহে। কারণ, সকল কার্য্যেই প্রতিবন্ধকের অভাব অপেক্ষিত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষরূপ বিশেষ দর্শন থাকিলেও উপাধি দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয় বলিয়া যেমন প্রতিবিম্ব-ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানের অনিবৃত্তিও উপপন্ন হইয়া থাকে। তাহারই জন্য শ্রবণে নিয়মবিধি (অঙ্গীকার করিতে হইবে।) এই ভাবে হস্তলিখিত পুস্তকপাঠাদি দ্বারাও স্বাধ্যায়গ্রহণে প্রসক্তি হইলে যেমন গুরু-মুখাধীন বেদাধ্যয়নে নিয়মবিধি অঙ্গীকৃত হয়; সেইরূপ নিজের প্রযত্নমাত্র-সাধ্য যে বেদান্তবিচার, তাহা সত্তানিশ্চয়রূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে হেতু হয় বলিয়া পক্ষে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণে গুরুমুখাধীন বেদান্তশ্রবণেও নিয়মবিধি হওয়া উচিত। যদি বল, 'সেই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সেই ব্যক্তি গুরুর নিকটেই গমন করিবে',—এই প্রকার গুরুসমীপগমন-বিষয়ে যে বিধি দৃষ্ট হয়, তাহার বলেই গুরুরহিত যে বিচার, তাহার ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে, এজন্য নিয়মবিধি অনাবশ্যক; কিন্তু এই প্রকার শঙ্কা করাও উচিত নহে। কারণ, গুরুর নিকটে গমন, যেহেতু শ্রবণেরই অঙ্গ, সেই হেতু যদি শ্রবণবিধি না থাকে, তাহা হইলে সেই গুরুর নিকটে গমনবিষয়ক যে বিধি, তাহাই হইতে পারে না; এই কারণে সেই গুরুর সমীপে গমনবিষয়ক বিধির দ্বারা শ্রবণবিধির যে বিফলতা, তাহার প্রসক্তি হইতে পারে না। এরূপ অঙ্গীকার না করিলে, বেদাধ্যয়নের অঙ্গভূত যে গুরুর নিকট গমনে বিধি আছে, তাহার দ্বারাই লিখিতবেদপাঠাদির ব্যাবৃত্তি হইতে পারে বলিয়া বেদাধ্যয়নেও যে নিয়ম-বিধি আছে, তাহাও বিফল হইতে পারে।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে এক প্রকারে নিয়ম-বিধির আবশ্যকতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এক্ষণে অন্যপ্রকারে আবার তাহার আবশ্যকতা প্রদর্শন করা হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে যাহা বলা হইল তাহার সার মর্ম্ম এই যে, বেদান্তবাক্যশ্রবণে নিয়মবিধির আবশ্যকতা আছে। কারণ, গুরুমুখ হইতে যদি বেদান্তশ্রবণ না করা যায়, পরন্তু নিজবুদ্ধিপ্রভাবে লিখিতপুস্তকাদিপাঠের সাহায্যে ব্রহ্ম-বিষয়ক নিশ্চয়াত্মক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা হইলে ঐ জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের ফল যে অবিদ্যানিবৃত্তি তাহা করিতে পারে না। কারণ, অবিদ্যা-নিবৃত্তিরূপ কার্য্যটী হইতে গেলে অপরোক্ষব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান যেমন কারণ হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরসঞ্চিতদুরদৃষ্টের নিবৃত্তিও কারণ হয়; যেহেতু, কার্য্যমাত্রেরই প্রতি প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিও একটী কারণ হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানীর কখন সুখদুঃখ বা শোক-মোহাদি উপস্থিত হইতে পারে না, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে সাধকের ব্রহ্মের ন্যায় অজর অমর ও সদানন্দময় হইবারই কথা। কিন্তু বহু ব্রহ্মজ্ঞই স্বয়ং সুখদুঃখাদির হস্ত হইতে যখন মুক্ত নহেন দেখা যায়, তখন বলিতে হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই অবিদ্যানিবৃত্তি হয় না, জন্মান্তরীয় দুরদৃষ্ট তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করে; তাহার যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা অপরোক্ষ হইলেও পরোক্ষজ্ঞান সদৃশই থাকিয়া যায়। অর্থাৎ তাহা অবিদ্যানিবৃত্তি করিতে পারে না, আর তজ্জন্য তাঁহার সুখদুঃখাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভও ঘটে না।

যদি বল, অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেও যে, তাহা অবিদ্যার নিবর্ত্তক হয় না, অর্থাৎ তাহা পরোক্ষ সদৃশই থাকিয়া যায়, তাহার প্রমাণ কি?

তাহার উত্তর এই যে, ব্যবহারক্ষেত্রেই ইহার দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায়। যেমন, দর্পণ যতক্ষণ সম্মুখে থাকে, ততক্ষণ মুখটী দর্পণমধ্যে দেখা যায়। এস্থলে 'মুখটী দর্পণে প্রবিষ্ট নহে' এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মক অপরোক্ষ জ্ঞান থাকিলেও দর্পণমধ্যে যে মুখটী প্রবিষ্ট, তাহাও অনুভূত হইতে থাকে। সুতরাং, অপরোক্ষ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকিলেই যে, ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা নহে। এইজন্য এইপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানকে পরোক্ষবৎ বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে অপরোক্ষ হইলে এইরূপ দর্পণমধ্যে মুখের জ্ঞান আর হইতে পারে না। কিন্তু, যেহেতু অপরোক্ষ জ্ঞান সত্ত্বেও দর্পণে মুখভ্রান্তি হয়, সেই হেতু এই অপরোক্ষ সম্পূর্ণ অপরোক্ষ পদবাচ্য হইতে পারে না, পরন্তু ইহা অপরোক্ষবৎ পদবাচ্য হয়।

(তাৎপর্য্য)—এখন ইহার যদি কারণ অন্বেষণ করা যায়, অর্থাৎ এই অপরোক্ষ জ্ঞান সম্পূর্ণ নহে কেন, তাহার কারণ যদি অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, দর্পণরূপ প্রতিবন্ধকের সন্নিধানই ইহার কারণ। দর্পণ-সান্নিধ্য বশতঃই ঐ অপরোক্ষ জ্ঞানটী অসম্পূর্ণ থাকে বলিতে হইবে। অতএব বলিতে হইবে যে, নিজবুদ্ধিপ্রভাবে ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিলেও যে অজ্ঞোচিত সুখদুঃখাদির নিবৃত্তি হয় না, তাহার কারণ,—অপরোক্ষ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার সাধক দুরদৃষ্টরূপ প্রতিবন্ধকসদ্ভাব। আর নিজবুদ্ধিপ্রভাবে লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান যে অপরোক্ষ নহে, তাহাও বলা যায় না, কারণ, এরূপ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বহু দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের নিকট হইতে অপরে জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের সুখদুঃখাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং, বলিতেই হইবে—ব্রহ্মজ্ঞান বলে অজ্ঞাননিবৃত্তি করিতে হইলে,ঐ অজ্ঞাননিবৃত্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ জন্মান্তরীয় দুরদৃষ্টকে নিবৃত্ত করিতেই হইবে। আর সেই দুরদৃষ্ট-নিবৃত্তির উপায় গুরুমুখশ্রুত বেদান্তবাক্যবিচার, আর এই জন্যই শ্রবণে নিয়মবিধি অঙ্গীকার করা হয়। ইহাই হইল বর্ত্তমান মতান্তরের সার মর্ম্ম।

অবশ্য, এস্থলে একটী শঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, গুরুর নিকট যাইয়া বেদান্তশ্রবণ করিতে হইবে—এইপ্রকার বিধি আছে বলিয়া পৃথক্ শ্রবণবিধি না থাকিলেও ত তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, উপনিষদে দেখা যায়, "তাঁহাকে জানিবার জন্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইতে হইবে," ইত্যাদি বচন রহিয়াছে। ঐ সকল বচন দ্বারা যদি গুরুর নিকটে যাইয়া বেদান্তশ্রবণ কর্ত্তব্য ইহা বুঝা যায়, তাহা হইলে আবার শ্রোতব্যবাক্যে যে পৃথক্ বিধি আছে, তাহা অঙ্গীকার করিবার আবশ্যকতা কি? সুতরাং, শ্রবণে কোনরূপ নিয়মবিধি আছে, এইপ্রকার মতটী যুক্তিযুক্ত হইতেছে না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এ কথাটীও ঠিক নহে। কারণ, গুরুর নিকট যাইবার জন্য যে বিধিটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শ্রবণ-বিধিরই অঙ্গ, শ্রবণ-বিধিটী উহার অঙ্গ নহে। দেখ, একটী নিয়ম আছে যে, অঙ্গবিধির দ্বারা প্রধানের বিধি লঙ্ঘন করা যায় না, কারণ প্রধানে বিধি যদি না থাকে, তাহা হইলে অঙ্গে বিধির সম্ভাবনাই হয় না, সুতরাং অঙ্গবিধির দ্বারা প্রধানবিধির লঙ্ঘন করা অসম্ভব। আরও দেখ, এই নিয়ম যদি অঙ্গীকার না করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র মীমাংসাশাস্ত্র যে অধ্যয়ন-বিধির উপর নির্ভর করে, সেই অধ্যয়ন-বিধিই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। কারণ, সেখানেও আচার্য্যের নিকট

অন্যপ্রকারে নিয়ম-বিধির আবশ্যকতা প্রদর্শন।

অথবা অদ্বৈতাত্মপরভাষাপ্রবন্ধশ্রবণস্য পক্ষে প্রাপ্ত্যা বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধিরস্তু। ন চ "ন ম্লেচ্ছিতব্যম্" ইত্যাদি নিষেধাদেব তদপ্রাপ্তিঃ। শাস্ত্রব্যুৎপত্তিমান্দ্যাৎ বেদান্তশ্রবণমশক্যমিতি পুরুষার্থনিষেধম্ উল্লঙ্ঘ্যাপি ভাষাপ্রবন্ধেন অদ্বৈতং জিজ্ঞাসমানস্য তত্র প্রবৃত্তিসম্ভবেন নিয়মবিধেঃ অর্থবত্ত্বোপপত্তেঃ। অভ্যুপগম্যতে হি কত্র্রধিকরণে ব্যুৎপাদিতং পুরুষার্থে অনৃতবদননিষেধে সত্যপি দর্শপূর্ণমাসমধ্যে কুতশ্চিদ্ধেতোঃ অঙ্গীকৃতনিষেধোল্লঙ্ঘনস্য অবিকলাং ক্রতুসিদ্ধিং কাময়মানস্য অনৃতবদনে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ইতি পুনঃ ক্রত্বর্থতয়া দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে "নানৃতং বদেৎ" ইতি নিষেধ ইতি ক্রত্বর্থতয়া নিষেধস্য অর্থবত্ত্বম্।

(তাৎপর্য্য)—বেদাধ্যয়নের জন্য উপনীত হইবার পৃথক্ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিধিটী বাস্তবিক অঙ্গবিধি এবং অধ্যয়ন-বিধিটী যে প্রধানবিধি, তাহতে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। অতএব, সেখানে যেমন আচার্য্যসমীপগমনবিধি দ্বারা অধ্যয়নবিধি ব্যর্থ হয় না, সেইরূপ এস্থলেও গুরুসমীপগমনবিধির দ্বারা বেদান্তশ্রবণবিধিটীও ব্যর্থ হইতে পারে না।

সুতরাং, এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে, অবিদ্যার নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে, নিয়মতঃ গুরুমুখাধীন বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিতেই হইবে। স্বয়ং বুদ্ধিবলে বেদান্তবাক্য বিচার করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হইবে না। উহা পরোক্ষজ্ঞানের মত অফলপ্রদ হইয়াই থাকিবে। অতএব বেদান্তবাক্যশ্রবণে যে নিয়ম-বিধি আছে, তাহা স্বীকারই করিতে হইবে। ইহাই হইল নিয়ম-বিধির সমর্থনার্থ আর একটী অনুকূল যুক্তি।

অনুবাদ—অথবা অদ্বৈতাত্মবোধক ভাষাপ্রবন্ধশ্রবণেরও পাক্ষিকপ্রাপ্তি আছে বলিয়া বেদান্তশ্রবণে নিয়ম-বিধি হউক। যদি বল, "অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার করিবে না" এইপ্রকার নিষেধশাস্ত্রদ্বারাই সেই সকল ভাষাপ্রবন্ধশ্রবণের অপ্রাপ্তি রহিয়াছে, তাহাও ঠিক নহে। শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির অল্পতাপ্রযুক্ত বেদান্তশ্রবণ আমার দ্বারা হইতে পারে না—এইপ্রকার বুদ্ধিতে ঐ পুরুষার্থ নিষেধশাস্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভাষাপ্রবন্ধেরই সাহায্যে অদ্বৈততত্ত্ব যে ব্যক্তি জানিতে চাহে, তাহার পক্ষে সেই ভাষাপ্রবন্ধসমূহের শ্রবণে প্রবৃত্তি সম্ভবপর বলিয়া নিয়ম-বিধির সার্থকতা উপপন্ন হইতে পারে। শাস্ত্রেও এই প্রকার

(অনুবাদ)—অভ্যুপগম আছে, যেহেতু 'কত্রর্ধিকরণে' এইপ্রকার ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, অনৃতবদনে যে নিষেধ, তাহা পুরুষার্থ-নিষেধ হইলেও দর্শপূর্ণমাস-যাগমধ্যে কোন কারণ বশতঃ উক্ত নিষেধের উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যাগফলের সম্পূর্ণ-সিদ্ধিকামনাকারীর অনৃতবদনেও প্রবৃত্তি হইতে পারে, এই কারণে যাগসিদ্ধির অঙ্গ বলিয়া দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণেও "মিথ্যা কথা বলিবে না" এইরূপ নিষেধশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যাগফলের সাধক বলিয়াই ঐরূপ নিষেধের সার্থকতাও আছে।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বেদান্তশাস্ত্র স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়াও যদি অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলেও গুরুমুখে শ্রবণ না করা হইলে সেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান পরোক্ষবৎই হইয়া থাকে, যথার্থ অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় তাহা অবিদ্যানিবৃত্তি করিতে পারে না, কারণ, গুরুমুখে শ্রবণ না ঘটিলে যথার্থ অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধকভূত দুরিতধ্বংস হয় না, আর এইজন্যই বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধি আবশ্যক। এক্ষণে বলা হইতেছে যে, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহারা যদি প্রাকৃত প্রভৃতি চলিত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির অধ্যয়ন করিয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ঘটিবে না, এজন্য বেদান্তশ্রবণই করিতে হইবে—ইহাই বুঝাইবার জন্য এস্থলে নিয়মবিধির আবশ্যকতা আছে।

এক্ষণে ইহার উপর এইরূপ একটী আশঙ্কা হইতে পারে যে, "ম্লেচ্ছভাষণ করিবে না" অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করিবে না—এইরূপ যে বেদবিধি আছে, তাহাতেই ত প্রাকৃত প্রভৃতি চলিত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রবৃত্তি নিবারিত হইতেছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া যে বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধির সার্থকতা প্রদর্শন করা হইল, তাহা সঙ্গত হইতেছে না।

ইহার উত্তর এই যে, একথাও ঠিক নহে, এই আশঙ্কার ফলেও নিয়মবিধি নিষ্প্রয়োজন হইতে পারে না। কারণ, এস্থলে ম্লেচ্ছভাষণ করিবে না—ইত্যাকার যে নিষেধবিধি দৃষ্ট হয়, তাহার নাম পুরুষার্থনিষেধ, অর্থাৎ এই নিষেধশাস্ত্র যদি কেহ উল্লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহার পাপমাত্র হয়, ইহার ফলে কোন বৈধকার্য্যের হানি হয় না। কারণ, এই নিষেধ সকলের প্রতিই করা হইয়াছে। এখন যদি কেহ এই নিষেধলঙ্ঘনদ্বারা কিঞ্চিৎ পাপস্বীকার

(তাৎপর্য্য)—করিয়াও নিজবুদ্ধির দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভে যত্নবান হয়, তাহা হইলে তাহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার হয় না, লোকমধ্যে এরূপ ঘটিতেও পারে। এরূপ স্থলে এরূপ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, অর্থাৎ ভাষাপ্রবন্ধাদি না অধ্যয়ন করিয়া গুরুমুখাধীন বেদান্তশ্রবণের দ্বারায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য নিয়মবিধি আবশ্যক হয়। অতএব নিয়মবিধির যে সার্থকতা আছে, তাহা দেখা যাইতেছে। বলা বাহুল্য, এইরূপে ভাষাপ্রবন্ধাদি অধ্যয়ন করিয়া যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহা পূর্ব্ববৎই পরোক্ষজ্ঞানসদৃশ হয়, তাহার দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি সম্যক্রূপে হয় না, সম্যক্রূপে অবিদ্যানিবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হইলে গুরুমুখে বেদান্তশ্রবণ আবশ্যক, আর তাহাই বুঝাইবার জন্য বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধি অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

তাহার পর দেখ, এইরূপ সিদ্ধান্ত মীমাংসাশাস্ত্রেও স্থলবিশেষে অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। কারণ, মীমাংসা মধ্যে দর্শপূর্ণমাসযাগে কিরূপ ব্যক্তির অধিকার আছে, তাহা নির্ণয় করিবার যে একটী বিচার আছে, তাহার নাম কত্রর্ধিকরণ। তাহাতে এইরূপ বিচার করা হইয়াছে যে, বেদের মধ্যে "মিথ্যা কথা বলিবে না" বলিয়া যখন একটী সামান্য নিষেধবিধি রহিয়াছে, তখন দর্শপূর্ণমাসযাগের প্রকরণে "মিথ্যা কথা বলিবে না" বলিয়া আর একটী যে নিষেধবিধি রহিয়াছে, তাহা নিরর্থক হয়, পূর্ব্বপক্ষী এইপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহার এইভাবে নিরাকরণ করা হইয়াছে যে, বেদের মধ্যে মিথ্যাভাষণ করিবে না বলিয়া যে সামান্যবিধি আছে, তাহার নাম পুরুষার্থনিষেধবিধি। অর্থাৎ ঐ নিষেধবিধির যদি কেহ উল্লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহার পাপমাত্র হয়, তাহাতে কোন বৈধকর্ম্মের হানি হয় না। কারণ, কোন ব্যক্তি যদি দর্শপূর্ণমাসযাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কোন বিশেষ কারণবশতঃ মিথ্যাকথা কহিতে বাধ্য হয়, এবং বিবেচনা করে যে, আমার এই মিথ্যাকথার জন্য যে পাপ হইবে, তাহা পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মোচন করা যাইবে, মিথ্যাকথন দ্বারা যাগের ত কোন হানি হইতেছে না—ইত্যাদি, তাহা হইলে তাহার ঐ যাগকার্য্য সিদ্ধ হয় না, এজন্য তাহাকে যাগকালে ঐ প্রকার মিথ্যাভাষণ হইতে একেবারে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে ঐ যাগপ্রকরণে আর একটী মিথ্যাভাষণের নিষেধবিধি আবশ্যক হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ যাগকালে কোন কারণবশতঃ মিথ্যা কহিলে তাহার যে কেবল

প্রকারান্তরে নিয়মবিধি স্থাপন।

যদ্বা যথা "মন্ত্রেরেব মন্ত্রার্থস্মৃতিঃ সাধ্যা" (পূঃ মীঃ ২। ১। ৬) ইতি নিয়মঃ। তন্মূল-কল্প-সূত্রাত্মীয়-গ্রহণক-বাক্যাদীনাম্ অপি পক্ষে প্রাপ্তেঃ, তথা বেদান্তমূলেতিহাসপুরাণপৌরুষেয়-প্রবন্ধানামপি পক্ষে প্রাপ্তিসম্ভবাৎ নিয়মোঽয়মস্তু। সর্ব্বথা নিয়মবিধিরেবায়ম্। "সহ-কার্য্যন্তরবিধিঃ" (ব্রঃসূঃ ৩। ৪। ১৪। ৪৭) ইত্যধিকরণভাষ্যে অপূর্ব্ব-বিধিত্বোক্তিস্তু নিয়মবিধিত্বেঽপি পাক্ষিকাপ্রাপ্তিসদ্ভাবাৎ তদভিপ্রায়েতি তত্রৈব "পক্ষেণ" ইতি পাক্ষিকাপ্রাপ্তিকথনপর-সূত্রপদযোজনেন স্পষ্টী-কৃতমিতি বিবরণানুসারিণঃ।

(তাৎপর্য্য)—পাপ হইবে,তাহা নহে, পরন্তু তাহার যাগফলও সম্যক্ সিদ্ধ হইবে না, ইত্যাদি। এখন দেখ, এই বিচারটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যাইবে যে, পুরুষার্থনিষেধবিধিসত্ত্বেও স্থলবিশেষে বিশেষবিধি আবশ্যক হয়। আর তাহার অনুসরণ করিয়া ইহাই বলা হয় যে, ভাষায় লিখিত গ্রন্থাধ্যয়নে সামান্যতঃ নিষেধ থাকিলেও তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের বাধা হইবে না ভাবিয়া তাহাতেই লোকের প্রবৃত্তির সম্ভাবনা আছে, এবং সেই সম্ভাবনাপ্রযুক্ত বেদান্তশ্রবণে পাক্ষিক অপ্রাপ্তি প্রসক্ত হইতে পারে, এরূপ স্থলে সেই পাক্ষিক অপ্রাপ্তি-নিরাকরণের জন্য অর্থাৎ তাহাকে বেদান্তশ্রবণেই বাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে বিধির আবশ্যকতা থাকে। এইজন্য বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধি যে সার্থক, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাও বিবরণমতানুসারী কোন কোন আচার্য্যের মত। এইবার এই মতানুসারী অন্য আচার্য্যের মত প্রদর্শন করা যাইতেছে।

অনুবাদ—অথবা যেমন বেদমূলক কল্পসূত্র এবং স্বীয় জ্ঞানমূলক সংস্কৃত বাক্যদ্বারা যজ্ঞপ্রকরণে মন্ত্রার্থস্মরণের পাক্ষিক প্রাপ্তি আছে বলিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়াই মন্ত্রার্থ স্মরণ করিতে হইবে, এই প্রকার নিয়মবিধি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বেদান্তমূলক ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি পৌরুষেয় প্রবন্ধ-সমূহেরও পাক্ষিক প্রাপ্তি থাকায়, বেদান্তবাক্যশ্রবণে নিয়মবিধি হউক। সর্ব্বপ্রকারেই ইহা নিয়মবিধিই হইবে, "সহকার্য্যন্তরবিধিঃ" এই শারীরক সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার এই বিধিকে যে অপূর্ব্ববিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারও তাৎপর্য্য এই যে, নিয়মবিধিপক্ষেও পাক্ষিক অপ্রাপ্তির সম্ভবনা আছে। সুতরাং, অপ্রাপ্তিপরিহারস্থলেও অপ্রাপ্ত-প্রাপকত্বরূপ অপূর্ব্ববিধিত্ব

(অনুবাদ)—অংশতঃ থাকিয়া যায়, সেই ভাষ্যেরই একস্থলে "পক্ষেণ" এই সূত্রস্থ পদের পাক্ষিক-অপ্রাপ্তি-বোধকস্বরূপে ভাষ্যকার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার দ্বারাও এই বিধির নিয়মরূপতাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। এইরূপভাবে বেদান্তবাক্যশ্রবণে যে নিয়ম-বিধিরূপতা আছে, বিবরণানুসারিগণ তাহা বলিয়া থাকেন।

তাৎপর্য্য—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে,সংস্কৃতেতর ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধি অঙ্গীকার করা আবশ্যক, কিন্তু পুরাণ অথবা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আধুনিক প্রবন্ধাদি দ্বারা যদি কেহ ব্রহ্মজ্ঞান্ লাভে যত্নবান্ হয়, তাহা হইলে, তাহার পক্ষে গুরুমুখাধীন বেদান্তশ্রবণের অপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর তজ্জন্য বেদান্তবাক্যশ্রবণে নিয়ম-বিধির হানি হয়, এজন্য কেহ কেহ এই কল্পের অবতারণা করিয়া থাকেন।

ইহাতে বলা হইতেছে যে, যদি কেহ পুরাণাদি অথবা আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে, তাহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইবে না। তাহার ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ব্বকল্পের ন্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, অর্থাৎ তাহার দুরদৃষ্টরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ অবিদ্যা-নিবৃত্তি হইবে না। অতএব যাহাতে তাহার সেই দুরদৃষ্ট নষ্ট হয় এবং তৎপরে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া অবিদ্যানিবৃত্তি হয়, তজ্জন্য বেদান্তবাক্যশ্রবণই তাহার কর্ত্তব্য। এই বেদান্তবাক্যশ্রবণ দ্বারা তাহার দুরদৃষ্ট নষ্ট হইবে এবং তৎপরে তাহার যথার্থ অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইবে, আর তাহার ফলে তাহার অবিদ্যা-নিবৃত্তিও হইবে।

যদি বল, বেদান্তের অর্থই ইতিহাস পুরাণাদিতে যখন সংস্কৃত ভাষায় বিস্তৃত করা হইয়াছে, তখন, তাহার দ্বারা অভীষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান কেন হইবে না? বেদান্তবাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিয়াই ত বেদান্ত বিচার করিতে হইবে, অথবা গুরুমুখে যে বেদান্ত-শ্রবণ করিতে হইলে, তাহার অর্থও ত জানিতে হয়, সুতরাং পুরাণাদি গ্রন্থাধ্যয়নে কেন অভীষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান হইবে না?

এতদুত্তরে বলা হয় যে, এরূপ সিদ্ধান্ত মীমাংসা-শাস্ত্র মধ্যেই অনুমোদিত হইয়াছে। কারণ, তথায় দেখা যায় যে, যজ্ঞানুষ্ঠানকালে দেবতা এবং দ্রব্যের স্মরণের জন্য ঐ দেবতা এবং দ্রব্যের প্রকাশক যে মন্ত্র, তাহারই পাঠ করিতে হয়, এস্থলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ দেখা যায় যে, দেবতা ও দ্রব্যস্মরণই যখন উদ্দেশ্য, তখন তাহার সিদ্ধির জন্য ঐ দেবতা ও দ্রব্যবোধক পৌরুষেয় সংস্কৃতবাক্য-

(তাৎপর্য্য)—প্রয়োগ করিলে কেন উহা সফল হইবে না? এতদুত্তরে জৈমিনি মুনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাগকালে মন্ত্রপাঠ বিষয়েই যখন বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন মন্ত্রপাঠই করিতে হইবে, অন্য বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কারণ, তাহা হইলে মন্ত্রপাঠের বিধিবাক্যই ব্যর্থ হয়। যেহেতু লৌকিকবাক্য দ্বারা দ্রব্য ও দেবতাস্মরণ হইতে পারে, আর তজ্জন্য মন্ত্রপাঠে পাক্ষিক অপ্রাপ্তি সম্ভবনা হয়। অতএব এই অপ্রাপ্তিসম্ভাবনা দূর করিবার জন্য এইস্থলে যে বিধি-কল্পনা করা হয়, তাহাই নিয়ম-বিধি।

এখন দেখ, এই বিচারের অনুসরণ করিলে বলিতে হইবে যে, পুরাণাদি গ্রন্থাধ্যয়ন দ্বারা অভীষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত হইলে বেদান্তশ্রবণের পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হয়, আর সেই অপ্রাপ্তিনিবারণ জন্য বেদান্তবাক্যশ্রবণে নিয়ম-বিধি অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে।

কিন্তু, এখনও ইহাতে একটী আপত্তি উঠিতে পারে। সে আপত্তি এই যে, যদি বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধি কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে "সহকার্য্যন্তর-বিধিঃ" এই ব্রহ্মসূত্রের (৩।৪।৪।৪৭) ভাষ্যে আচার্য্য-বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। কারণ, তিনি তথায় বলিয়াছেন যে, শ্রবণে যে বিধি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে অপূর্ব্বরূপতা আছে, অর্থাৎ তাহা অপূর্ব্ববিধি। সুতরাং, এস্থলে নিয়ম-বিধি অঙ্গীকার করিলে আচার্য্যবাক্যের সহিত বিরোধ অপরিহার্য্য।

এতদুত্তরে নিয়মবিধিবাদিগণ বলেন যে, না, ইহাতে কোন দোষ হয় না। আচার্য্য যে এস্থলে অপূর্ব্বশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নিয়মবিধির যে অংশে অপ্রাপ্তপ্রাপকতা আছে, সেই অংশেরই অপূর্ব্বরূপতা বুঝাইবার জন্য। তিনি যে অপূর্ব্বশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অপূর্ব্ববিধিকে লক্ষ্য করেন নাই। দেখ, বিধি হইতে গেলেই তাহা অপ্রাপ্তপ্রাপক হইয়া থাকে। যাহা সিদ্ধ, যাহা প্রাপ্ত, তাহার প্রাপ্তির জন্য কোন স্থলেই বিধির আবশ্যকতা হয় না। অপূর্ব্ববিধির অর্থ যাহা সর্ব্বতোভাবে অপ্রাপ্ত, তাহার প্রাপ্তিসাধক বিধি, এবং নিয়মবিধি অর্থ যাহা কিয়দংশে অপ্রাপ্ত হয়, তাহার প্রাপ্তিসাধক বিধি। ফলতঃ, উভয় স্থলেই যে অপ্রাপ্ত অংশ আছে, তাহার প্রাপ্তির জন্যই বিধি হইয়া থাকে। অতএব কেবল ভাষ্যকার অপূর্ব্ব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া এই বেদান্তশ্রবণবিধি যে নিয়মবিধি হইতে পারে না, তাহা নহে। সুতরাং, এস্থলে নিয়মবিধি স্বীকার করিলেও ভাষ্যকারের বাক্যের সহিত বিরোধ হয় না। অর্থাৎ বেদান্তবাক্যশ্রবণে নিয়মবিধিই স্বীকার্য্য।

অন্যপ্রকারে নিয়ম-বিধি সমর্থন।

কৃতশ্রবণস্য প্রথমং শব্দাৎ নির্বিবিচিকিৎসং পরোক্ষজ্ঞানমেব উৎপদ্যতে। শব্দস্য পরোক্ষজ্ঞানজননস্বাভাব্যেন ক্লৃপ্তসামর্থ্যানতিলঙ্ঘনাৎ। পশ্চাৎ তু কৃতমনননিদিধ্যাসনস্য সহকারিবিশেষসম্পন্নাৎ তত এব অপরোক্ষজ্ঞানং জায়তে। তত্বাংশগোচরজ্ঞানজননাসমর্থস্য অপি ইন্দ্রিয়স্য তৎসমর্থসংস্কারসাহিত্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানজনকত্ববৎ স্বতঃ অপরোক্ষজ্ঞানজননাসমর্থস্যাপি শব্দস্য বিধুরপরিভাবিত-কামিনীসাক্ষাৎকারস্থলে তৎসমর্থত্বেন ক্লৃপ্তভাবনাপ্রচয়সাহিত্যাৎ অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বং যুক্তম্। ততশ্চ শব্দস্য স্বতঃ স্ববিষয়ে পরোক্ষজ্ঞানজনকত্বস্য ভাবনাপ্রচয়সহকৃতজ্ঞানকরণত্বাবচ্ছেদেন বিধুরান্তঃকরণবৎ অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বস্য চ প্রাপ্তত্বাৎ পূর্ববৎ নিয়মবিধিরিতি তদেকদেশিনঃ।

(তাৎপর্য্য)—তাহার পর দেখ, ঐ সূত্রে যে "পক্ষেণ" শব্দটী রহিয়াছে তাহার ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বেদান্তবাক্যশ্রবণে পাক্ষিক অপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই সূচিত হইয়াছে। একেবারে অপূর্ব্ববিধি অঙ্গীকার করিলে এই "পক্ষেণ" শব্দের ব্যাখ্যাকালে ভাষ্যকারকে অন্য পথ অবলম্বন করিতে হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া যখন তিনি "পক্ষেণ" শব্দের যথাশ্রুত অর্থ অবলম্বনেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন বেদান্তশ্রবণে যে নিয়মবিধিরূপতা আছে, তাহা ভাষ্যকারেরই অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। এই মতটীও বিবরণমতানুসারী পণ্ডিতবৃন্দের মত। বিবরণকার—শ্রীমৎ প্রকাশাত্ম স্বামী। ইনি শঙ্করশিষ্য পদ্মপাদাচার্য্যের পঞ্চপাদিকা নামে ভাষ্যটীকার উপর "বিবরণ" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। ইহার মতানুযায়ী যে সম্প্রদায়, তাহাই বিবরণমতানুসারী সম্প্রদায় নামে কথিত হয়।

এইবার এই বিবরণ-মতানুসারী সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য একটী শাখার মত উল্লেখ করা হইতেছে ;—

অনুবাদ—যিনি বেদান্তশ্রবণ করেন, তাঁহার প্রথমে বেদান্তবাক্যরূপ শব্দ হইতে নিশ্চয়াত্মক পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয়। কারণ, পরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদনই হইল শব্দের স্বভাব ; আর তজ্জন্য তাহার যে সর্ব্বসম্মত সামর্থ্য, তাহার

(অনুবাদ)—উল্লঙ্ঘন হয় না। পরে কিন্তু, সেই ব্যক্তি যদি মনন ও নিদিধ্যাসন করে, তাহা হইলে সেই মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ সহকারী বিশেষের সহকৃত যে বেদান্তবাক্য, তাহা হইতেই তাহার অপরোক্ষ জ্ঞানও জন্মে। ইন্দ্রিয় তত্ত্বাংশগোচর-জ্ঞানের উৎপাদনে অসমর্থ হইলেও তাহাতে সমর্থ সংস্কারের সহিত মিলিত হইলে ঐ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষাত্মক প্রত্যভিজ্ঞানামক যে জ্ঞান, তাহার উৎপাদনে যেমন সমর্থ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও হইবে। আরও শব্দ নিজে অপরোক্ষজ্ঞানজননে অসমর্থ হইলেও বিরহী ব্যক্তির পরিচিন্তিত কামিনী সাক্ষাৎকারস্থলে যেমন উহার সেই অপরোক্ষজ্ঞানজননবিষয়ে সামর্থ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ ভাবনাসমুহের সাহচর্য্য বশতঃ প্রকৃতস্থলেও শব্দের ঐ প্রকার অপরোক্ষজ্ঞানজনকতা যুক্তই হইয়া থাকে। আর তাহার ফলে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, শব্দ, স্ববিষয়ে নিজে পরোক্ষজ্ঞানের জনক হইলেও ভাবনাসমূহসহকৃত জ্ঞানকরণমাত্রেই বিরহী ব্যক্তির অন্তঃকরণের ন্যায় অপরোক্ষজ্ঞানের জনকতা প্রাপ্ত হয়, এজন্য পূর্ব্ববৎ বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধি হইবে, ইহা বিবরণানুসারিগণের মধে কোন কোন আচার্য্য বলিয়া থাকেন।

তাৎপর্য্য—ইতিপূর্ব্বে নিয়ম-বিধির পক্ষপাতী যে সকল আচার্য্যের মত কথিত হইয়াছে, তাহাতে যে একটী শঙ্কা উদয় হইতে পারে, এই মতদ্বারা তাহারই নিরাকরণ করিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণেরই মতের সমর্থন করা হইতেছে। ইহাই বর্ত্তমান মতের বিশেষত্ব। পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে পরস্পরের যে মতভেদ, তাহার মধ্যে কোনটীকে অবলম্বন করা এই মতবাদিগণের অভিপ্রায় নহে।

সেই শঙ্কাটী এই—দেখ, যে বস্তুর পাক্ষিক প্রাপ্তি আছে, তাহারই পাক্ষিক অপ্রাপ্তির নিরাকরণজন্য নিয়মবিধি স্বীকৃত হয়, এখন কিন্তু, বেদান্তবাক্যশ্রবণে যে এইপ্রকার পাক্ষিক প্রাপ্তি আছে, অর্থাৎ বেদান্তবাক্যশ্রবণে যে প্রকৃত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আর যদি তাহাই না হইল, তাহা হইলে, তাহার পাক্ষিক অপ্রাপ্তিও সম্ভবপর হয় না। কারণ, পাক্ষিকপ্রাপ্তিস্থলেই পাক্ষিক অপ্রাপ্তি সম্ভব হয়, আর সেই পাক্ষিক অপ্রাপ্তি-পরিহার করিবার জন্যই নিয়মবিধি স্বীকৃত হয়। এখানে যখন সর্ব্বতোভাবে অপ্রাপ্তিই থাকিল, তখন আর সেই নিয়মবিধির সম্ভাবনা কোথায়? দেখ, শব্দ হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞানই হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত, সুতরাং, বেদান্তবাক্যশ্রবণ হইতে যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবে, তাহা কি করিয়া সম্ভব হয়—বেদান্ত-বাক্য-শ্রবণ হইতে ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানই হইবার কথা।

(তাৎপর্য্য)—অতএব, বেদান্তবাক্যশ্রবণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে না, আর তজ্জন্য তাহার পাক্ষিক প্রাপ্তিও সম্ভবপর নহে।

এই আশঙ্কাটীও ঠিক নহে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, শব্দ হইতে জ্ঞান হয়। তাহা যদি আবার তীব্রভাবনাবিশেষসহকৃত হয়, তাহা হইলে সেই শব্দ দ্বারা সময় সময় অপরোক্ষ জ্ঞানও উৎপন্ন হয়—ইহা সর্ব্বলোকসিদ্ধ। যেমন, বিরহী ব্যক্তি যখন অনবরত কামিনীচিন্তায় আকুল থাকে, তখন সেই কামিনী বিষয়ক কোন শব্দ, তাহার পক্ষে সেই কামিনীবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানেরই জনক হইয়া থাকে, অর্থাৎ সে তখন সেই শব্দসাহায্যেই সেই কামিনীকেই সন্দর্শন করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, যে জ্ঞানকরণ দ্বারা যে বস্তুবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান স্বভাবতঃই হয় না, সেই জ্ঞানকরণ যদি তীব্র ভাবনাবিশেষ সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহা সেই বস্তুবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানজনক হইয়া থাকে; যেমন আমাদের যে চক্ষুরিন্দ্রিয় অতীত বস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষ জন্মাইতে অসমর্থ হয়, সেই চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি ভাবনাবিশেষের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহাও সেই অতীত বস্তুবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। মনে কর, বহু পূর্ব্বে একজন, দেবদত্তকে দেখিয়াছিল, এখন সে যদি সহসা তাহাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার "সেই এই দেবদত্তকে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি" এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞানামক জ্ঞান হয়। এই প্রত্যভিজ্ঞা যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই স্থলে "এই" বলিতে আমরা সেই দেবদত্তের বর্ত্তমান দেহকে লক্ষ্য করি, এবং "সেই" পদে তাহার সেই বহু পূর্ব্বের দেহকে লক্ষ্য করি, কিন্তু বহুপূর্ব্বের সেই দেহ এখন বাস্তবিক নাই, কারণ, সকলই পরিবর্ত্তনশীল। এতকাল কখনই সেই দেহ থাকিতে পারে না। এস্থলে "সেই" পদবাচ্য অতীতদেহের যে প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হইতেছে, তাহা ভাবনাসহকৃত চক্ষুরিন্দ্রিয়ই সম্পন্ন করিয়া দিতেছে। সেই অতীত দেহ আজ দর্শনযোগ্য না হইলেও অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তাহা দেখিবার সামর্থ্য বর্ত্তমান সময় না থাকিলেও ভাবনাসহকৃত হয় বলিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় তাহাকে দেখিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে, যে জ্ঞানকরণ যে বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদন করিতে অসমর্থ, ভাবনাসহকৃত হইলে তাহা সেই বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে। এই নিয়মানুসারে বলিতে পারা যায় যে, বেদান্তবাক্যশ্রবণ স্বতঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ না হইলেও, অর্থাৎ তাহা ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ-জ্ঞানের জনক হইলেও, মনন ও নিদিধ্যাসনসহকৃত হইলে তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎ-

প্রকারান্তরে নিয়মবিধি সমর্থন।

বেদান্তশ্রবণেন ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ কিন্তু মনসৈব। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইতি শ্রুতেঃ। "শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশশমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণম্" ইতি গীতাভাষ্যবচনাচ্চ। শ্রবণং তু নির্ব্বিচিকিৎস-পরোক্ষজ্ঞানার্থমিতি তাদর্থ্যেন এব নিয়মবিধিরিতি কেচিৎ।

(তাৎপর্য্য)—কারের কারণ হইতে পারে। আর তাহার ফলে বেদান্তশ্রবণের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-হেতুতা পাক্ষিক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব উক্ত আশঙ্কা অসঙ্গতই হইতেছে। এইটুকুই এই মতের বিশেষত্ব।

এখন যদি কেহ পুরাণাদি দ্বারা বা ভাষাপ্রবন্ধ প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভে যত্নবান্ হয়, তাহা হইলে, তাহার পক্ষে বেদান্তবাক্যশ্রবণে যে অপ্রাপ্তি হইতে পারে, তাহারই পরিহার করিবার জন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ পূর্ব্বোক্তভাবে নিয়মবিধি স্বীকার করিয়া থাকেন।

এইবার অন্যমতে আবার সেই নিয়মবিধির সমর্থন করা যাইতেছে।—

অনুবাদ—বেদান্তশ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না, কিন্তু মনঃদ্বারাই তাহা হয়। কারণ, "মনঃদ্বারাই অনুদর্শন করিবে" এইরূপ শ্রুতিতে আছে। তাহার পর গীতাতেও আছে যে শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশ এবং শম ও দমাদির দ্বারা সংস্কৃত মনঃই আত্মদর্শনের কারণ হয়। শ্রবণ কিন্তু নিশ্চয়াত্মক পরোক্ষজ্ঞানকেই উৎপাদন করিয়া থাকে, এবং সেই পরোক্ষজ্ঞানজন্য নিয়মবিধিই বিহিত—ইহাও কেহ কেহ বলেন।

তাৎপর্য্য—এই প্রসঙ্গে বলা হইল যে, বেদান্তশ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ নহে, পরন্তু মনঃই তাহার কারণ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল যে, বেদান্তশ্রবণই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ, এস্থলে কিন্তু তাহা স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ এই মতবাদিগণ শাব্দাপরোক্ষবাদী নহেন, শব্দ হইতে যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহা এই সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। যাহাহউক এই মতবাদিগণের এরূপ মতভেদের কারণ, প্রথমতঃ শ্রুতিবাক্য, যথা—"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" অর্থাৎ মনঃ দ্বারাই তাঁহাকে দেখিতে হইবে" ইত্যাদি। এবং তৎপরে ভাষ্যকারের গীতাভাষ্যেও একটী বচন আছে, যথা—"শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশশমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণম্" অর্থাৎ শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশ, শমও দমাদির দ্বারা সংস্কৃত মনই আত্মদর্শনে অসাধারণ কারণ, ইত্যাদি। অতএব, বেদান্তশ্রবণ

মতান্তরে নিয়ম-বিধির আবশ্যকতা।

অপরোক্ষজ্ঞানার্থত্বেনৈব শ্রবণে নিয়মবিধিঃ। "দ্রষ্টব্যঃ" ইতি ফলকীর্ত্তনাৎ। তাদর্থ্যং চ তস্য করণভূতমনঃসহকারিতয়ৈব, ন সাক্ষাৎ। শব্দাৎ অপরোক্ষজ্ঞানানঙ্গীকরণাৎ। ন চ তস্য তেন রূপেণ তাদর্থ্যং ন প্রাপ্তম্ ইতি অপূর্ব্ববিধিত্বপ্রসঙ্গঃ। শ্রাবণেষু ষড়্জাদিষু সমারোপিতপরস্পরাবিবেকনিবৃত্ত্যর্থ্যং গান্ধর্ব্বশাস্ত্রশ্রবণসহকৃতশ্রোত্রেণ পরস্পরাসঙ্কীর্ণতদ্‌যাথার্থ্যাপরোক্ষদর্শনেন প্রকাশমানে বস্তুন্যারোপিতাবিবেকনিবৃত্ত্যর্থশাস্ত্রসদ্ভাবে তচ্ছ্রবণং তৎসাক্ষাৎকারজনকেন্দ্রিয়সহকারিভাবেন উপযুজ্যতে ইত্যস্য ক্লৃপ্তত্বাৎ ইত্যপরে।

(তাৎপর্য্য)—দ্বারা ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞানই হয়—ইহাই আচার্য্য উপদেশ করিয়াছেন—বলিতে হইবে। যদি বল যে, বেদান্তশ্রবণ দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে, ভাষায় লিখিত বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পৌরুষেয় প্রবন্ধপাঠেও ত তাহা হইতে পারে, সুতরাং, তজ্জন্য বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধির আবশ্যকতা আবার কেন? তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, উক্ত উভয়রূপ ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদির পাঠে যে ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহা নির্ব্বিচিকিৎস অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নহে, তাহাতে নিশ্চয়াত্মক পরোক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক দুরদৃষ্ট ধ্বংস হয় না, সুতরাং নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই হয় না, কিন্তু গুরুমুখাধীন বেদান্তশ্রবণে তাহা হয়, আর তজ্জন্য বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধি আবশ্যক। এইবার এই সম্বন্ধে আর একটী মতান্তরের উল্লেখ করা হইতেছে ঃ—

অনুবাদ—বেদান্তশ্রবণে যে নিয়মবিধি, তাহা অপরোক্ষ জ্ঞানের নিমিত্তই। কারণ, "দ্রষ্টব্যঃ" এইপ্রকারই শ্রবণফলের কীর্ত্তন করা হইয়াছে। আর সেই বেদান্তশ্রবণের যে অপরোক্ষজ্ঞানকারণতা, তাহাও সেই অপরোক্ষ জ্ঞানের কারণভূত যে মনঃ, তাহার সহকারিত্বরূপে হইয়া থাকে। কারণ, শব্দ দ্বারা যে অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে, তাহা অঙ্গীকার করা যায় না। আর বেদান্তবাক্যশ্রবণে অন্তঃকরণের সহকারিত্বরূপে যে অপরোক্ষজ্ঞানহেতুতা, তাহা অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় না, এই কারণে শ্রবণে অপূর্ব্ববিধিত্বেরই প্রসঙ্গ হয়, এ প্রকার শঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ, ষড়্জ প্রভৃতি স্বর, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্য হইলেও, তাহাদিগের উপর আরোপিত যে পরস্পরাবিবেক, তাহার নিবৃত্তির জন্য গান্ধর্ব্বশাস্ত্রের

(অনুবাদ)—শ্রবণ বিহিত আছে, এবং সেই গান্ধর্ব্বশাস্ত্রশ্রবণের সহকৃত শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা পরস্পর অসঙ্কীর্ণভাবে সেই ষড়্জ প্রভৃতি স্বরের যথার্থ স্বরূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় বলিয়া প্রকাশমান বস্তুতে আরোপিত অবিবেক-নিবৃত্তির জন্য কোন শাস্ত্র থাকিলে, সেই শাস্ত্রের শ্রবণ ঐ বস্তুর সাক্ষাৎকারের হেতু যে ইন্দ্রিয়, তাহার সহকারীরূপেই উপযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং, ইহা লোকসিদ্ধই আছে, এইরূপও কেহ কেহ বলেন।

তাৎপর্য্য—এই মতে বলা হইতেছে যে, বেদান্তশ্রবণে যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না, তাহা নহে, তাহাদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানও হয়। ইহা না স্বীকার করিলে শ্রুতির সহিতই বিরোধ হয়। কারণ, দেখ, শ্রুতিতে আছে—"আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—আত্মাকে দেখিতে হইবে, কিন্তু কি প্রকারে সেই আত্মদর্শন হয়, তাহাই নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রুতি তৎপরেই বলিয়াছেন যে "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি। সুতরাং, দর্শনের কারণ যে শ্রবণ, তাহা শ্রুতিতেই স্পষ্টভাবে কথিত হইতেছে। "কেবল মনঃ দ্বারাই আত্ম-দর্শন করিবে" এই শ্রুতির বলে যে পূর্ব্বমতে প্রকারান্তরে শ্রবণকে পরোক্ষ জ্ঞানেরই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা এই দর্শনের কারণ শ্রোতব্য-শ্রুতি দ্বারা বাধিত হইতেছে। অতএব, বেদান্তশ্রবণ যে ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারের কারণ, তাহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে। আর তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানার্থই বেদান্তশ্রবণে নিয়মবিধি স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বল, শব্দ দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান হয়ই না, সুতরাং বেদান্তবাক্যশ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ, ইহা শ্রুতিতে থাকিলেও কি প্রকারে অঙ্গীকৃত হইবে? তাহার উত্তর এই যে, শ্রুতি বেদান্তবাক্যশ্রবণকে যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা তাহাকে সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে নাই, কিন্তু ইহাই বলিয়াছে যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের যে সাক্ষাৎ কারণ মনঃ, তাহারই সহকারীরূপে বেদান্তবাক্যশ্রবণ কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ বেদান্তবাক্যশ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎকারণ নহে, পরন্তু পরম্পরায় কারণ হইয়া থাকে। বেদান্তশ্রবণ দ্বারা মনঃ সংস্কৃত হয়, এবং তৎপরে সেই সংস্কৃত মনঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাপৃত হইলে তবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।

এখন যদি বল, এইরূপে বেদান্তবাক্যশ্রবণসংস্কৃত মনঃ দ্বারা যে ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কার হয়, তাহা যখন অন্য প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায় না, তখন বেদান্ত-

পরমহংসপরিব্রাজকাৰ্য্য

শ্রীশ্রীঅচ্যুতকৃষ্ণানন্দতীর্থকৃত

সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহব্যাখ্যা

কৃষ্ণালঙ্কারঃ

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

বেদবেদ্যমুমাকান্তং কুমারাভ্যামলংকৃতম্ ।
নন্দীশপ্রমুখৈঃ সেব্যং প্রণমামীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥
শঙ্করং শঙ্করাচার্য্যং ব্যাসং নারায়ণাত্মকম্ ।
সরস্বতীং চ ব্রহ্মাণং প্রণমামি পুনঃপুনঃ ॥ ২ ॥
গোবিন্দেতি সমাক্রন্দ্য রক্ষাং প্রাপ ভয়াতুরঃ ।
যং গজঃ করুণামূর্ত্তিং তং গোবিন্দং ভজেঽন্বহম্ ॥ ৩ ॥
আপন্না যং সমাশ্রিত্য রক্ষাং প্রাপ সুদুর্লভাম্ ।
কৃষ্ণা কৃষ্ণস্য মহিষী তং কৃষ্ণং সংশ্রয়েঽন্বহম্ ॥ ৪ ॥
প্রকাশিতব্রহ্মতত্ত্বং প্রকৃষ্টগুণশালিনম্ ।
প্রণবস্যোপদেষ্টারং প্রণমাম্যনিশং গুরুম্ ॥ ৫ ॥
যো মে বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রং বিশ্বেশ্বরসমো গুরুঃ ।
সমধ্যাস্তে স্বয়ংজ্যোতির্ব্বাণীসংজ্ঞো ভজামি তম্ ॥ ৬ ॥
যস্য শিষ্যপ্রশিষ্যাদ্যৈঃ ব্যাপ্তেয়ং সাম্প্রতং মহী ।
সর্ব্বজ্ঞস্য গুরোস্তস্য চরণৌ সংশ্রয়ে সদা ॥ ৭ ॥
গুরোরপি গরীয়ান্ মে যঃ কলাভিরলঙ্কৃতঃ ।
অদ্বৈতানন্দবাণ্যাখ্যস্তং বন্দে শর্ম্মবারিধিম্ ॥ ৮ ॥
ওতপ্রোতমিদং সর্ব্বং যস্মিন্ সচ্চিৎসুখাত্মকে ।
পর্য্যবস্যন্তি বেদান্তা যত্র চাহং তদক্ষরম্ ॥ ৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্বং প্রণিপত্য নিবন্ধনম্ ।
ব্যাকুর্ব্বে শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহসংজ্ঞিতম্ ॥ ১০ ॥

আচার্য্যচরণদ্বন্দ্বস্মৃতির্লেখকরূপিণম্।
মাং কৃত্বা কুরুতে ব্যাখ্যাং নাহমত্র প্রভুর্যতঃ ॥ ১১ ॥

কুমারাভ্যাং বিঘ্নেশ্বরসুব্রহ্মণ্যাভ্যাম্। শঙ্করং শঙ্করস্য শিবস্য অবতাররূপং শঙ্করাচার্য্যং ভগবৎপাদম্। তথা চ শিবপুরাণবচনম্—

'ব্যাকুর্ব্বন্ ব্যাসসূত্রার্থং শ্রুতেরর্থং যথোচিবান্।
শ্রুতের্ন্যায্যঃ স এবার্থঃ শঙ্করঃ সবিতাননঃ।' ইত্যাদি।

ব্যাসং সূত্রকৃতং বাদরায়ণম্। নারায়ণাত্মকং নারায়ণস্য অবতাররূপম্, তথা চ বচনম্—

'দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনিঃ' ইতি।

'ন হ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্ মহাভারতকৃদ্ভবেদ্' ইত্যাদি চ। ব্রহ্মাণং সরস্বতীভর্তারং হিরণ্যগর্ভম্। আপন্না সভায়াং বস্ত্রাপহারনিমিত্তামাপদং প্রাপ্তা। রক্ষাং বস্ত্রকোটিলাভনিমিত্তাম্। কৃষ্ণা দ্রৌপদী। কৃষ্ণস্য অর্জ্জুনস্য। প্রকাশিতং শিষ্যশতেভ্য উপদিষ্টং ব্রহ্মতত্ত্বং যেন গুরুণা, স তথোক্তঃ তম্। স্বয়ংজ্যোতির্বাণী-সংজ্ঞঃ স্বয়ংপ্রকাশসরস্বতীসংজ্ঞঃ। গরীয়ান্ গুরুঃ। ইদং সর্ব্বং যস্মিন্ সচ্চিৎসুখাত্মকে অক্ষরে ব্রহ্মণ্যোতপ্রোতমধ্যস্তং বেদান্তাশ্চ যত্রাক্ষরে বিষয়ে পর্য্যবস্যন্তি তাৎপর্য্যেণ বোধহেতবো ভবন্তি, তদহমিতি সম্বন্ধঃ। অক্ষরে সর্ব্বস্য ওতপ্রোতত্বোক্ত্যা ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বরূপং তটস্থলক্ষণমুক্তম্। সচ্চিৎসুখাত্মক ইত্যনেন সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপাত্মকং স্বরূপলক্ষণমুক্তম্। তত্র বেদান্তানাং পর্য্যবসানোক্ত্যা উক্তরূপে ব্রহ্মণ্যক্ষরে বেদান্তা এব প্রমাণমিত্যুক্তম্। 'নাহমত্র প্রভুর্যত' ইত্যত্র অত্র ব্যাখ্যানে প্রভুঃ সমর্থ ইত্যর্থঃ। ১—১১।

(১ পৃষ্ঠা)—

চিকীর্ষিতস্য গ্রন্থস্য নির্বিঘ্নপরিসমাপ্তিপ্রচয়গমনয়োঃ সিদ্ধয়ে ভগবৎপাদীয়ভাষ্য-স্তুতিমুখেন ভাষ্যপ্রতিপাদ্যব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানলক্ষণং মঙ্গলাচরণং করোতি— **অধিগতভিদেতি।** দৃষ্টান্তমুখেন শ্রীমূর্ত্তিচরণারবিন্দগঙ্গয়োঃ অনুসন্ধানলক্ষণ-মপি মঙ্গলং করোতি—**শৌরীতি।** শৌরীপদোদ্গতা সরিৎ মহীভেদান্ সম্প্রাপ্য যথা সহস্রধা অধিগতভিদা, তথা ভগবৎপাদশ্রীমন্মুখাম্বুজনির্গতা ব্রহ্মাদ্বৈকপরায়ণা জননহরণী সূক্তিঃ। পূর্ব্বাচার্য্যান্ ব্যাখ্যাতৄন্ ব্যাখ্যেয়ত্বেন উপেত্য অর্থতঃ সহস্রধাধি-গতভিদা সতী জয়তীতি সম্বন্ধঃ। অত্র সূক্তিঃ সহস্রধা অধিগতভিদেতি সূক্তি-

বিশেষণেন স্বগ্রন্থে প্রদর্শয়িষ্যমাণসিদ্ধান্তভেদানাং সর্ব্বেষাং ভগবৎপাদশ্রীমন্মুখাম্বুজ-নির্গতা সূক্তিরেব মূলমিতি সূচিতম্। অধিগতভিদা প্রাপ্তভেদা সরিৎ গঙ্গা, মহীভেদান্ ভূপ্রদেশান্, শৌরেঃ শ্রীমহাবিষ্ণোঃ, পদোদ্গতা পাদাম্বুজনির্গতা, জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইতি স্তুতিঃ। ভগবৎপাদস্য শ্রীমন্মুখমেবাম্বুজং কমলং তস্মান্নির্গতা। মুখে অম্বুজত্বারোপে কান্তিমত্ত্বাদিরূপং শ্রীমত্ত্বং নিমিত্তমিতি সূচনার্থং শ্রীমদিতি বিশেষণম্। জননহরণী জননং সংসারঃ তৎ স্বজন্যব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা হরতীতি জননহরণী সূক্তিঃ গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ নিরবদ্যং ভাষ্যম্। ব্রহ্মাদ্বয়ৈক-পরায়ণা ব্রহ্ম চ তদদ্বয়ং চ ব্রহ্মাদ্বয়ং, ব্রহ্মাদ্বয়ং চ তদেকং চ ব্রহ্মাদ্বয়ৈকং, ব্রহ্মা-দ্বয়ৈকং পরায়ণং পরমতাৎপর্য্যবিষয়ো যস্যাঃ সূক্তেঃ, সা ব্রহ্মাদ্বয়ৈকপরায়ণা। অনেন বিশেষণেন দ্বিতীয়প্রপঞ্চশূন্যমেকরূপং সত্যজ্ঞানানন্দলক্ষণং ব্রহ্ম সূক্তিপদ-সংগৃহীতস্য ভাষ্যাত্মকশাস্ত্রস্য বিষয় ইত্যুক্তং ভবতি। জননহরণীতি বিশেষণেন শাস্ত্রস্য মুক্তিঃ প্রয়োজনমিত্যুক্তম্। অর্থাৎ মুক্তিকামঃ শাস্ত্রস্য অধিকারী। মুক্তে-রধিকারিণশ্চ প্রাপ্যপ্রাপ্তৃভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধশ্চ সূচিতঃ। এবং শ্রুত্যর্থাভ্যাং শ্লোকেন ভাষ্যাত্মকবেদান্তশাস্ত্রস্য বিষয়াদিকং কথয়তা গ্রন্থকারেণ স্বকীয়গ্রন্থস্য বেদান্তশাস্ত্র-প্রকরণত্বাৎ তস্যাপি তদেব বিষয়াদীতি সূচিতং ভবতি। ১।

(২ পৃষ্ঠা)—

ইদানীং চিকীর্ষিতং প্রতিজানীতে—প্রাচীনৈরিতি। প্রাচীনৈরাচার্য্যৈঃ আত্মৈক্যসিদ্ধৌ পরম্ অত্যন্তং সন্নহ্যদ্ভিঃ তাৎপর্য্যবদ্ভিঃ আত্মৈক্যসিদ্ধ্যুপায়তয়া ব্যবহারসিদ্ধবিষয়েষু ভ্রান্তিমাত্রসিদ্ধপদার্থেষু জীবেশ্বরজগদ্রূপেষু অনাদরাৎ সরণয়ঃ প্রকারাঃ নানাবিধাঃ পরস্পরবিরুদ্ধা দর্শিতাঃ। অনাদরাদিত্যনেন পরস্পরবিরুদ্ধেষু জীবৈকত্বনানাত্বতৎপ্রতিবিম্বত্বাদিরূপপ্রকারেষু অভিনিবেশবতাম্ আচার্য্যাণাং ভেদ-বাদিনাম্ ইব অনাপ্তত্বং স্যাদিতি শঙ্কা নিরাকৃতা ভবতি। বিবক্ষিতবস্তুপ্রতিপত্ত্যুপায়-তয়া বিরুদ্ধনানাপ্রকারপ্রদর্শনম্ আচার্য্যাণাং ন দোষায় ভবতি। কিং ত্বলঙ্কারায়ৈব ভবতি। প্রতিপত্তৃণাং প্রজ্ঞাবৈচিত্র্যেণ কস্যচিৎ প্রতিপত্তুঃ কেনচিৎ প্রকারেণ মুক্তিসাধনব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানলাভাৎ। তদুক্তং সুরেশ্বরাচার্য্যৈঃ—

'যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি।
সা সৈব প্রক্রিয়েহ স্যাৎ সাধ্বী সা চানবস্থিতা॥' ইতি।

ব্যুৎপত্তিঃ বোধঃ। প্রত্যক্ চাসাবাত্মা চ প্রত্যগাত্মা সর্বান্তরশ্চিদাত্মা,

তস্মিন্ বিষয়ে। প্রক্রিয়া প্রকারঃ। ইহ বেদান্তশাস্ত্রে। সাধ্বী নিরবদ্যা গুণভূতা। সা চানবস্থিতা নানাবিধা। পরিমলে দীক্ষিতৈরপি এতদুক্তম্—'অকল্পিতবস্তুপ্রতিপত্ত্যুপায়তয়া কল্প্যমানেষু পদার্থেষু বিরোধো ন দোষাবহঃ। যথা তাত্ত্বিকারুন্ধতীপ্রতিপত্ত্যুপায়তয়া নানাপুরুষৈঃ কল্প্যমানাসু তৎপ্রাচ্যোদীচ্যাদিনক্ষত্ররূপাসু স্থূলারুন্ধতীষু বিরোধো ন দোষাবহঃ' ইতি। তন্মূলান্ প্রাচীনপ্রদর্শিতনানাবিধসরণিমূলান্। ইহ স্বগ্রন্থে। ধিয়ঃ শুদ্ধ্যৈঃ স্ববুদ্ধিপরিষ্কারায়। বস্তুতস্তু লোকানুগ্রহ এব প্রয়োজনমিতি বোধ্যম্। তাতচরণানাং পিতৃচরণানাং ব্যাখ্যারূপৈঃ বচোভিঃ খ্যাপিতান্ জ্ঞাপিতান্। অনেন স্বস্য ব্রহ্মবিদ্যামাচার্য্যাদেব লব্ধাং দর্শয়তি স্বগ্রন্থস্যোপাদেয়ত্বসিদ্ধয়ে। ২। ইহ সংগ্রহেণ সিদ্ধান্তভেদান্ সঙ্কলয়ামীত্যুক্তমেব বিবৃণ্বন্ 'ননু, প্রাচীনগ্রন্থসিদ্ধান্তানামেব স্বগ্রন্থে সংগ্রহ ইত্যুক্তম যুক্তম্। প্রাচীনগ্রন্থেষু অবিদ্যমানস্যাপি যুক্তিভিঃ উপপাদনস্য স্বকীয়সংগ্রহগ্রন্থে তত্র তত্রোপলম্ভাৎ' ইতি শঙ্কাং নিরাকরোতি—তেম্বিতি। ৩।

(৩ পৃষ্ঠা)—

স্বগ্রন্থে প্রথমং শ্রবণবিধিঃ বিচার্য্যত ইত্যাহ—তত্র তাবদিতি। শ্রবণবিধৌ অধিকারিণং নির্দিশতি—অধীতেতি। বেদান্তৈঃ জনিতাপাতপ্রতিপত্তিবিষয়ে ব্রহ্মাভিন্নাত্মনি সম্যগ্দার্ঢ্যেনোদিতা উৎপন্না জিজ্ঞাসা নির্ণয়রূপজ্ঞানেচ্ছা যস্যেত্যর্থঃ। অধীতবেদস্যাপি শিক্ষাকল্পব্যাকরণাদীনাং বেদাঙ্গানামধ্যয়নাভাবে সতি ব্যুৎপত্তেরভাবাৎ জিজ্ঞাসাহেতুভূতাপাতপ্রতিপত্তিরপি ন সম্ভবেদিত্যভিপ্রেত্যাধীতসাঙ্গস্বাধ্যায়স্যেত্যুক্তম্। ন চ নির্দ্দোষবেদান্তজন্যায়াঃ ব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্তেঃ কথমাপাতত্বমিতি বাচ্যম্। 'নাহং ব্রহ্ম' ইতিপ্রত্যক্ষবিরোধাদিশঙ্কয়া প্রমারূপায়ামপি ব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্তাবপ্রামাণ্যশঙ্কাস্পদত্বরূপস্য আপাতত্বস্য সম্ভবাদিতি ভাবঃ। বেদান্তশ্রবণে শ্রোতব্য ইতি বিধিঃ প্রতীয়মানঃ ইতি সম্বন্ধঃ। তজ্জ্ঞানায়েতি। অপ্রামাণ্যশঙ্কানাস্পদব্রহ্মাত্মজ্ঞানায়েত্যর্থঃ। খলু-শব্দেন অপূর্ব্ববিধিত্বাদিপ্রকারত্রয়স্য পূর্ব্বতন্ত্রে প্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। কালত্রয়েঽপীতি। কথমপি দৃষ্টার্থত্বেনাদৃষ্টার্থত্বেন বা কেনাপি প্রকারেণ কালত্রয়েঽপি কদাপি বিধিং বিনা প্রাপ্তিরহিতস্য প্রোক্ষণাদেঃ প্রাপ্তিফলকো বিধিঃ আদ্যঃ অপূর্ব্ববিধিরিত্যর্থঃ। ব্রীহিনীতি দ্বিতীয়াশ্রুত্যা ব্রীহীণাং সংস্কার্য্যত্বাবগমাৎ প্রোক্ষণস্য সংস্কার কর্ম্মত্বমুক্তমিতি মন্তব্যম্। বিনিয়োগমিতি। বিধায়কশব্দমিত্যর্থঃ।

(৫ পৃষ্ঠা)—

পুরোডাশেতি। দর্শপূর্ণমাসয়োরাগ্নেয়াদিযাগানামুৎপত্তৌ পুরোডাশদ্রব্যং বিহিতম্। ব্রীহয়স্তূৎপন্নে যাগে যাগানুবাদেন বিহিতাঃ। তথা চ ব্রীহীণামুৎপন্নশিষ্টানামুৎপত্তিশিষ্টপুরোডাশাবরুদ্ধে যাগে সাক্ষাৎসাধনত্বাযোগাৎ পুরোডাশপ্রকৃতিদ্রব্যত্বেন যাগসাধনত্বং পর্য্যবস্যতি। পুরোডাশপ্রকৃতিত্বং চ ব্রীহীণাং তণ্ডুলনিষ্পত্তিদ্বারকম্। তণ্ডুলনিষ্পত্তিশ্চ স্বকারণমাক্ষিপতি। তণ্ডুলনিষ্পত্তৌ চ কারণম্ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবহননং নিশ্চিতমিতি বিধিং বিনা বিধিৎসিতাবহননপ্রাপ্তিরস্তীত্যর্থঃ। নন্থ অবহননস্য লোকতঃ প্রাপ্তৌ তস্য লোকত এব নিত্যপ্রাপ্তিরপি স্যাদিত্যত আহ—**কিংত্বিত্যাদিনা। আক্ষেপাদিতি।** তণ্ডুলনিষ্পত্ত্যাক্ষেপাদিত্যর্থঃ। কিং তু অবহননাপ্রাপ্তাংশসদ্ভাবাৎ তদংশপরিপূরণফল ইতি সম্বন্ধঃ।

(৭ পৃষ্ঠা)—

দ্বয়োরিতি। দ্বয়োঃ শেষিণোরেকস্য শেষস্য নিত্যপ্রাপ্তৌ শেষ্যন্তরস্য নিবৃত্তিফলকঃ একস্মিন্ শেষিণি দ্বয়োঃ শেষয়োঃ নিত্যপ্রাপ্তৌ শেষান্তরস্য নিবৃত্তিফলকো বা বিধিস্তৃতীয় ইতি যোজনা। **ন তদিতি।** প্রাপ্তত্বাৎ ন তৎপ্রাপ্ত্যর্থঃ, নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ ন তদপ্রাপ্তাংশপরিপূরণার্থো বেত্যর্থঃ। **অতিদেশাদেবেতি।** প্রকৃতিবদ্বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা' ইত্যেবংরূপাদিত্যর্থঃ। **ন তত্র বিধিরিতি।** 'আজ্যভাগৌ যজতি' ইতি বিধিরাজ্যভাগয়োঃ প্রাপ্ত্যর্থো ন ভবতি। বিধিং বিনা প্রাপ্যত্বাৎ। তয়োরপ্রাপ্তাংশপরিপূরণার্থো বা ন ভবতি। নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ। কিং তু তন্নিবৃত্ত্যর্থ ইতি যোজনা। নন্থ, 'আজ্যভাগৌ যজতি' ইতি বিধেরিতরাঙ্গকলাপপরিসংখ্যায়কত্বং ন সিদ্ধান্তঃ ইত্যত আহ—**গৃহমেধীয়াধিকরণেতি।**

(১০ পৃষ্ঠা)—

নিয়মবিধাবপীতি। পরিসংখ্যাবিধৌ ইব নিয়মবিধৌ অপি ইত্যর্থঃ। **তদবরুদ্ধত্বাদিতি।** অবহননেনৈবাবরুদ্ধত্বাৎ তণ্ডুলনিষ্পত্ত্যাক্ষেপস্য শান্তত্বাদিত্যর্থঃ। **ফলত ইতি।** নিয়মবিধেঃ পক্ষপ্রাপ্তাবহননাদিক্রিয়াদিবিধায়কত্বাৎ। পরিসংখ্যাবিধেশ্চ নিত্যপ্রাপ্তক্রিয়াদিবিধায়কত্বান্নিয়মপরিসংখ্যাবিধ্যোঃ স্বরূপতো বিবেকলাভেঽপি ফলতো ভেদো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। নিয়মস্য নিয়মবিধিফলত্বোপগমে হেতুদ্বয়মাহ—**প্রাথম্যাদিত্যাদিনা। প্রত্যাসন্নত্বাদিতি।** বিধিং প্রতি প্রত্যাসন্নত্বাদিত্যর্থঃ। বিধেয়ক্রিয়াগতত্বং প্রত্যাসন্নত্বে হেতুঃ। ইতরনিবৃত্ত্যপেক্ষয়া

প্রথমোপস্থিতত্বরূপে প্রাথম্যে হেতুমাহ—বিধিত ইত্যাদিনা অশক্যতয়েত্যন্তেন। ইতরনিবৃত্তেঃ নিয়মবিধিফলত্বানুপগমে হেতুদ্বয়মাহ—তদনুনিষ্পাদিন্যা ইত্যাদিনা। অপ্রাপ্তাংশপরিপূরণোপস্থিত্যনন্তরমুপস্থিতায়া ইত্যর্থঃ। অনেন বিলম্বিতোপস্থিতিকত্বমেকো হেতুরুক্ত ইতি মন্তব্যম্। দ্বিতীয়হেতৌ বিপ্রকৃষ্টত্বে হেতুমাহ—অবিধেয়েতি। ব্যাবৃত্তির্নাম অননুষ্ঠেয়তা অনঙ্গতা বা। সা চ অবিধেয়নখবিদলনাদিগতেত্যর্থঃ।

(১৫ পৃষ্ঠা)—

ইদানীং প্রকৃতং শ্রবণবিধিবিচারমারভতে—এবমিতি। অপ্রাপ্তত্বাদিতি। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারং প্রতি বেদান্তশ্রবণস্য সাধনতয়া মানান্তরাদনধিগতত্বেন অপ্রাপ্তার্থকত্বাদিত্যর্থঃ। নন্থ, মানান্তরাদনধিগতত্বমসিদ্ধম্। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তদবগতিসম্ভবাৎ। তথাহি—বেদান্তশ্রবণে সতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ দৃশ্যতে। অসতি চ তস্মিন্ ন দৃশ্যত ইতি তত্রাহ—ন হীতি। তদনুৎপত্তেরিতি। সাক্ষাৎকারানুৎপত্তেরিত্যর্থঃ। বামদেবস্যেতি। তথা চ শ্রুতিঃ—'গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ' ইতি। এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ এতদ্ব্রহ্মজ্ঞানজন্মনা স্বকীয়াং শক্তিমুবাচেত্যর্থঃ। নন্থ, গান্ধর্ব্বশাস্ত্রশ্রবণে ষড়্জাদিস্বরসাক্ষাৎকারঃ, তদভাবে তদভাব ইতি দৃষ্টম্। তত্র শ্রোতব্যার্থবিশেষস্বরসাক্ষাৎকারং প্রতি গান্ধর্ব্বশাস্ত্রবিচারাত্মকস্য শ্রবণবিশেষস্য কারণত্বগ্রহকালে লাঘবাৎ শ্রোতব্যার্থসাক্ষাৎকারত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি শ্রবণমাত্রস্য কারণত্বং গৃহ্যতে। তথা চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবেদান্তশ্রবণয়োর্বিশিষ্য কার্য্যকারণভাবগ্রহণাভাবেঽপি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্যাপি শ্রোতব্যার্থসাক্ষাৎকারত্বাৎ বেদান্তশ্রবণস্যাপি শ্রবণত্বাদুক্তসামান্যরূপেণ বেদান্তশ্রবণস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বং-প্রাপ্তমেবেতি নাপূর্ব্ববিধিরিতি, নেত্যাহ—ন বা শ্রবণমাত্রমিতি। ধর্ম্মশ্রবণস্থলে অদৃষ্টরূপস্য, অলৌকিকশ্রেয়ঃসাধনতাবিশিষ্টযাগাদিরূপস্য বা ধর্ম্মস্য সাক্ষাৎকারাযোগ্যতয়া সাক্ষাৎকারাদর্শনেন উক্তসামান্যকার্য্যকারণভাবস্য ব্যভিচারাৎ ন লাঘবাবতার ইতি। তত্র গান্ধর্ব্বশাস্ত্রশ্রবণস্যান্বয়াদিনা স্বরসাক্ষাৎকারহেতুত্বগ্রহেঽপি বেদান্তশ্রবণস্য ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বপ্রাপ্তিরিত্যাহ—গান্ধর্ব্বাদীতি। কর্ম্মেতি। অত্র আদিপদেন হিরণ্যগর্ভাদিদেবতাপ্রতিপাদকবাক্যজাতং গৃহ্যতে। ধর্ম্মাদীত্যাদিপদেন হিরণ্যগর্ভাদিদেবতা গৃহ্যতে। তস্মাদিতি। প্রাপ্ত্যভাবাদিত্যর্থঃ। অত্রার্থে সম্মতিমাহ—ভাষ্যেঽপীতি।

ভাষ্যেঽপ্যপূর্ব্ববিধিরেবাঙ্গীকৃত ইতি সম্বন্ধঃ। অয়মর্থঃ বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে—"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ" ইতি। যস্মাদতিক্রান্তা ব্রাহ্মণাঃ শ্রবণাদিসাধনৈরাত্মানং বিদিত্বা জীবন্মুক্তিব্যঞ্জকং সকলবিক্ষেপরহিতং পরমহংসাশ্রমং প্রাপ্তাঃ, তস্মাদিদানীন্তনোঽপি ব্রাহ্মণো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারার্থী পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন স্থাতুমিচ্ছেৎ। বিচার-প্রয়োজকাপাতরূপা বুদ্ধিঃ অবিদ্যানিবৃত্ত্যাদিকার্য্যক্ষমত্বাৎ পণ্ডা সাঽস্য সঞ্জাতেতি পণ্ডিতঃ, তস্য কৃত্যং পাণ্ডিত্যং শ্রবণমিত্যর্থঃ। বাল্যং নাম বালস্য শিশোঃ কৃত্যং দম্ভদর্পাদিরাহিত্যম্, ন তু বালে প্রসিদ্ধং যথেষ্টচেষ্টারূপম্, তস্য বহির্মুখত্বা-পাদকত্বেন বিদ্যাবিরোধিত্বাৎ। দম্ভাদিরাহিত্যরূপভাবশুদ্ধিবাচকেন বাল্যপদেন ভাবশুদ্ধিসাধ্যং মননং লক্ষ্যতে, শ্রবণানন্তরভাবিত্বাৎ তস্য। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্য নিশ্চয়েন লব্ধ্বা তদুভয়ং সম্যগনুষ্ঠায়েতি যাবৎ। অথ অনন্তরং মুনিঃ স্যাৎ মননশীলো ভবেদিতি বিধিঃ। ধ্যানমত্র মননম্। ধ্যাননিষ্ঠে ব্যাসাদৌ মুনিশব্দপ্রয়োগ-দর্শনাৎ, ধ্যানং বিনা বিচারমাত্রবিশ্রান্তে তদপ্রয়োগাচ্চ। তথা চ অপূর্ব্বত্বাদ্ যথা শ্রবণে বিধিঃ, এবং মৌনস্য বিদ্যাসহকারিণঃ বিদ্যোৎপত্তৌ সাধনস্য বিধিরেবাশ্রয়ি-তব্যঃ অপূর্ব্বত্বাদেবেতি ভাষ্যার্থঃ। সূত্রার্থস্তু তদ্বতঃ শ্রবণমননজনিততত্ত্বনির্ণয়-রূপবিদ্যাবতঃ তত্ত্বসাক্ষাৎকারার্থিনঃ সন্ন্যাসিনঃ পাণ্ডিত্যবাল্যাপেক্ষয়া তৃতীয়ং মৌনম্ 'অথ মুনিরি'তি বাক্যেন বিধীয়তে। ননু, পাণ্ডিত্যবাল্যাভ্যাং নির্ণীততত্ত্বঃ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারার্থী ধ্যানে স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে রত্নতত্ত্বসাক্ষাৎকারার্থীব রত্নতত্ত্বগোচরপ্রত্যয়-সন্ততৌ। ন চ তত্ত্বসাক্ষাৎকারার্থিনস্তৎসাধনশ্রবণাদাবপি স্বয়মেব প্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি তত্রাপি বিধিবৈয়র্থ্যশঙ্কা তুল্যেতি বাচ্যম্। বিধিং বিনা বেদান্তশ্রবণে প্রবৃত্ত্যসম্ভবস্য সাধিতত্বাৎ। তথা চ মৌনবিধিঃ ব্যর্থ ইত্যত্রাহ—**পক্ষেণেতি**। মৌনস্য সহকার্য্যন্তরস্য বিধিরঙ্গীকর্ত্তব্যঃ, পক্ষেণাপ্রাপ্তিমত্ত্বাৎ। সাক্ষাৎকারার্থং ধ্যানে স্বয়মেব প্রবৃত্তস্যাপি বিষয়দর্শনপ্রাবল্যাৎ ধ্যানস্য কদাচিদপ্রাপ্তিঃ সম্ভবতি। তথা চ মৌনবিধেঃ অপূর্ব্ববিধিত্বাভাবেঽপি নিয়মবিধিত্বং সিদ্ধ্যত্যেব। সতি চ নিয়মবিধৌ তদতিক্রমে নিয়মাদৃষ্টালাভেন সাক্ষাৎকারানুদয়ভীত্যা স্বভাবপ্রাপ্তমপি বিষয়দর্শনং যত্নেন নিবার্য্য ধ্যান এব প্রবর্ত্তত ইতি পক্ষেণেতি সূত্রভাগাভিপ্রায়ঃ। ননু, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রধানে প্রকরণে কথং ধ্যানাদিবিধিঃ। বাক্যভেদপ্রসঙ্গাদিতি, নেত্যাহ—**বিধ্যাদিবদিতি**। অঙ্গবিধিবদিত্যর্থঃ। যথা প্রধানবিধিপরে

প্রকরণে অবান্তরবাক্যভেদেন প্রযাজাদ্যঙ্গবিধিঃ, তথা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গধ্যানাদি-বিধিরিত্যর্থঃ। উক্তরীত্যা মৌনবিধের্নিয়মবিধিত্বে স্থিত্বে ভাষ্যগতাপূর্ব্বত্ববচনং মৌনবিধ্যংশে পাক্ষিকাপ্রাপ্ত্যভিপ্রায়ং দ্রষ্টব্যম্। যথাসূত্রং পক্ষে প্রাপ্ত্যভাবাদিত্যেব বক্তব্যে ভাষ্যে অপূর্ব্বত্বাদিতি বচনং শ্রবণবিধিরপূর্ব্ববিধিরেবেতি জ্ঞাপনার্থম্। অপ্রাপ্তিমাত্রে চ দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাবো বিবক্ষিত ইতি প্রকটার্থকারদীনামাশয়ঃ।

(২৩ পৃষ্ঠা)

অপূর্ব্ববিধিত্বপক্ষং দূষয়তি—**বেদান্তশ্রবণস্যেতি।** বিচারবিশিষ্টবেদান্ত-রূপস্য শ্রবণস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বং বিধিং বিনাপি প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। নন্থ, বাক্যস্য কথং সাক্ষাৎকারহেতুত্বম্। ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানস্যৈব সাক্ষাৎকারত্বাৎ। অত আহ—**অপরোক্ষবস্ত্বিতি।** অপরোক্ষবস্তুবিষয়কত্বং জ্ঞানস্যাপরোক্ষত্বম্, ন ত্বিন্দ্রিয়জন্যত্বম্। বস্ত্বাপরোক্ষ্যং চ বস্তুব্যবহারানুকূলচৈতন্যাভিন্নত্বমিতি শাব্দা-পরোক্ষবাদে বক্ষ্যতে। তথা চ নিত্যাপরোক্ষত্বেন শ্রুতিসিদ্ধব্রহ্মরূপবস্তুবিষয়কত্বাৎ বেদান্তজন্যজানস্য সাক্ষাৎকারত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। নন্থ অস্মিন্ শাস্ত্রে শাব্দাপরোক্ষবাদস্য কা সঙ্গতিরত আহ—**তদর্থমেব হীতি।** বেদান্তানাং ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতিজনকত্ব-সিদ্ধ্যর্থমেব তদ্বাদসঙ্গতিঃ, নান্যার্থমিত্যেতৎ প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। নন্থ অপরোক্ষবস্তুবিষয়কং প্রমাণং স্ববিষয়ে সাক্ষাৎকারহেতুরিতি শাব্দাপরোক্ষবাদে প্রসাধনেন বেদান্তানামপি স্ববিষয়ে নিত্যাপরোক্ষে ব্রহ্মণি অপরোক্ষজ্ঞানসামান্যহেতুত্বমেব প্রাপ্তম্, ন তু সত্তা-নিশ্চয়রূপতৎসাক্ষাৎকারহেতুত্বম্। তচ্চ বিচারবিশিষ্টবেদান্তরূপশ্রবণস্যৈব যুক্তম্। অন্যথা বিচারাৎ প্রাগপি সত্তানিশ্চয়প্রসঙ্গাৎ। ন চ বাক্যজন্যসাক্ষাৎকারমাত্রাদেব অবিদ্যানিবৃত্তিলক্ষণফলসম্ভবাৎ সত্তানিশ্চয়রূপত্বং সাক্ষাৎকারস্য নান্বেষণীয়মিতি বাচ্যম্। তত্র তত্র ব্রহ্মোপদেশপ্রদেশেষু যাবৎ সংশয়নিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রশ্নপ্রতি-বচনলিঙ্গেন 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা' ইত্যাদি শ্রুত্যা শ্রুতব্রহ্মণোঽপি যথাপূর্ব্বং সংসারানুবৃত্ত্যনুমিতাবিদ্যানিবৃত্ত্যভাবরূপলিঙ্গেন চ শ্রবণমননধ্যানশমদমভক্তি-বৈরাগ্যাদীনাং জ্ঞানপরিপাকহেতূনাং বিধিদর্শনলিঙ্গেন চ সত্তানিশ্চয়রূপব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারস্যৈবাবিদ্যানিবৃত্ত্যর্থমিষ্যমাণত্বাৎ। তথা চ বেদান্তশ্রবণস্যোক্তরূপসাক্ষাৎকার-হেতুত্বমপ্রাপ্তমেবেতি শঙ্কতে—**ন চ তাবতেতি।** বেদান্তানামিতি শেষঃ। অপরোক্ষবস্তুবিষয়কং প্রমাণং স্ববিষয়ে সাক্ষাৎকারহেতুরিতি প্রসাধনমাত্রেণেত্যর্থঃ। অপরোক্ষবস্তুবিষয়কং প্রমাণমপরোক্ষজ্ঞানহেতুরিতি স্থিতে বিচারো বিচার্য্যনির্ণয়হেতু-

(তাৎপর্য্য) অর্থ এই যে, প্রমাণাদির সত্যাসত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া যে কথা আরব্ধ হইয়াছে, তাহাতে সেই ব্যাঘাতাদি দোষের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। কারণ, সে বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই উদাসীন হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং, ঈদৃশ কথাতে যদি এই দোষের আরোপ বাদী করেন, তাহা হইলে তাহা সমুচিতই হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকার বাদীকে উপহাস করিতেছেন।

যদি বাদী ইহার উপর এরূপ শঙ্কা করেন যে, উদাসীন থাকিয়া খণ্ডনকারের কথাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না; কারণ, খণ্ডনকার কর্ত্তৃক প্রমাণাদির সত্তা অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি তাহার অসত্তা স্বীকার করিয়াছেন, প্রমাণাদির অসত্তা স্বীকার খণ্ডনকারের অভিপ্রেত। তাহা হইলে সেই আশঙ্কাবারণ জন্য গ্রন্থকার খণ্ডনকার বলিতেছেন যে, আমি (বাদী) এই কথাতে দোষ-প্রদর্শন করিয়াছিলাম—এইরূপ নিজাভিপ্রায়-সম্বন্ধে যিনি অজ্ঞ, তিনি আমার (খণ্ডনবাদীর) অভিপ্রায় কি করিয়া জানিতে পারেন? প্রমাণাদির সত্তা যেরূপ আমি অঙ্গীকার করি না, সেইরূপ অসত্তাও আমি অঙ্গীকার করি না; সুতরাং, বাদী কি করিয়া জানিলেন যে, আমি সত্তা স্বীকার করি না এবং সেই জন্য অসত্যতা স্বীকার করি, ইত্যাদি। সুতরাং, বাদী কর্ত্তৃক আমার এরূপ অভিপ্রায় কল্পনা করা বাদীর পক্ষে দুরাশা মাত্র হইবে।

কিন্তু, শঙ্কর মিশ্র এই উপসংহার বাক্যের অন্যরূপ অর্থ করেন। অর্থাৎ তিনি বলেন যে, ইহার অর্থ—কথারম্ভে বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষে প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতা স্বীকার করা অনাবশ্যক এবং উভয়ের অনভিমত দোষের উদ্ভাবনটী অকর্ত্তব্য—ইহা যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এস্থলে গ্রন্থকার তাহারই পুনরুক্তি করিতেছেন মাত্র। এস্থলে "উচিতমেব তথা সতি স্যাৎ" এই বাক্যে "যদ্‌ভ্যয়াভ্যুপগতং স্যাৎ" এই বাক্যটী উহ্য করিয়া লইতে হইবে। আর তাহা হইলে তাহার অর্থ ঐ রূপেই পর্য্যবসন্ন হইল। ইহার পর "যোঽয়ং" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বাদীর অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে উপহাসও করা হইল। ইহার হেতু এই যে, তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন প্রমাণাদি-পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিয়া যে কথারম্ভ হয়, তাহাতে ব্যাঘাত দোষ হয়, এবং এখন বলিতেছেন যে, প্রমাণাদি-পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিলে কথার আরম্ভই হইতে পারে না। ইহা এস্থলে তাঁহার স্বাভিপ্রায়াজ্ঞতা, অতএব তিনি উপহাসেরই পাত্র।

আক্ষেপান্তর। শিষ্যের প্রতি উক্ত কথার অনধিকারপ্রদর্শন।

অথ বাদীকৃত্য দুর্ব্বৈতণ্ডিকং তস্মিন্ উপাধৌ বাধোঽভিধীয়তে ইত্যেব নেষ্যতে, শিষ্যাদয়স্তু তস্য কথানধিকারং জ্ঞাপ্যন্তে, অতএব ভাষ্যকারঃ "স প্রয়োজনমনুযুক্তো যদি প্রতিপদ্যতে" ইত্যাহ স্ম; ন তু প্রতিপদ্যসে ইতি ১৪

(তাৎপর্য্য) আর যিনি নিজ অভিপ্রায় অবগত নহেন, তিনি যে পরের অভিপ্রায় অনবগত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এস্থলে খণ্ডনকারের অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার মতে কথার পূর্ব্বে প্রমাণাদিপদার্থের সত্যতা স্বীকার করা অনাবশ্যক; কিন্তু বাদী বুঝিলেন যে, খণ্ডনকার প্রমাণাদি-পদার্থই মানেন না, আর সেই জন্য বাদী উক্ত ব্যাঘাত-দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন। সুতরাং, তিনি উপহাসেরই পাত্র হইতেছেন।১৩

অনুবাদ—এক্ষণে বাদী শঙ্কা করিতেছেন যে, দুর্ব্বৈতণ্ডিককে বাদীরূপে লক্ষ্য করিয়া তাহার সহিত যে স্থলে বিচার আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থলে এই পূর্ব্বোক্ত ব্যাঘাতরূপ দোষ প্রদর্শিত হইতেছে, ইহা আমি স্বীকার করি না; কিন্তু, শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ করা হইতেছে যে, যে বৈতণ্ডিক প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতা স্বীকার করে না, তাহার কথাতে অধিকার নাই। এই জন্য ন্যায়ভাষ্যকার মহর্ষি বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, 'বৈতণ্ডিককে কথাতে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে সে যদি তাহা অঙ্গীকার করে, [তাহা হইলে সে বৈতণ্ডিক হইতে পারে না। আর সে যদি প্রয়োজন অস্বীকার করে,তাহা হইলে সে উন্মত্তবৎ উপেক্ষনীয়]'। এই স্থলে "প্রতিপদ্যতে" অর্থাৎ যদি অঙ্গীকার করে—এইরূপ প্রথম পুরুষের প্রয়োগ তিনি করিয়াছেন। ইহার দ্বারা জানা যায় যে, বৈতণ্ডিকের সহিত যে কথা আরব্ধ হইয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হয় নাই। অর্থাৎ বৈতণ্ডিকের কথাতে অধিকার কথিত হয় নাই। যদি তাহার সহিতই বিবাদ হইত, তাহা হইলে "প্রতিপদ্যসে" অর্থাৎ তুমি যদি সেই প্রয়োজন স্বীকার কর, এইরূপ মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ তিনি করিতেন।১৪

তাৎপর্য্য—ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রমাণাদি-পদার্থ সত্তা না

(তাৎপর্য্য) মানিয়া যদি কথাতে বৈতণ্ডিক প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ব্যবহার-সিদ্ধি এবং সাধনবাধন প্রভৃতি ব্যবস্থা কিছুই হইতে পারে না। কারণ, ইহারা প্রমাণাদিপদার্থের সত্তাধীন। এইরূপ বাদীর শঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বৈতণ্ডিক উত্তর দিয়াছিলেন যে "আমি প্রমাণাদিপদার্থ স্বীকার করি, কিন্তু তাহাদের সত্যতা স্বীকার করি না, তথাপি আমার কথাতে অধিকার থাকিতে পারে, যদি পদার্থ স্বীকার করিলেও সত্যতার স্বীকার করি না বলিয়া আমার কথাতে অধিকার না থাকে, এবং সাধন-বাধনাদির ব্যবস্থা থাকে না, তাহা হইলে তুমি যে আমার উপর এই দোষ দিতেছ, তাহাও সম্ভব হয় না। কারণ, তুমি এবং আমি প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতা স্বীকার করিয়া যদি কথার আরম্ভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি তাহাতে এই ব্যাঘাত-দোষের উদ্ভাবন করিতে পার না, আর যদি আমরা উভয়ে প্রমাণাদি-পদার্থের অসত্যতা স্বীকার করিয়া কথা আরম্ভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাতে আমার উপর যে দোষ দেওয়া হইবে, তাহা তোমারও উপর হইতে পারে, আর যদি তুমি উক্ত সত্যতা স্বীকার কর এবং আমি অসত্যতা স্বীকার করি, এই রূপ ক্ষেত্রে যদি তুমি আমার কথার উপর ব্যাঘাত দোষ দাও, তাহা হইলেও আমার কথাতে অধিকার থাকিতে পারে; কারণ, এতদূর পর্য্যন্ত যখন আমার কথাতে অধিকার থাকিয়াছে, অর্থাৎ এখন পর্য্যন্ত যখন আমার ব্যাঘাত হয় নাই, তখন এই কথার মত অন্য কথাতে কেন আমার অধিকার থাকিবে না? তথাপি যদি আমার কথাতে অধিকার নাই থাকে, তাহা হইলে তুমি কাহার কথাতে ব্যাঘাত দোষ উদ্ভাবন করিবে? যাহার উপর ব্যাঘাত দোষ উদ্ভাবন করিবে, তাহার সঙ্গে কথা ত হওয়াই চাই। সুতরাং, বৈতণ্ডিকেরও কথায় অধিকার আছে বলিতে হইবে।" ইত্যাদি। এখন বৈতণ্ডিক গ্রন্থকারের অভিমতের উপর বাদী পুনরায় শঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যদি আমি তোমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার কথার উপর ব্যাঘাত দোষ উদ্ভাবন করি, তাহা হইলে তুমি (অর্থাৎ আমি বৈতণ্ডিক) উপরি উক্ত দোষারোপ করিতে পার। কিন্তু আমি (অর্থাৎ বাদী) শিষ্যশিক্ষাকালে শিষ্যকে এইরূপ উপদেশ করি, তোমাকে (বৈতণ্ডিককে) একথা বলি নাই। সুতরাং, তোমার প্রদর্শিত দোষ আমার

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উত্তর।

মৈবম্। শিষ্যাদীন্ প্রতি অপি চার্ব্বাকাদেঃ দোষোঽয়ম্ ইত্যেব অভিধাতব্যম্। কথং চ তথা স্যাৎ। তস্য কথাপ্রবেশনাপ্রবেশনয়োঃ তদ্বাধাঽক্ষমত্বাৎ। কথায়াম্ এব হি নিগ্রহঃ। ১৫

(তাৎপর্য্য) কথাতে হইতে পারে না। ইহার প্রমাণস্বরূপে দেখ, আমি মহর্ষি বাৎস্যায়নের কথাও উদ্ধৃত করিতে পারি। কারণ, তিনি বলিয়াছেন যে "যদি বৈতণ্ডিকের বিজয়াদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রমাণাদিপদার্থের সত্যতাও স্বীকার করা চাই; যদি সে উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া কথায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উন্মত্ত বলিতে পারা যায়" ইত্যাদি। এস্থলে দেখ, বৈতণ্ডিককে বাদীরূপে লক্ষ্য করিয়া বাৎস্যায়ন যদি ঐ কথা বলিতেন, তাহা হইলে "প্রতিপদ্যতে" এই প্রথমপুরুষ প্রয়োগ না করিয়া "প্রতিপদ্যসে" এই মধ্যম-পুরুষ প্রয়োগ করিতেন। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, বাৎস্যায়নের মতে এরূপ দুষ্ট বৈতণ্ডিকের সহিত কথা হইতেই পারে না, পরন্তু, শিষ্যশিক্ষা-কালে অথবা বাৎস্যায়ন ও গৌতমের অভিমত লক্ষণাক্রান্ত বৈতণ্ডিকের সহিত সম্ভব হইতে পারে। এই রূপ বৈতণ্ডিক প্রমাণাদি পদার্থের সত্তা স্বীকার করে সে তোমার মত দুর্ব্বৈতণ্ডিক নহে। তাঁহাদের মতে ইহার লক্ষণ হইতেছে যে, যে বিবাদকালে নিজ পক্ষস্থাপনানুমান করে না মাত্র, সেই বৈতণ্ডিক। আর যাহার কোনও মত নাই, কেবল পরপক্ষের খণ্ডনমাত্র যাহার উদ্দেশ্য, যে ব্যক্তি প্রমাণাদিপদার্থের সত্তা প্রভৃতি কিছু মানে না সেইরূপ বৈতণ্ডিককে দুর্ব্বৈতণ্ডিক বলা যায়। অতএব, খণ্ডনকারের ন্যায় দুর্ব্বৈতণ্ডিকের সহিত কোন বিচারই সম্ভব হইতে পারে না। আর ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে খণ্ডনকারের উপর আমি যে ব্যাঘাত দোষ দিয়াছিলাম, এবং তাহা শুনিয়া খণ্ডনকার পুনরায় সেই দোষ যে আমার উপর আরোপ করিয়াছিলেন, গৌতমের মতানুসারেই তাহার আর সম্ভাবনা থাকিল না। অতএব খণ্ডনকারের 'কথায়' অধিকার নাই—ইহাই এস্থলে পূর্ব্বপক্ষী প্রতিপন্ন করিলেন। এইবার এতদুত্তরে খণ্ডনকার যাহা বলিতেছেন, তাহা এই ;—১৪

অনুবাদ—না, তাহা হইতে পারে না। শিষ্যাদিকেও বলিতে হইলে

(অনুবাদ) "চার্ব্বাকাদির এই দোষ হইয়া থাকে," ইহা বলিতে হইবে, এখন বল দেখি, ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? সেই চার্ব্বাকাদির কথাতে প্রবেশাধিকার যদি থাকে, অথবা না থাকে উভয়পক্ষেই তাহা হইলে তাহার বাধা করিতে পারা যায় না। যেহেতু, কথাতেই ত নিগ্রহ অর্থাৎ পরাজয় হইয়া থাকে। ১৫

তাৎপর্য্য—এইবার খণ্ডনকার পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িকের অর্থাৎ সদ্বাদীর আপত্তিটী খণ্ডন করিতেছেন। এস্থলে খণ্ডনকার বলিতেছেন যে, সদ্বাদী যে বলিতেছেন যে, তিনি কথাতে বৈতণ্ডিককে লক্ষ্য করিয়া এই ব্যাঘাত দোষের উপন্যাস করেন নাই, যাহাতে তাঁহার উপরও সেই দোষের সম্ভাবনা হইবে, কিন্তু, তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে এইরূপ উপদেশ করিয়া থাকেন যে, চার্ব্বাকাদি বৈতণ্ডিকের কথাতে প্রবেশাধিকার নাই; যেহেতু, প্রমাণাদিপদার্থকে সত্য না মানিয়া সেই বৈতণ্ডিক কথাতে প্রবেশ করিলে ব্যাঘাত দোষ হইবে; ইত্যাদি। অর্থাৎ, শিষ্যগণকে এইরূপ উপদেশ করা হয় যে, "তোমরা বৈতণ্ডিকের কথাতে এতাদৃশ দোষ হয় ইহা অবধারণ কর" ইত্যাদি। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। আচ্ছা, বল দেখি, চার্ব্বাকাদির কথাতে অধিকার নাই—ইহা শিষ্যগণকে তুমি যে বুঝাও, তাহা কি করিয়া বুঝাও? দেখ, তাহা ত সম্ভবই হয় না। কারণ, "চার্ব্বাকাদির কথাতে অধিকার নাই; যেহেতু, ব্যাঘাত দোষ হয়—এইরূপ দোষের বিষয়ই তুমি শিষ্যকে বুঝাও; তাহা হইলে বল দেখি, চার্ব্বাকাদির কথাতে প্রবেশ হইলে এই দোষ হয়—ইহাই কি তুমি উপদেশ কর, অথবা কথা হইতে অন্যস্থলে এই দোষ প্রদর্শন করিতে হয়—ইহাই তুমি উপদেশ কর? যাহাই বল না কেন, সর্ব্বত্র অনুপপত্তি ঘটিবে। কারণ, চার্ব্বকাদির কথাতে প্রবেশ হইলেই ত তাহার অতত্ত্বজ্ঞানের চিহ্নভূত নিগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে। কারণ, কথাতে প্রবেশ না হইলে ত তাহাদের নিগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। আর যদি কথা হইতে অন্যত্র এই দোষ প্রদর্শন জন্য শিষ্যগণকে উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে এই উপদেশই ব্যর্থ হইবে। সুতরাং, তোমার কথা ঠিক নহে।

তাহার পর, এইরূপ দোষ প্রদর্শন দ্বারা চার্ব্বাকাদির কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। এজন্য কথাতে তাহার প্রবেশ হইলেই দোষ দেখাইতে হইবে। আর

নাপি দ্বিতীয়ঃ, তথা হি—স্যাদপি এবং, যদি কথকপ্রবর্ত্তনীয়-বাগ্-ব্যবহারং প্রতি প্রমাণাদীনাং হেতুতা তৎসত্ত্বানভ্যুপগমে নিবর্ত্তেত। ন তু এবং সম্ভবতি। তথা সতি তৎসত্ত্বানভ্যুপগন্তৄণাং বাগ্ব্যবহারস্বরূপমেব ন নিষ্পদ্যেত, হেত্বনুপপত্তেঃ। উক্তশ্চায়ম্ অর্থঃ যদ্ মাধ্যমিকাদি-বাগ্ব্যবহারাণাং স্বরূপাপলাপো ন শক্যতে ইতি। ১৬

তাৎপর্য্য) তাহা হইলে তাহাদের কথাতে অধিকার নাই—একথা বলা তোমার অসঙ্গত হয়। ইহার কারণ, এই দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য ত তাহার সঙ্গে কথা হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্য কথাও তাহার সঙ্গে কেন হইবে না? অতএব বলিতে হইবে যে, শিষ্যগণকে উপদেশ করিবার কালে চার্ব্বাকাদির কথাতে অধিকার নাই—ইত্যাদি যাহা তুমি বলিয়াছ, তাহা ঠিক নহে। অর্থাৎ, তাহা হইলে তোমার কথাতেই ব্যাঘাত দোষ হইবে। কারণ, তুমি শিষ্যকে বলিলে যে, তাহারা চার্ব্বাকাদির সহিত কথা বলিবে, অথচ বলিলে যে, চার্ব্বাকাদির কথায় অধিকার নাই। অতএব তোমার কথা অসঙ্গত।

শঙ্কর মিশ্র এই বিষয়ের সার মর্ম্ম যাহা বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে, খণ্ডনকারের উপর বাদী যে ব্যাঘাত দোষের উদ্ভাবনা করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রমাণাদি-পদার্থের সত্তা না মানিলে ব্যবহাররূপ ধর্ম্মী সিদ্ধ হইবে না, অথবা প্রয়োজনও সিদ্ধি হইবে না, সকল ব্যবস্থারই প্রমাণাদি-পদার্থাধীন বলিয়া তাহাদের সত্তা না মানিয়া তাহাদের প্রয়োজন সাধন করিতে যাইলে ব্যাঘাত দোষ হইবে, ইত্যাদি; তাহার উত্তরে খণ্ডনকার বলিতেছেন যে, আমার মতে কোন প্রকারে কোন পক্ষের ব্যবস্থাপন কিংবা খণ্ডনের জন্য কোন পদার্থের সত্তা স্বীকারের আবশ্যকতা নাই, প্রয়োজনাদির জ্ঞান মাত্র আবশ্যক; আর তাহা খণ্ডনকারেরও আছে। অতএব তাঁহার কথাতে অনধিকার কেন হইবে? নিগ্রহ অর্থ স্বকীয় অহঙ্কারের খণ্ডন না হইয়া বাদীর অহঙ্কারের খণ্ডন করা; অথবা কথার প্রবৃত্তির কারণীভূত সম্যক্ জ্ঞানের যে অভাব, তাহারই নাম নিগ্রহ। এইরূপ নিগ্রহ কথা ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে না। অতএব নিগ্রহ করিতে যাইলেই বৈতণ্ডিকের কথাতে প্রবেশাধিকার আছে—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ১৫

অনুবাদ—দ্বিতীয় কল্পও হইতে পারে না। কারণ, যদি বাদী ও

(অনুবাদ) প্রতিবাদীর দ্বারা প্রবর্ত্তনীয় বাগ্‌ব্যবহারের প্রতি প্রমাণাদি-পদার্থের কারণত্বটী প্রমাণাদিপদার্থের সত্যতা না মানিলে নিবৃত্ত হইক, তাহা হইলে এরূপও হইতে পারিত। কিন্তু, ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে প্রমাণাদিপদার্থের সত্তা যাঁহারা মানেন না, সেই চার্ব্বকাদির বাগ্‌ব্যবহারের স্বরূপই নিষ্পন্ন হইবে না। কারণ, তাহার মতে বাগ্‌ব্যবহারের কারণীভূত প্রমাণাদিপদার্থের সত্তা নাই। আর ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, মাধ্যমিকাদির বাগ্‌ব্যবহারের স্বরূপনিষ্পত্তিই হয় না, অর্থাৎ এইরূপ বাগ্‌ব্যবহারের স্বরূপাপলাপ করা যায় না। ১৬

তাৎপর্য্য—গ্রন্থারম্ভে প্রথমেই গ্রন্থকার যে চারিটী বিকল্প করিয়াছিলেন (৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তাহার মধ্যে প্রথম বিকল্পের কথা এতদূরে শেষ হইল, এইবার দ্বিতীয় বিকল্পের খণ্ডন করিতে আরম্ভ করা হইতেছে।

সেই দ্বিতীয় বিকল্পটী এই যে—প্রমাণাদি-পদার্থের সত্তা স্বীকার, বাদী ও প্রতিবাদীর প্রবর্ত্তিত বাগ্‌ব্যবহারের কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় কি না—ইত্যাদি।

এখন দেখ, ইহার অর্থ হইতেছে যে, বাদিগণ যে এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়া থাকেন যে, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়কেই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতা স্বীকার করিয়াই প্রবৃত্ত হইতে হইবে—এইরূপ নিয়ম স্বীকারের কারণ কি? খণ্ডনকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ইহা কি প্রমাণাদি-পদার্থের সত্তা স্বীকারটী বাগ্‌ব্যবহারের কারণ বলিয়া এই নিয়ম স্বীকার করা হয়? অর্থাৎ, কারণ যদি না থাকে তাহা হইলে কার্য্য থাকে না—এই ন্যায়ানুসারে প্রমাণাদি-পদার্থের সত্তাস্বীকার রূপ কারণ না থাকিলে কার্য্য যে বাগ্‌ব্যবহার, তাহার অভাব হইয়া যাইবে, অতএব বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে তৎকারণীভূত প্রমাণাদি-পদার্থ-সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে—এই জন্য কি ঐ নিয়ম স্বীকার করিতে হইবে? ইত্যাদি। ইহাই হইল এই দ্বিতীয় কল্পের অভিপ্রায়। এক কথায় প্রমাণাদি-পদার্থের সত্তা স্বীকারটী কার্য্যকারণ-ভাবরূপ সম্বন্ধ সাহায্যে স্বীকৃত হয় কি না—তাহাই এস্থলে আলোচ্য।

এখন এই দ্বিতীয় বিকল্পের খণ্ডনাভিপ্রায়ে খণ্ডনকার বলিতেছেন যে, ইহা

(তাৎপর্য্য) সঙ্গত নহে। কারণ, কার্য্যকারণভাবটী কিরূপে জানা যায়—ইহা প্রথমে দেখা আবশ্যক। দেখ, লোকমধ্যে দণ্ড যে ঘটের কারণ, তাহা কি করিয়া জানা যায়? দণ্ড থাকিলে ঘটের উৎপত্তি হয়, এবং দণ্ড না থাকিলে ঘটের উৎপত্তি হয় না—এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক জ্ঞান দ্বারা দণ্ডটী ঘটের যে কারণ, তাহা স্থির হয়। কেবল অন্বয় অথবা কেবল ব্যতিরেক থাকিলে কার্য্য-কারণভাব সিদ্ধ হয় না। ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে প্রকৃত স্থলে দেখা যাউক—প্রমাণাদিপদার্থের সত্তা স্বীকার ও বাগ্‌ব্যবহারের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক এতদুভয়ই আছে কি না?

বস্তুতঃ দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে অন্বয় আছে, কিন্তু ব্যতিরেক নাই। কারণ, প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের বাগ্‌-ব্যবহারের সঙ্গে প্রমাণাদিপদার্থের সত্যতা স্বীকারের সদ্ভাব থাকে, কিন্তু যাঁহারা মাধ্যমিকাদি, যাঁহারা প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে কারণীভূত প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতা স্বীকার নাই, কিন্তু তাহার সহিত বাগ্‌ব্যবহাররূপ কার্য্যের অভাব নাই। অবশ্য যদি, অভাব হইত, তাহা হইলে অন্বয়-ব্যতিরেক উভয়ই আছে বলিয়া প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতা স্বীকারকে বাগ্‌ব্যবহারের কারণ বলিতে পারা যাইত। কিন্তু, তাহা দেখা যায় না; কারণ, মাধ্যমিকাদির বাগ্‌ব্যবহার বিস্তর দেখাই যায়। সত্যতা স্বীকার না করাতেই যদি তাহাদের বাগ্‌ব্যবহারের নিষ্পত্তি না হয়, ইহাই যদি তুমি বল, তাহা হইলে এরূপ স্থলে যে দোষের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে; অর্থাৎ তাহা হইলে মাধ্যমিক-মতও তুমি বুঝ না; যেহেতু, তোমার মতে তাহার বাগ্‌ব্যবহার হয় না। সুতরাং, তাহার খণ্ডনে তোমার প্রবৃত্তিও সম্ভব নহে। অতএব, যেহেতু, মাধ্যমিকাদিরও বাগ্‌ব্যবহার পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেই হেতু প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতাস্বীকার, তাহার কারণ—একথা তুমি বলিতে পার না। অবশ্য এই কথা তুমি বলিতে পার যে, প্রমাণাদিপদার্থ বাগ্‌ব্যবহারের কারণ। ইহাতে আমারও তাহাহইলে কোন আপত্তি থাকিবে না। প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতা না মানিলে যদি তাহাদের স্বরূপই অসিদ্ধ হইয়া যাইত, তাহাহইলে সেই প্রমাণাদি-পদার্থের বাগ্‌ব্যবহাররূপ কারণত্বও সিদ্ধ হইত না। যাহা

দ্বিতীয় বিকল্পের উপর পুনরায় আশংকা ও উত্তর।

অথ মন্যসে "কথকবাগ্‌ব্যবহারং প্রতি হেতুত্বাৎ প্রমাণাদীনাং সত্ত্বং সত্ত্বাৎ চ অভ্যুপগমঃ, যৎ সৎ তদভ্যুপগম্যতে ইতি স্থিতেরিতি।"

মৈবম্। কয়াঽপি নিয়মস্থিত্যা প্রবৃত্তায়াং কথায়াং কথকবাগ্‌ব্য-বহারং প্রতি হেতুত্বাৎ প্রমাণাদীনাং সত্ত্বং সত্ত্বাৎ চ অভ্যুপগমো ভবতা প্রসাধ্যঃ। কথাতঃ পূর্ব্বং তত্ত্বাবধারণং বা পরপরাজয়ং বা অভিলষদ্‌ভ্যাং কথকাভ্যাং যাবতা বিনা তদভিলষিতং ন পর্য্যবস্যতি, তাবদ্ অনুরোদ্ধব্যম্। তৎ চ ব্যবহারনিয়মসময়বন্ধাদেব দ্ব্যাভ্যাম্ অপি তাভ্যাং সম্ভাব্যত ইতি ব্যবহারনিয়মসময়মেব বধ্নীতঃ। ৭

(তাৎপর্য্য)—নাই, তাহা কি করিয়া কারণ হইতে পারে? অলীক শশশৃঙ্গাদি যেরূপ ঘটপটের কারণ হয় না, এস্থলেও তদ্রূপ হইয়া উঠিবে। কিন্তু, আমাদের মতে এরূপ দোষ ঘটিবে না। কারণ, আমাদের মতে প্রমাণাদি-পদার্থ মিথ্যা হইলেও তাহাদের—স্বরূপ স্বীকৃত হয়! অতএব, তাহা কারণ হইতেপারে। অর্থাৎ আমাদের মতে যে কারণতা তাহা, অলীক পদার্থের হইল না, কেবল ব্যবহার্য্য পদার্থমাত্রেরই হইল। পদার্থের সত্যতা স্বীকার না করিলে তাহার কারণতাতে কোন বাধা দেখা যায় না।১৬

অনুবাদ—যদি তোমার এরূপ অভিপ্রায় থাকে, যেহেতু প্রমাণাদি-পদার্থটী বাদিপ্রতিবাদিকর্তৃক বাগ্‌ব্যবহারের প্রতি কারণ, সেই হেতু তাহাদের সত্যত্ব আছে, আর যেহেতু সত্যত্ব আছে, সেইহেতু সেই সত্যত্বের স্বীকারও করিতে হইবে। কারণ, যে সকল বস্তু সত্য হইয়া থাকে, সেই সকল বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে—এই ব্যাপ্তি উভয়বাদিসিদ্ধ। (সুতরাং, প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতা স্বীকার করা আবশ্যক।)

ইহা বলিতে পার না। কারণ, কোন প্রকার (বক্ষ্যমাণ) সময়বন্ধাদি অবলম্বন করিয়া প্রবর্ত্তিত কথাতেই বাদি ও প্রতিবাদী কর্তৃক বাগ্‌ব্যবহারের প্রতি প্রমাণাদি-পদার্থ কারণ হইয়াছে বলিয়া প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যত্বের সাধন করিতে হইবে, এবং সত্যত্ব আছে বলিয়া

তাহার স্বীকারও আবশ্যক—ইহাও সাধন করিতে হইবে। অতএব সেই কথার পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের যাহা বিনা অভীপ্সিত তত্ত্বনির্ণয় অথবা পরপরাজয়রূপ প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না, তাবৎ মাত্রেরই স্বীকার করা আবশ্যক। বাদী এবং প্রতিবাদীর সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিচারের নিয়মপ্রণালী এবং সময়বন্ধ দ্বারাই হইয়া থাকে। এজন্য বাদী ও প্রতিবাদী ব্যবহার-নিয়ম ও সময়বন্ধকেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। (আর এইজন্য প্রমাণাদি পদার্থের সত্যতা স্বীকারের আবশ্যকতা নাই।) ১৭

তাৎপর্য্য—প্রমাণাদি পদার্থ বাগ্‌ব্যবহারের প্রতি কারণ, অতএব তাহাদের সত্যতা স্বীকার্য্য—এইরূপ দ্বিতীয় কল্পের খণ্ডন পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী যদি শঙ্কা করেন যে, যদি খণ্ডনকার প্রমাণাদি পদার্থকে বাগ্‌ব্যবহারের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই প্রমাণাদি পদার্থের সত্যতা স্বীকারকেও কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, কারণত্বের লক্ষণ এই যে, কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে যাহা নিয়তরূপে অবস্থান করে তাহাই কারণ। যেমন, ঘটের প্রতি দণ্ডচক্রাদির অবস্থান। এখন প্রমাণাদি পদার্থ কথকের বাগ্‌ব্যবহারের প্রতি যদি কারণ হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বক্ষণে প্রমাণাদি পদার্থের সত্তাই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ 'নিয়ত অবস্থান' শব্দের অর্থই সত্তা। এই সত্তা না থাকিলে অর্থাৎ প্রমাণাদি পদার্থের পূর্ব্বক্ষণ-বৃত্তিত্বরূপসত্তা না থাকিলে কি করিয়া তাহা বাগ্‌ব্যবহারের প্রতি কারণ হইবে? সুতরাং, প্রমাণাদি পদার্থকে বাগ্‌ব্যবহারের প্রতি কারণ বলায় তাহার সত্তাও স্বীকৃত হইতেছে।

আর যদি বল, কারণত্ব সিদ্ধ হইলেও সত্তার স্বীকার কেন করিতে হইবে, তাহার উত্তর এই যে, লোকমধ্যে এইরূপ নিয়ম দেখা যায় যে, যে বস্তু যে কালে সত্যরূপে জানা যায়, তাহা সেই কালে স্বীকৃত হইয়া থাকে, নচেৎ নহে। যেমন, এই কালে ঘট আছে, এইরূপ ঘটের সত্তাজ্ঞান থাকিলেই সেই ঘটের সত্তা সেই ক্ষণে স্বীকৃত হইয়া থাকে, ইত্যাদি। তদ্রূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে যে, প্রমাণাদি পদার্থ বাগ্‌ব্যবহারের কারণ হয় বলিয়া তাহা বাগ্‌ব্যবহার রূপ কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণে আছে, আর ইহা জ্ঞাত হইলেই তাহার

সত্তার স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। কারণ, ব্যাপ্য হেতুটী যেখানে থাকিবে, সেই খানেই ব্যাপক সাধ্যের সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে। যেমন, ধূম ও বহ্নি ইত্যাদি। সুতরাং, প্রমাণাদি পদার্থের কারণতা স্বীকার করিলেই তাহার সত্তা আছে এবং তাহার সত্তা থাকায় সেই সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব সত্তাস্বীকার যদি না করা হয়, তাহা হইলে বাগ্‌ব্যবহাররূপ কার্য্যই হইবে না। এজন্য প্রমাণাদি পদার্থের সত্তাও স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই হইল এই দ্বিতীয় বিকল্পের মধ্যে আর একটী আশঙ্কা।

এক্ষণে এতদুত্তরে খণ্ডনকার বলিতেছেন যে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, কারণত্ব হইলেই সত্তা মানিতে হইবে—এইরূপ নিয়ম নাই। ইহা অগ্রে বলিব, এস্থলে ইহা স্বীকার করিয়াই বলিতেছি যে, বাদীকে এস্থলে এইরূপ অনুমানপরম্পরা স্বীকার করিতে হইবে, যথা ;—

প্রমাণাদিপদার্থ সদ্রূপ,

যেহেতু, তাহা কারণ,

যেখানে যেখানে কারণত্ব থাকে সেই স্থলে সত্ত্ব থাকে, যেমন ব্রহ্ম।

এই অনুমান দ্বারা সত্ত্বসাধন করিয়া তাহার পর আর একটী যে অনুমান করিতে হইবে, তাহা এই—

প্রমাণাদিপদার্থসত্তা অভ্যুপগন্তব্য,

যেহেতু তাহাদের সত্তা আছে,

যেখানে যেখানে সত্তা আছে, সেই পদার্থ অভ্যুপগন্তব্য, যেমন ব্রহ্ম।

এই অনুমান দ্বারা প্রমাণাদিপদার্থের সত্তাভ্যুপগম সাধন করিতে হইবে। কিন্তু, এই অনুমানদ্বয়ের উপন্যাস কথাভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে না। কথাতেই এই অনুমানদ্বয়ের প্রয়োগ করিতে হইবে। কারণ, কথা ভিন্ন অন্যত্র বাদীর নিগ্রহ হয় না। আর তাহা হইলে এই কথা যেরূপ প্রমাণাদিপদার্থের সত্যতাভ্যুপগম ভিন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ অন্য কথাও কেন হইবে না। কারণ, কথার যে কারণ প্রমাণাদিপদার্থের সত্তাভ্যুপগম, তাহা ত আর বলা যায় না, কারণ, ইহাই ত এখন সাধন করিতে হইতেছে। অতএব বলিতে হইবে যে, প্রমাণাদিপদার্থের সত্তাভ্যুপগম কথাপ্রবৃত্তির প্রতি কারণ নহে।

যদি বল, যে কথাতে এই অনুমান করা যাইতেছে, সে কথাও প্রমাণাভ্যুপগম পূর্ব্বকই হইয়াছে, তাহা হইলে সেই কথাতে এই প্রমাণাদি পদার্থের সত্যত্বসাধনপ্রয়াস করা কেন? উহা ত প্রমাণাদি পদার্থের সত্যত্বাভ্যুপগম পূর্ব্বকই হইয়াছে, অতএব ইহাতে সিদ্ধসাধন দোষ হইতেছে।

আর যদি সেই কথাতে প্রমাণাভ্যুপগমের কারণত্ব সাধন করিয়া সেই কথার প্রবৃত্তি হইয়াছে বল, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। অর্থাৎ, কথা প্রবৃত্ত হইলে প্রমাণাভ্যুপগমের কারণত্ব সিদ্ধ হইবে এবং কারণত্ব সিদ্ধ হইলে প্রমাণাভ্যুপগমের হেতুত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষবারণ জন্য বলিতে হইবে যে, যে কথাতে এই অনুমান দ্বারা প্রমাণাভ্যুপগমের সাধন করা যাইতেছে, সেই কথা প্রমাণাভ্যুপগমমূলক নহে, কিন্তু, সেই কথা অগ্রে বক্ষ্যমাণ যে সময়বন্ধের প্রকার, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর তাহা হইলে সর্ব্বত্র কথাতে সেই সময়বন্ধাদি দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া যাইবে, প্রমাণাদির সত্যতা স্বীকারেরও প্রয়োজন হইবে না।

যদি বল, সত্তাভ্যুপগম কথাপ্রবৃত্তির অঙ্গ নহে, কিন্তু সময়বন্ধই তাহার অঙ্গ, তাহা হইলে তাহাই বা কেন মানিতে যাইব? সময়বন্ধও অঙ্গ না হউক।

এতদুত্তরে বলিব যে, বাদী কিংবা প্রতিবাদীর বিচারে যে প্রবৃত্তি হয়, তাহা তত্ত্ব-নির্ণয় কিংবা পরের পরাজয় রূপ ফলসিদ্ধির জন্যই হইয়া থাকে। সুতরাং, এই ফলসিদ্ধি তাহাদের, যাহা না মানিলে চলে না, তাহাই মাত্র মানিতে হইবে, অতিরিক্ত মানিবার আবশ্যকতা নাই। দেখ, এই তত্ত্বনির্ণয় এবং পরপরাজয় সময়বন্ধ না হইলে সিদ্ধ হয় না, এই জন্য সময়বন্ধ কথার অঙ্গ ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা বিনা যাহার উপপত্তি হয় না, তাহারই দ্বারা তাহার আক্ষেপ হয়। যেমন, দেবদত্ত দিবা-ভোজন করে না, অথচ স্থূলকায়, এস্থলে যেমন তাহার রাত্রিভোজন অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ প্রমাণাদি পদার্থের সত্যত্ব স্বীকার না করিলে যদি তত্ত্বনির্ণয় অথবা বিজয়রূপ ফলের অনুপপত্তি হইত, তাহা হইলে সেই ফলানুপপত্তি দ্বারা উপপাদক প্রমাণাদিপদার্থের সত্যতাস্বীকার আক্ষেপ করা যাইত। কিন্তু, পূর্ব্বেই ইহা প্রদর্শন করা হইয়াছে যে,

সময়বন্ধের স্বরূপ প্রদর্শন।

স চ প্রমাণেন তর্কেণ চ ব্যবহর্ত্তব্যং বাদিনা। প্রতিবাদিনাঽপি কথাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞান-বিপর্য্যয়-লিঙ্গ-প্রতিজ্ঞাহান্যাদ্যন্যতম-নিগ্রহস্থানং তস্য দর্শনীয়ম্। তদ্‌ব্যুৎপাদনে প্রথমস্য ভঙ্গো ব্যবহর্ত্তব্যঃ। অন্যথা তু দ্বিতীয়স্যৈব। তাদৃশেতরৌ চ জেতৃতয়া ব্যবহর্ত্তব্যৌ। প্রামাণিকঃ পক্ষঃ তাত্ত্বিকতয়া ব্যবহর্ত্তব্যঃ—ইত্যাদিরূপঃ।১৮

(তাৎপর্য্য)—প্রমাণাদি পদার্থের সত্যত্ব স্বীকার না করিলেও এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটে না, অতএব এই ফলানুপপত্তি দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের সত্যত্বস্বীকারের আক্ষেপ হইতে পারে না। পরন্তু, ব্যবহারনিয়মরূপ সময়বন্ধ না মানিলে এই ফলসিদ্ধি হয় না। এই জন্য এই ফলসিদ্ধির অনুরোধে কেবল-মাত্র সময়বন্ধকেই কথার অঙ্গ রূপে আক্ষেপপূর্ব্বক স্বীকার করিতে হইবে। অতএব লোকমধ্যেও বাদী ও প্রতিবাদী এই পূর্ব্বোক্ত সময়বন্ধকেই স্বীকার করিয়া বাগ্‌ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।১৭

অনুবাদ—সেই সময়বন্ধ এইরূপ, যথা—বাদীকে প্রমাণ এবং তর্কের অবলম্বনে কথা বলিতে হইবে, প্রতিবাদী তাহার উপর কথার অঙ্গভূত যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহার অভাবের লিঙ্গভূত প্রতিজ্ঞাহান্যাদিরূপ একবিংশতি নিগ্রহ-স্থানের মধ্যে কোন একটী নিগ্রহস্থানের উপন্যাস করিবে। সেই নিগ্রহস্থানের ব্যবস্থাপন হইলেই বাদীর পরাজয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি প্রতিবাদী সেই উদ্ভাবিত নিগ্রহের ব্যবস্থাপন করিতে না পারে, তাহা হইলে নিরনুযোজ্যানুযোগরূপ নিগ্রহস্থান দ্বারা সেই প্রতিবাদীর পরাজয়ই বলিয়া হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। আর এইরূপ নিগ্রহস্থানের অবিষয় যে বাদী অথবা প্রতিবাদী হয়, তাহারাই জেতা বা বিজয়ী বলিয়া স্বীকৃত হইবে, এবং প্রামাণিক যে পক্ষ, তাহাকে তাত্ত্বিক বলিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাই হইল সময়বন্ধের স্বরূপ।

তাৎপর্য্য—কথামধ্যে প্রমাণাদি পদার্থের সত্যতাস্বীকারের প্রয়োজনীয়তা নাই, কিন্তু, সময়বন্ধাদি স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে সময়বন্ধ কি পদার্থ, তাহাই বলা হইতেছে।

সময়বন্ধ অর্থ—বাগ্‌ব্যবহারের যে নিয়ম, সেই নিয়মের যে নির্দ্দেশ, তাহাই সময়বন্ধ। সেই নিয়ম বলিতে প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে, বাদী অর্থাৎ কোন বস্তু সাধনের জন্য প্রথমে যিনি কথা আরম্ভ করিয়াছেন তিনি, প্রমাণ এবং তর্ক দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিবেন, তাঁহাকে প্রমাণ এবং তর্ক দ্বারা বাগ্‌ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাই হইল একটী নিয়ম। কিন্তু ইহা "বাদ" নামক কথা-কালে অভিপ্রেত। যেহেতু, জল্পাদিতে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের প্রয়োগ হইতে পারে। ছল প্রভৃতি বাদ-কথার মধ্যে থাকে না। অথবা বাদ ভিন্ন জল্প ও বিতণ্ডাকথার মধ্যেও প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা বাগ্ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই কথাতে প্রায়ই অপরের পরাজয়ের জন্যই বাদী প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এজন্য কখন কখন প্রতিবাদী সদুত্তর প্রদান করিলেও সেই উত্তরের উপর যথার্থ দোষারোপ করিতে না পারিয়া তিনি ছল ও জাতির প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে একান্ত পরাজয় অপেক্ষা সন্দিগ্ধ জয়ও প্রশস্ত। কারণ, হয়ত প্রতিবাদী এইরূপ ছল ও জাতির শ্রবণে বিচলিত হইতে পারেন, এবং তাহার ফলে নিগৃহীতও হইতে পারেন। এস্থলে গ্রন্থকার দুইটী চকার শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটির উদ্দেশ্য এই যে, জল্পাদিতে প্রমাণাদির সহিত ছল ও জাতির সমুচ্চয়-বোধন। অপরটীর উদ্দেশ্য বাদ-কথাতে প্রমাণ ও তর্ক ভিন্ন অন্যবিধ উপায় যে নিষিদ্ধ তাহারই ইঙ্গিত। ইহাই হইল বাদীর পক্ষে নিয়ম।

এইরূপ প্রতিবাদীর পক্ষে যে নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, তাহা এই—বাদী নিজের পক্ষ প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা স্থাপন করিলে তিনি প্রথমে কথার অঙ্গভূত যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহার যে বিপর্য্যয়, অর্থাৎ ভ্রান্তি অথবা সংশয়, তাহার বোধক যে প্রতিজ্ঞাহান্যাদিরূপ নিগ্রহস্থান তাহাদের মধ্যে কোনটীর উদ্ভাবন করিবেন। অর্থাৎ বাদ-কথাতে বাদীর উপর হেত্বাভাস, নিরনুযোজ্যানুযোগরূপ নিগ্রহস্থান প্রদর্শন করিতে হইবে, অন্য নিগ্রহস্থান উদ্ভাবনীয় নহে, এবং জল্প ও বিতণ্ডাতে যে-কোন একটী নিগ্রহস্থান এবং হেত্বাভাস উদ্ভাবন করিবেন। ইহাতে নিগ্রহস্থান-উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কোন নিয়ম নাই। তবে এস্থলেও সম্ভব হইলে যে হেত্বাভাস উদ্ভাবন করা উচিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই ছল তিন প্রকার যথা, বাক্ ছল, সামান্য ছল, এবং উপচার ছল। বাক্ ছলের লক্ষণ এই যে—একার্থ-তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত নানার্থক শব্দে বাদীর অনভিপ্রেত অর্থান্তরের কল্পনা করিয়া যে দোষ প্রদর্শন, তাহাই বাক্‌ছল। যেমন, যদি কেহ বলে 'ইনি নেপাল হইতে আসিয়াছেন, যেহেতু ইহার গাত্রে নবকম্বল আছে'। এখানে বক্তা "নূতন" অভিপ্রায়ে নব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রোতা সেই নব শব্দের নবত্ব সংখ্যারূপ অর্থান্তর কল্পনা করিয়া বলিল যে, 'ইহার নিকট নয়খানি কম্বল কোথায়, একটী মাত্র কম্বলই ত রহিয়াছে,' ইত্যাদি। এস্থলে নব শব্দের এই প্রকার অর্থান্তর অবলম্বন করিয়া বাদীর হেতুতে যে দোষ প্রদর্শন করা হইল, তাহা বাক্ ছল। সামান্য ছল অর্থ সম্ভাবিত অর্থ অভিপ্রায়ে বাদীর কথিত অর্থের যে অতি সামান্য অর্থাৎ অতি প্রসক্ত ধর্ম্ম, তাহার দ্বারা বাদীর অর্থের অসম্ভব কল্পনা করা। যেমন যদি কেহ বলে যে, 'ইনি ব্রাহ্মণ, সুতরাং বিদ্যা এবং সদাচারসম্পন্ন'। এস্থলে অপরে যদি বলে যে, 'ব্রাহ্মণত্ব হেতু দ্বারা বিদ্যাসদাচারসম্পত্তির সাধন করা যাইতে পারে না, কারণ, ব্রাত্য ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব আছে, কিন্তু বিদ্যা ও সদাচার নাই, ব্রাত্য ব্রাহ্মণও তাহা হইলে বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন হউক।' এইরূপে কেহ অপরের কথার দোষ প্রদর্শন করিলে তাহাকে সামান্য ছল বলা হয়। বস্তুতঃ, বক্তা এস্থলে ব্রাহ্মণত্বকে হেতু ভাবিয়া তাহাকে বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন বলে নাই; সে কেবল উক্ত ব্যক্তির প্রশংসার জন্য উহা বলিয়াছে। উপচার ছল অর্থ শক্তি কিংবা লক্ষণার মধ্যে কোন একটী বৃত্তি দ্বারা সম্বদ্ধ শব্দে অন্য বৃত্তি দ্বারা তাহার অর্থান্তর কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শন। যেমন, মঞ্চ শব্দের লক্ষণা দ্বারা যদি কেহ বলে যে, "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি", অর্থাৎ, মঞ্চ রোদন করিতেছে, এবং সেই কথা শুনিয়া তাহার শক্যার্থ কল্পনা করিয়া কেহ বলে যে, 'মঞ্চ অর্থাৎ মাচান আবার কি কাঁদিতে পারে?' তাহা হইলে যে দোষ প্রদর্শিত হয় তাহাই উপচার ছল। এস্থলে বক্তা মঞ্চ-শব্দের লক্ষ্যার্থ মঞ্চস্থ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু আপত্তিকারী তাহার শক্যার্থ মঞ্চকে গ্রহণ করিল। ইহাই হইল ত্রিবিধ ছল। ইহা অসদুত্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহাকে হেত্বাভাসমাত্র দোষদুষ্ট সদুত্তর বলিয়া বুঝা উচিত নহে। ছল ও জাতিকে অসদুত্তর বলা হয়।

এই জাতিও চতুর্বিংশতি প্রকার। ইহার লক্ষণ-ব্যাপ্তিনিরপেক্ষ হইয়া কেবল সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্য দ্বারা যে দূষণ, অর্থাৎ দূষণাসমর্থ যে উত্তর, অথবা স্বব্যাঘাতক যে উত্তর, তাহাই জাতি। প্রথম—১ সাধর্ম্ম্য সমা, ২ বৈধর্ম্ম্য সমা, ৩ উৎকর্ষ সমা, ৪ অপকর্ষ সমা, ৫ বর্ণ্য সমা, ৬ অবর্ণ্য সমা, ৭ বিকল্প সমা, ৮ সাধ্য সমা, ৯ প্রাপ্তি সমা, ১০ অপ্রাপ্তি সমা, ১১ প্রসঙ্গ সমা, ১২ প্রতিদৃষ্টান্ত সমা, ১৩ অনুৎপত্তি সমা, ১৪ সংশয় সমা, ১৫ প্রকরণ সমা, ১৬ হেতু সমা, ১৭ অর্থাপত্তি সমা, ১৮ অবিশেষ সমা, ১৯ উপপত্তি সমা, ২০ উপলব্ধি সমা, ২১ অনুপলব্ধি সমা, ২২ অনিত্য সমা, ২৩ নিত্য সমা, ২৪ কার্য্য সমা।

ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ ন্যায়দর্শন অথবা তার্কিকরক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য।

এখন নিগ্রহস্থান অর্থ কি, তাহা এইবার দেখা যাউক। ইহার অর্থ 'নিগ্রহস্য খলীকারস্য স্থানম্' অর্থাৎ যে চেষ্টার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর অশক্তি সূচিত হয়। ইহা হয়—বিপ্রতিপত্তি—না হয় অপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপত্তি অর্থ বিরুদ্ধ জ্ঞান, এবং অপ্রতিপত্তি অর্থ অজ্ঞান। যদিও এই দুইটী প্রতিবাদীর আত্মধর্ম্ম বলিয়া উদ্ভাবনার যোগ্য নহে, তথাপি ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইহারা যাহার দ্বারা সূচিত হয়, তাহারই নাম নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদীর কোন বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান হইয়াছে, ইহা যদি কোনরূপ বুঝিতে পারা যায়, তাহাহইলে সেই বাদী কিংবা প্রতিবাদী পরাজিত হয়। তদ্রূপ যাহা বক্তব্য, তাহা যদি বাদী কিংবা প্রতিবাদী না উল্লেখ করে, অথবা বাদী ও প্রতিবাদীর প্রদত্ত দূষণের উদ্ধার না করে, তাহা হইলে বিচার্য্য বিষয়ে তাহার যে অজ্ঞান আছে, তাহা বুঝা যায়, আর তাহার তখন পরাজয় হয়। এই নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতিপ্রকার যথা, ১। প্রতিজ্ঞাহানি, ২। প্রতিজ্ঞান্তর, ৩। প্রতিজ্ঞাবিরোধ, ৪। প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, ৫। হেত্বন্তর, ৬। অর্থান্তর, ৭। নিরর্থক, ৮। অবিজ্ঞাতার্থ, ৯। অপার্থক, ১০। অপ্রাপ্তকাল, ১১। ন্যূন, ১২। অধিক, ১৩। পুনরুক্ত, ১৪। অননুভাষণ, ১৫। অজ্ঞান, ১৬। অপ্রতিভা, ১৭। বিক্ষেপ, ১৮। মতানুজ্ঞা, ১৯। পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, ২০। নিরনুযোজ্যানুযোগ, ২১। অপসিদ্ধান্ত, ২২। হেত্বাভাস। ইহাদের মধ্যে অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, ও পর্য্যানু-

যোজ্যোপেক্ষণ, এই কয়টী অপ্রতিপত্তি নামক নিগ্রহস্থান মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, অবশিষ্টগুলি বিপ্রতিপত্তির সূচক হইয়া থাকে। হেত্বাভাসের কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ইহা "বিপ্রতিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্" ১।২।১৯ গৌতম সূত্রমধ্যে কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ কিন্তু বলেন যে, নিগ্রহস্থান অর্থ—উদ্দেশ্যানুগুণ যে সম্যক্ জ্ঞান, তাহার অভাবের যে লিঙ্গ, তাহা।

কিন্তু, মূলোক্ত বিপর্য্যয় শব্দে কথার অঙ্গভূত যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহার বিপর্য্যয় অর্থে অজ্ঞান এবং অযথার্থজ্ঞান এতদুভয়কেই যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে মূলোক্ত প্রতিজ্ঞাহান্যাদি এই আদি শব্দদ্বারা প্রতিবাদীকে সকল নিগ্রহস্থানেরই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি বিপর্য্যয় শব্দে কেবল বিপরীত জ্ঞানমাত্রকেই বুঝায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অপ্রতিপত্তি, অর্থাৎ অজ্ঞানসূচক নিগ্রহস্থান ভিন্ন অবশিষ্টগুলি আদি শব্দদ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার দ্বারা ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতিবাদীকে অন্য নিগ্রহস্থান অপেক্ষা বিপরীতজ্ঞানসূচক নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন প্রথমে করিতে হইবে। ইহাই হইল প্রতিবাদীর পক্ষে নিয়ম। আর যদি উদ্ভাবিত নিগ্রহের ব্যবস্থাপন হয়, অর্থাৎ সেই বাদী ও প্রতিবাদী যদি সেই নিগ্রহের পাত্র বা বিষয় হয়, তাহা হইলে তাহার পরাজয় হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহাও সময়বন্ধের মধ্যে একটী নিয়ম। আর যদি বাদী বা প্রতিবাদী, উদ্ভাবিত-নিগ্রহের ব্যবস্থাপন করিতে না পারে, তাহা হইলে নিরনুযোজ্যানুযোগরূপ (অর্থাৎ দূষণের অবিষয় যে বাদী বা প্রতিবাদী তাহার উপর দোষারোপ করা এইরূপ) নিগ্রহস্থান দ্বারা সেই বাদী বা প্রতিবাদীরই পরাজয় হইয়া যাইবে। ইহার দ্বারা পরাজয়হেতু দুইটী সিদ্ধ হইল। প্রথম—নিগ্রহের ব্যবস্থাপন, অর্থাৎ যাহার উপর নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করা হইয়াছে, তাহার উপর উহাকে স্থির রাখা। দ্বিতীয়—নিগ্রহ উদ্ভাবন করিলে তাহাকে সমর্থন করিবার অশক্তি। এই দ্বিবিধ পরাজয়হেতু যাহার থাকিবে না, সেই পক্ষই জয় হইয়া থাকে। ইহা স্বীকার করাও সময়বন্ধের অঙ্গ। ইহাই হইল বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের জল্প ও বিতণ্ডা-কথাতে জয়পরাজয় ব্যবস্থার কারণীভূত সময়বন্ধ। বাদকথাতে অন্য যেরূপ সময়বন্ধের প্রয়োজন হয়, তাহা এই—প্রমাণসিদ্ধ যে পক্ষ হইবে, তাহাকে তাত্ত্বিক বলিয়া ব্যবহার

করিতে হইবে। ইহাতে সকল নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনা করিতে হয় না। ইহাতে কোন কোন নিগ্রহ উদ্ভাবনীয় হইয়া থাকে। যথা—হেত্বাভাস, ন্যূন, অধিক এবং অপসিদ্ধান্ত, ইত্যাদি।

এস্থলে "ইত্যাদিরূপ" এই পদের তাৎপর্য্য বিদ্যাসাগরী টীকাতে যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিগ্রহস্থানের চারিটী প্রকারভেদ আছে, প্রথম উচ্যমানগ্রাহ্য, দ্বিতীয় অনুক্তগ্রাহ্য, তৃতীয় উক্তগ্রাহ্য, এবং চতুর্থ হেত্বাভাস। প্রথমটীর অন্তর্গত ৬, ৭, ১০, দ্বিতীয়টীর অন্তর্গত ১৪, ১৫, ১৬; তৃতীয়টীর অন্তর্গত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১ এবং চতুর্থটী হেত্বাভাস। এই হেত্বাভাস তৃতীয়ান্তর্গত হইলেও অর্থদোষত্বনিবন্ধন তাহার প্রাধান্য থাকায় তাহার পৃথক্ উল্লেখ করা হইল। এখন বাদী নিজের পক্ষস্থাপনজন্য হেতুর প্রয়োগ করিয়া সংক্ষেপে অথবা বিস্তারে হেত্বাভাস গুলি নিবারণ করিয়া বিরত হইলে প্রতিবাদী প্রথমতঃ উচ্যমানগ্রাহ্য নিগ্রহ, তৎপরে অনুক্তগ্রাহ্য নিগ্রহ, এবং তৎপরে উক্তগ্রাহ্য নিগ্রহপ্রদর্শনে চেষ্টা করিবেন। তাহা যদি লব্ধ না হয়, তখন বাদীর বচনার্থকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া তাহার অনুবাদ করিবেন, কারণ তাহাতে বাদীর মতসংক্রান্ত নিজ অজ্ঞানরূপ নিগ্রহটীর নিরাস হইয়া যাইবে। তাহার পর, যথাসম্ভব হেত্বাভাসদ্বারা প্রতিবাদী, বাদীর মতকে দূষিত করিয়া নিজপক্ষ-স্থাপনানুমানের প্রয়োগ করিবেন। কেবল পরপক্ষের দূষণ করিয়া নিজপক্ষ স্থাপন না করিতে পারিলে প্রতিবাদী বিজয়ী হইতে পারিবেন না। এইরূপে প্রতিবাদী নিজপক্ষস্থাপন করিলে বাদীর কর্ত্তব্য এই যে, তিনি অনুক্তগ্রাহ্য, উচ্যমানগ্রাহ্য এবং উক্তগ্রাহ্য নামক নিগ্রহস্থানগুলি যথাক্রমে উদ্ভাবনের চেষ্টা করিবেন। যদি তাহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাদী, প্রতিবাদীর বক্তব্য সম্যক্‌রূপে অনুবাদ করিয়া নিজ অজ্ঞানরূপ নিগ্রহস্থানটীকে নিবারণ করিয়া নিজ দোষ পরিহার পূর্ব্বক প্রতিবাদীর স্থাপনাংশকে হেত্বাভাস দ্বারা দূষিত করিবেন। ইহা না করিয়া স্বপক্ষ রক্ষা করিলেও তিনি বিজয়ী হইবেন না; অবশ্য তিনি যে, প্রশংসনীয় হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নিগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারিলে আর বিচার চলিবে না।

সময়বন্ধপূর্ব্বককথায়ামপি পূর্ব্বদাপত্তিখণ্ডণম্।

অতএব "ব্যবহারনিয়ম-সময়বন্ধে হেতুর্বক্তব্যঃ, তথাচ সোঽপি হেতুঃ কথায়াং প্রবৃত্তায়াম্ অভিধাতুং যুক্ত" ইতি প্রমাণসত্ত্বাভ্যুগম-হেত্বভিধানবৎ প্রত্যবস্থানম্ অনবকাশম্। দ্বাভ্যাম্ অপি বাদিভ্যাং বিচারপ্রবৃত্ত্যা অভিলষ্যমাণতত্ত্বব্যবস্থাজয়মূলত্বেন ব্যবহারনিয়মস্য স্বেচ্ছয়া এব পরিগৃহীতত্বাৎ।

ন চ এবং প্রমাণানুপপত্তেঃ স্বেচ্ছামাত্রপরিগৃহীতমূলত্বাৎ মূলাপরিশুদ্ধি-সম্ভবেন সর্ব্ববিচারবিচার্য্যতৎফলবিপ্লবাপত্তিঃ স্যাৎ। অবিদ্যমানাদি-* পারম্পর্য্যায়াতস্য লোকব্যুৎপত্তিগৃহীতসংবাদস্য চ তস্য অন্যথাভাবাসম্ভা-ব্যতালক্ষণ-স্বতঃ সিদ্ধিপরিশুদ্ধত্বাৎ।

ন চ প্রমাণাদীনাং সত্তাঽপি ইত্থম্ এব তাভ্যাম্ অঙ্গীকর্ত্তুম্ উচিতা। তাদৃশব্যবহারনিয়মমাত্রেণৈব কথাপ্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। প্রমাণাদিসত্তাম্ অভ্যুপেত্যাপি তথাব্যবহারনিয়মব্যতিরেকে কথাপ্রবৃত্তিং বিনা তত্ত্বনির্ণয়স্য জয়স্য বা অভিলষিতস্য কথকয়োঃ অপর্য্যবসানাৎ। ১৯

(তাৎপর্য্য)—গ্রন্থকার এই সময়বন্ধের নিয়মের স্বরূপ প্রদর্শন দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করিলেন যে, এইরূপ ব্যবহারই বিচারস্থলে করিতে হইবে, অন্যরূপ ব্যবহার করিলে চলিবে না। অন্যরূপ ব্যবহার করিলে তাহার পরাজয়ই হইবে—এইরূপ ব্যবহারই করিতে হইবে। আর যদি ব্যবহারই বিচারের ফল হইল, তাহা হইলে তাহার জন্য প্রমাণাদিপদার্থ প্রভৃতি কোন পদার্থেরই সত্যতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। ইত্যাদি। ১৮

অনুবাদ।—এইজন্য ব্যবহার নিয়ম যে সময়বন্ধ, তাহার হেতু কি তাহা বক্তব্য। আর সেই হেতুও কথার আরম্ভ হইলেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই প্রকারে প্রমাণের সত্তা স্বীকারের হেতুকথনকালে যেরূপ দোষ হইয়াছিল, এস্থলেও তদ্রূপ দোষ হইবে—এরূপ আশংকা করা

পাঠান্তরম্ "অবিদ্যাবিদ্যমানাদি।"

যায় না। কারণ, বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট যে তত্ত্বনির্ণয় অথবা বিজয়রূপ ফল, তাহার হেতুরূপে ব্যবহার-নিয়মকে নিজ ইচ্ছানুসারেই পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আর এইরূপে প্রমাণকে অবলম্বন না করিয়া কেবল স্বেচ্ছা দ্বারায় পরিগৃহীত যে নিয়মবন্ধ, সেই নিয়মবন্ধমূলক বিচার হইতেছে বলিয়া মূলের দোষপ্রযুক্ত সকল বিচারের বিচার্য্য বিষয়ের এবং তাহার ফলেরও যে অব্যবস্থা হইয়া যাইবে এরূপও আশংকা করা যায় না। অবিদ্যাপরিকল্পিত অনাদিপরম্পরায় আগত এবং বৃদ্ধব্যবহারদ্বারা যাহার প্রামাণ্য গৃহীত হইয়াছে সেই ব্যবহারনিয়মটী অন্যথাভাবের অসম্ভাব্যাতারূপ যে স্বতঃসিদ্ধি, তাহার দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। আর প্রমাণাদির সত্তাও এইরূপে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকার করা উচিত, তাহাও বলা যায় না। যেহেতু, পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারনিয়মমাত্রদ্বারাই কথার প্রবৃত্তি হইতে পারে—ইহা উপপন্ন হয়। প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারের নিয়ম যদি না থাকে, তাহা হইলে কথাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, আর বাদী ও প্রতিবাদীর অভিলষিত তত্ত্বনির্ণয় অথবা জয়পরাজয়রূপ ফল লাভ হয় না। ১৯

তাৎপর্য্য—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কথাপ্রবৃত্তিতে প্রমাণাদির সত্তাস্বীকারের কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু সময়বন্ধ থাকিলেই কথার প্রবৃত্তি হইতে পারে। সেই সময়বন্ধের যে কি স্বরূপ, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে ইহার উপর পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন।

সেই আপত্তি এই,—যেরূপ, প্রমাণাদি-পদার্থের সত্তাস্বীকার কথা-প্রবৃত্তিতে কারণ, ইহা সেই কথাতেই সাধন করিতে হইবে, কিন্তু সেই কথা, প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার ভিন্ন হয় না, যদি ইহাতেও প্রমাণাদিপদার্থের সত্তাস্বীকারকে কারণ বল, তাহা হইলে যেমন অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়, অর্থাৎ প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার ভিন্ন কথাসিদ্ধি অসম্ভব, এবং কথা ভিন্ন প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার যে কথার কারণ—ইহার সিদ্ধিও অসম্ভব, অতএব অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়, এজন্য প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার ভিন্নও কথা সম্ভব, আর তজ্জন্য প্রমাণাদির সত্তাস্বীকারের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু সময়বন্ধ মাত্রেরই আবশ্যকতা আছে, ইত্যাদি, তুমি যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলে, তাহা

বলিলেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। কারণ, নিয়মবন্ধও হেতুসাধ্য। অর্থাৎ নিয়মবন্ধ যে কথার কারণ, তাহাও কোন হেতুপ্রদর্শনপূর্ব্বক সিদ্ধ করিতে হইবে। কারণ, যদি কেহ নিয়মবন্ধকে কথাপ্রবৃত্তির কারণ বলিয়া না স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার খণ্ডনের জন্য তোমাকে তাহার হেতু প্রদর্শন করিতে হইবে। অতএব, নিয়মবন্ধের হেতুপ্রদর্শন করা আবশ্যক। আর সেই হেতুপ্রদর্শনও কোন কথাতেই করিতে হইবে, সুতরাং কথাও ত নিয়মবন্ধের অধীন হইয়া পড়িতেছে। অতএব, অন্যোন্যাশ্রয় দোষই হইল। অর্থাৎ নিয়মবন্ধ ভিন্ন কথার প্রবৃত্তি হয় না, এবং কথা ভিন্ন নিয়মবন্ধও হয় না; অতএব নিয়মবন্ধ ভিন্ন একটী কথা আছে—এরূপ স্বীকার করিতে হইবে। আর ইহাই যদি তুমি স্বীকার করিলে, তাহা হইলে সকল কথাতেই যে সময়বন্ধ কারণ একথা তোমার অসঙ্গত হইল। ইহাই হইল আপত্তি।

এতদুত্তরে খণ্ডনকার বলিতেছেন যে, ব্যবহারনিয়ম কথার কারণ— ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য হেতুপ্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই। কারণ, সময়বন্ধ কথার কারণ, ইহা বাদী এবং প্রতিবাদী স্বয়ংই ইচ্ছাপূর্ব্বক মানিয়া লইয়া থাকেন। যেহেতু, বিচারে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্য তত্ত্ব-নির্ণয় ও জয়লাভ। ইহা সময়বন্ধ না মানিলে অসম্ভব। অতএব ফলকামী ব্যক্তি ইহা স্বয়ংই স্বীকার করিবেন। দেখ, প্রমাণাদির সত্তাস্বীকারকে কথাপ্রবৃত্তির হেতু বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য যেমন হেতুপ্রয়োগের আবশ্যকতা থাকে, তদ্রূপ যদি নিয়মবন্ধেরও কথাহেতুত্ব স্বীকার করিবার জন্য হেতুপ্রয়োগের আবশ্যকতা থাকিত, তাহা হইলে তোমার প্রদর্শিত যুক্তি সঙ্গত হইত। কিন্তু, যেহেতু তাহা হয় না, কেবল বাদী ও প্রতিবাদী ফলসিদ্ধির জন্য স্বেচ্ছায় সময়বন্ধ মানিয়া লয়—সেই হেতু উহাতে উক্ত অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইতে পারে না। আর তজ্জন্য সকল কথাতে নিয়মবন্ধ যে কারণ, তাহাও সিদ্ধ হইল।

যদি বাদী ইহার উপর এরূপ আক্ষেপ করেন, যে নিয়মবন্ধ কথার কারণ —এই বিষয়ে যদি কোন প্রমাণ না থাকে, ইহা যদি কেবল অপ্রামাণিকই হয়, তাহা হইলে এই নিয়মবন্ধকে অবলম্বন করিয়া কথাতে প্রবৃত্ত হইলে নিজ ইচ্ছা মাত্রই নিয়মবন্ধের কারণ হয়, আর তাহার ফলে মূলভুত নিয়মবন্ধে অপ্রামাণিকত্বরূপ দোষ সংঘটিত হয়। আর সেই নিয়ম-

বন্ধমূলক বিচার, বিচার্য্য এবং তাহার যে ফল, তাহাদের বিপ্লব উপস্থিত হয়; অর্থাৎ সাধন ও দূষণে প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা থাকে না বলিয়া বিচারবিপ্লব হয়, এবং বাদী ও প্রতিবাদী অথবা পক্ষ ও বিপক্ষের অব্যবস্থা হয় বলিয়া বিচার্য্যের বিপ্লব হয়, এবং তত্ত্ব-নির্ণয় অথবা জয়পরাজয়ের অব্যবস্থা হয় বলিয়া ফলের বিপ্লব হয়। এস্থলে বিচারবিপ্লব ও বিচার্য্যবিপ্লব অর্থ অন্যরূপও হয়। অর্থাৎ বিচারবিপ্লব হইলে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না; সুতরাং, বিচারবিপ্লব অর্থ প্রমার অজনকত্ব বুঝিতে হইবে। বিচার্য্য-বিপ্লব অর্থ যাহার বিচার করা হইতেছে, তাহার যথার্থজ্ঞান না হওয়া, অর্থাৎ ভ্রান্তির বিষয় হওয়া। ইত্যাদি।

এস্থলে বিদ্যাসাগরী বলিতেছেন যে, ফলবিপ্লবটী বাদকথাতে তত্ত্বনিশ্চয়ের অসিদ্ধি বুঝায়, এবং জল্প ও বিতণ্ডাতে ইহার অর্থ জয়ের অভাব বুঝিতে হইবে। যাহা হউক, ইহাই হইল নিয়মবন্ধের বিরুদ্ধে একটী শঙ্কা।

এতদুত্তরে খণ্ডনকার বলিতেছেন যে, এই নিয়মবন্ধের প্রামাণিকত্ব না থাকিলে, অর্থাৎ কেবল ইচ্ছামাত্র-পরিগৃহীত বলিয়া ইহাকে স্বীকার করিলে যে, উক্ত ত্রিবিধ বিপ্লব ঘটিবে, তাহা নহে। কারণ, নিয়মবন্ধে কোনরূপ অন্যথাত্বের শঙ্কাই হয় না। অর্থাৎ এই নিয়মবন্ধ দুষ্ট, অতএব তন্মূলক যে কথা-প্রভৃতি, তাহারা সকলই দুষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে—এরূপ শঙ্কা তাহাতে হইতে পারে না; কারণ, বৃদ্ধব্যবহার দ্বারা এই নিয়মবন্ধ কখনও বিপরীত ফলকে উৎপাদন করে না, কিন্তু অভিলষিত ফলই উৎপাদন করে—এইরূপ সকলেই স্বীকার করেন। আর ইহা যখন সকলেই স্বীকার করেন, তখন সেই নিয়মবন্ধের অন্যথাভাবাশংকা কেন হইবে? আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তৎপ্রযুক্ত ফলাদির উক্ত বিপ্লব কেন হইবে?

এখন ইহার উপর যদি কেহ বলে যে, বৃদ্ধব্যবহার দেখিয়া যদি নিয়মবন্ধ নির্দোষ হয়, তাহা হইলে সেই বৃদ্ধব্যবহারের মূল কি—তাহা ত জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে? যদি প্রমাণকেই তাহার মূল বলা যায়, তাহা হইলে প্রমাণকেই নিয়মবন্ধের মূল বলিয়া কেন স্বীকার কর না, আর যদি ব্যবহারান্তরকেই তাহার মূল বল, তাহা হইলে আবার তাহার মূল কি জিজ্ঞাসা করিলে আবার অন্য ব্যবহারকে মূল বলিতে হইবে—এইরূপে

অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। অতএব প্রমাণকেই মূল বলা ভাল? আর প্রমাণকেই যদি মূল বলা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষই পুনরাগমন করিবে। সুতরাং, সেই নিয়মবন্ধ যদি প্রামাণিক না হয়, তাহা হইলে তাহা নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

এতদুত্তরে খণ্ডনকার বলেন যে, এরূপ অনবস্থা ঘটিলে ক্ষতি কি? অনবস্থা ঘটিলে অনাদি ব্যবহারকেই তাহার মূল বলিব, প্রামাণিক বলিতে যাইব কেন? অনাদিকাল হইতে এই বৃদ্ধব্যবহারপরম্পরার দ্বারা নিয়মবন্ধটী স্বীকৃত হয়, এবং তাহাতে অন্য কোন ফল উৎপাদন করে না, অতএব তাহাতে কোন দোষই হইতে পারে না। বস্তুতঃ, যেস্থলে দৃষ্টপরম্পরা-মূলক অনবস্থা হয়, সেই স্থলে অনবস্থা দোষাবহ নহে, পরন্তু যেস্থলে তাহা অদৃষ্টপরম্পরামূলক হয়, সেই স্থলেই তাহা দোষাবহ হয় মাত্র। এখানে ব্যবহারের মূল ব্যবহার, তাহার মূল আবার ব্যবহার,—ইহা পরিদৃষ্ট হয়; সুতরাং, এস্থলে অনবস্থা দোষাবহ হয় না। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিচার পরে, "প্রাক্‌লোপাবিনিগম্যত্ব" শ্লোকে পরিদৃষ্ট হইবে, এস্থলে আর বিস্তার করা হইল না।

সুতরাং দেখা গেল, নিয়মবন্ধের ইচ্ছামূলকত্ব স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না। অর্থাৎ নিয়মবন্ধই কথা প্রবৃত্তির কারণ বলিতে হইবে।

এখন দেখ, এইরূপ নিয়মবন্ধ মানিলে যে প্রমাণাদিপদার্থের ন্যায় তাহার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। কারণ, এই সময়বন্ধটীও অবিদ্যা-মূলক হইয়াও কার্য্যকারী হয়। কার্য্যকারিতার জন্য তাহার সত্তাস্বীকার করিতে হইবে, ইহার কোন হেতু নাই। যেহেতু, অসত্য হইলেও তাহার দ্বারা কার্য্য উৎপন্ন হইতে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন স্বপ্নাদি অসত্য হইলেও তাহার দ্বারা ভাবী শুভাশুভ ফলের সূচনা হয়, রজ্জুতে সর্প দেখিয়া ভয়কম্পাদি হয়, ইত্যাদি। সুতরাং, ইহার কার্য্য আছে বলিয়া ইহাকে সত্য বলিবার আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃ, ইহাই বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার নিয়মবন্ধে "অবিদ্যা-বিদ্যমানত্ব" এই বিশেষণটী প্রয়োগ করিয়াছেন।

যদি বল, এরূপ অবিদ্যাকল্পিত অপ্রামাণিক নিয়মবন্ধের কথাকারণত্ব আমি তাহা হইলে স্বীকার করিতে বাধ্য নহি। ইহাও তুমি বলিতে পার না।

কারণ, যাহা অনাদিপরম্পরায় আগত, তাহার ব্যবহার কি করিয়া অস্বীকার করিবে? তুমি যখন ব্যবহারের মধ্যে আছ, তখন তোমায় বাধ্য হইয়া ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর ইহারই জন্য গ্রন্থকার "অনাদিপারম্পর্য্যায়াতস্য" এই বিশেষণটী প্রয়োগ করিয়াছেন।

তাহার পর সেই, নিয়মবন্ধে অপ্রামাণ্যশঙ্কাপ্রযুক্ত ফলবিপ্লবের যে শঙ্কা হইয়াছিল, তাহাও আর এখন হইবে না। কারণ, বৃদ্ধব্যবহারপরম্পরার দ্বারা তাহা গৃহীত হয় বলিয়া তাহাতে প্রামাণ্যই গৃহীত হয়। বস্তুতঃ, এইজন্য গ্রন্থকার "গৃহীতসংবাদস্য" এই বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

যদি বল, সময়বন্ধ ত জ্ঞান নহে যে, তাহার স্বতঃসিদ্ধশুদ্ধতা স্বীকার্য্য হইবে, এবং তাহার প্রমাণমূলকত্ব আবশ্যক হইবে না; তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে "সময়বন্ধ কর্ত্তব্য নহে" এইরূপ সম্ভাবনাই—যখন হয় না, তখন তাহার স্বতঃসিদ্ধত্ব কেন থাকিবে না। আমরা ইহাকেই স্বতঃসিদ্ধি বলি। অর্থাৎ যাহার বিপরীত সম্ভাবনা থাকে না, তাহাকেও আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলি। অবশ্য ইহার কারণ কি যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে বলিব যে পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারপরম্পরাই ইহার কারণ।

আর যদি বল, ফলের জন্য নিয়মবন্ধ আবশ্যক বলিয়া বাদী ও প্রতিবাদী তাহাকে কথার অঙ্গরূপে যেমন স্বীকার করে, সেইরূপ প্রমাণাদি-পদার্থের সত্তাও কেন স্বীকার্য্য নহে, উভয়ের সাধক যুক্তি একই প্রকার হইতেছে, কোন বিশেষই দেখা যায় না। তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়কেই যে প্রমাণাদি-পদার্থের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, তাহার কারণ কি? ব্যবহারসিদ্ধ নিয়মবন্ধমাত্র দ্বারাই যদি কথাপ্রবৃত্তি না হইত, তাহা হইলে প্রমাণাদি-পদার্থের সত্যতা স্বীকার্য্য হইত। কিন্তু তাহা ত দেখা যায় না, অর্থাৎ নিয়মবন্ধ স্বীকার করিলেই বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে কথা চলিতে পারে, এবং তাহার ফলও সিদ্ধ হয়। আরও দেখ, প্রমাণাদির সত্তাস্বীকার করিলেও যদি নিয়মবন্ধ স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলেও ত কথার প্রবৃত্তি হয় না, এবং কথকাভিলষিত তত্ত্বনির্ণয় বা জয় কিছুই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং, কথার জন্য নিয়মবন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য, তাহা বৃদ্ধব্যবহারে সিদ্ধ হউক, আর যাহাই হউক, তাহার সত্যতা বা

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীশ্রীআনন্দপূর্ণ যতি বিরচিত

খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য টীকা

বিদ্যাসাগরী।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

যো বিশ্বোঽহঙ্কারবাচ্যঃ সকলবিষয়ভুক্ প্রীতিতিৎকারণাভ্যাম্
বদ্ধঃ সংস্কারমাত্রপ্রবিরচিততনুস্তৈজসশ্চেত্যুবাচ্যঃ।
প্রাজ্ঞো জ্ঞানৈকবদ্ধঃ সুরনরসকলানন্দভুঙ্মাক্ষরেণ
বাচ্যার্থো যস্তুরীয়ো বিকলিতসকলঃ সোঽহমেবাস্মি ভূমা ॥ ॥
যঃ পৌলস্ত্যমথর্ব্বগর্ব্বহরণাদুৎকৃত্য শৈলং বলাৎ
কৈলাসং কলহংসধৌতমমলং লোকাধিপালপ্রভুঃ।
লঙ্কালগ্নমুখং বিলোক্য চলিতাং দেবীং চ কোলাহলাৎ
প্রাহস্যাহহ বেত্ত্যয়ং বিজয়তে নিম্নে স পাতালকম্ ॥ ২ ॥
কারুণ্যসৎকর্ব্বুরপত্ররাজিতং রামাত্মভৃঙ্গীমুখচুম্বনোল্লসৎ।
ভূলোকসৎকেসর কর্ণিকালয়ং শ্রীরামরাজীবমহং ভজে ভজে ॥৩॥
মৃদুলমৃদুলভাবস্মেরসংপূর্ণবক্ত্রা নলিনদলনিভশ্রীলোচনা লোকলোকা।
ললিতললিতপাদক্ষেপণোৎক্ষেপলীলা মম বচসি নিধত্তাং সন্নিধিং বর্ণমালা ॥৪॥
ভো ভো ভাবোগ্রপূর্ণপ্রবিচলিতলসন্নেত্রপত্রপ্রশোভ-
শ্রীমদ্বক্ত্রারবিন্দপ্রতিবিশনকরাগ্রোঢ়রত্নৌঘকুম্ভ,
কারুণ্যাখ্যপ্রবৃষ্ট্যা কুরু কুরু সুদৃঢ়ং গাঢ়বিঘ্নাভিতাপ-
প্রধ্বংসং ভাবমুগ্ধপ্রবিরচিতমিদং কৃত্যবিজং প্ররোহেৎ ॥৫॥
অবোধপঙ্কাবিলবোধনীরে যদীয়বাচঃ কতকায়মানাঃ।
বন্দে মুনীন্দ্রান্ মুনিবৃন্দবন্দ্যান্ শ্রীমদ্গুরূন্ শ্বেতগিরীন্ বরিষ্ঠান্ ॥ ৬ ॥

বন্দে সংবুদ্ধতত্ত্বং মুনিনিকরকরারাধিতশ্রীপদাব্জং
বিদ্যালক্ষ্ম্যাশ্রিতাঙ্গং বিয়তি কৃতগতিং স্বাত্মদৃষ্টপ্রপঞ্চম্ ।
বেদান্তোদ্‌ঘোষজন্মপ্রকটনসুভগং শেষভোগান্তদেহ-
মানন্দারণ্যমীশং কৃতভজনজগৎপালনোদ্যোগশীলম্ ॥৭॥
কথাখ্যভূমিপ্রচলৎপ্রচণ্ডবাদীভকুম্ভপ্রবিভেদতোত্রম্ ।
রসাবসিক্তং বুধমণ্ডনং যৎ তৎ খণ্ডনং ব্যাকরবাণি নীত্যা ॥৮॥

(প্রথম পৃষ্ঠা)

গ্রন্থারম্ভে শিষ্টাচারপরম্পরাপ্রাপ্তকর্ত্তব্যভাবং পরদেবতাস্তুতিনমস্কারলক্ষণং মঙ্গলং বিধাতুমধিকারিপ্রয়োজনসংবন্ধাভিধেয়প্রতিপাদনায় চাহ—**অবিকল্পেতি**। অস্য চ নিয়োগতঃ ফলবৎকার্য্যান্তরারম্ভসংযোগাৎ সাক্ষাদ্ দৃষ্টফলত্বাচ্চ ফলবৎ সংনিধাবফলং তদঙ্গমিতি কার্য্যান্তরশেষত্বে চাবধৃতে সতি আরম্ভস্য সমাপ্তিপর্য্যন্তত্বাদপেক্ষিতাঽবিঘ্নপরিসমাপ্তিঃ প্রয়োজনম্, অপেক্ষিত-বিধেরনপেক্ষিতবিধানং দুর্ব্বলমিতি ফলান্তরকল্পনায়া দুর্ব্বলত্বাৎ। অতো যথা সাম্প্রদায়িকমনধ্যয়ানধ্যয়নাদি স্বাধ্যায়াবিঘ্নার্থমেবমিদমপি। তদয়মর্থঃ। তমীশ্বরং বন্দে ইতি সম্বন্ধঃ।

নন্বীশ্বরস্য দৃশ্যত্বে ঘটাদিসাম্যাৎ শাস্ত্রাবিষয়ত্বেন নমস্কারাবিষয়ত্বম্। অদৃশ্যত্বে শশশৃঙ্গবদসত্ত্বাদেব। স্বপ্রকাশত্বে সদাপ্রকাশিতত্বাদ্ অবিদিতত্বা-ভাবাচ্ছাস্ত্রাগোচরত্বম্। তদ্বৈশ্যৈবেষ্টদেবতা। অতো ন যুক্তস্তৎপ্রণামঃ, ইত্যত আহ—, **অবিকল্পেতি**। অবিকল্পশব্দেন নির্ব্বিকল্পকং স্বরূপজ্ঞানং বিবক্ষিতম্। তদ্বিষয়ত্বং চ তৎপ্রযুক্তব্যবহারত্বাৎ। ন চ স্বয়ম্প্রকাশত্বেঽপি সদাবিদিতত্বম্, অবিদ্যাবৃতত্বেনাবিদিতমিব ভবতি যতঃ। ন চ স্বরূপজ্ঞানস্য অবিদ্যানিবর্ত্তকত্বম্। প্রমাণজ্ঞানস্য এব অবিদ্যানিবর্ত্তকত্বাৎ। শাস্ত্রপ্রামাণ্যং চ আরোপিতনিবর্ত্তকত্বেন। আহ চ "সিদ্ধং তু নিবর্ত্তকত্বাদিতি"।

নন্বীশ্বর আত্মৈবেতি তে মতম্। স চ প্রত্যক্ষোঽনুভবাশ্রয়তয়া অপরোক্ষঃ। কিমিদমুচ্যতে স্বপ্রকাশ ইত্যত আহ—**এক ইতি**। ইদমাকূতম্। ন তাবৎ মানসপ্রত্যক্ষঃ। বিমতং ভিন্নাশ্রয়বিষয়ং, জ্ঞানত্বাৎ, জ্ঞানান্তরবৎ। আত্মা নাস্মদাদিমানসপ্রত্যক্ষঃ, জ্ঞানাসমবায়িকারণাশ্রয়ত্বাৎ, মনোবৎ, পরসিদ্ধ-সাধ্যাদিনির্দ্দেশাদনবত্বম্। বিপক্ষে স্ববৃত্তিবিরোধপ্রসঙ্গো বাধঃ। কিং চ

জ্ঞানং বিমতং ন স্বাশ্রয়বিষয়ং, গুণত্বাৎ, যো গুণো নাসৌ স্বাশ্রয়বিষয়ো, যথা অগ্নেরৌষ্ণ্যপ্রকাশাদি। তদুক্তং তত্ত্ববিদ্ভিঃ—

"যস্যৈব যো গুণো ন স তদ্‌গুণং চ সমানজাতীয়মসমানজাতীয়ং বা বিষয়ীকুর্য্যাদ্ যথা অগ্নেরৌষ্ণ্যং সবিতৃরূপং চেতি।"

যদপি ন্যায়মুক্তাবল্যামুদিতম্ "অগ্নিগুণস্যাপি ভাস্বররূপাপরপর্য্যায়স্য প্রকাশস্য স্বাশ্রয়প্রকাশকত্বাৎ সাধ্যবিকলতেতি" তদসৎ। স্বাশ্রয়প্রকাশত্বং হি তত্র প্রকাশজনকত্বং তদ্গততমোনিবর্ত্তকত্বং বা স্যাৎ। নাদ্যঃ। ভাস্বররূপেণ স্বাশ্রয়দ্রব্যেষু রূপান্তরারম্ভানঙ্গীকারাৎ যুগপদবান্তরজাতীয়বিশেষগুণদ্বয়সমবায়াযোগাচ্চ। নাপি দ্বিতীয়ঃ। তত্র তমঃপ্রাপ্ত্যভাবাৎ। যদি হি কদাচিৎ প্রকাশাভাবে নাগ্ন্যাদিঃ দৃশ্যেত, তমশ্চ উপলভ্যেত, তন্নিবৃত্তিস্তর্হি ঘটাদিবৎস্বপ্রকাশসাধ্যা স্যাৎ। অতো ব্যতিরেকাভাবাৎ তমোনিবর্ত্তকত্বম্। আশ্রয়দ্রব্যাধ্যক্ষেণ প্রকাশতদ্‌গুণত্বেন অন্যথাসিদ্ধং সন্নিধিরহেতুরিত্যলং তদ্দূষণগবেষণেন।

ন চাত্মান্তরপ্রত্যক্ষঃ আত্মান্তরস্যাত্মান্তরং প্রতি তদনঙ্গীকারাৎ আত্মান্তরাভাবাচ্চ।

নাপ্যনুভবাশ্রয়তয়া অপরোক্ষঃ। জড়ত্বে ঘটাদিবদনুভবাশ্রয়ত্বাযোগাৎ, অজড়ত্বে ততো ভেদাভাবাৎ। আত্মা ন সংবিদাশ্রয়তয়া অপরোক্ষঃ বস্তুত্বাদ্ ঘটবৎ। কেবলান্বয়িতয়োপাধেরনাশঙ্ক্যত্বাৎ সাধ্যাভাবাবিনাভাবো স উপাধির্ধর্ম্মস্তেত্যন্বায় ইতি। সাধ্যাভাবব্যাপ্তত্বমুপাধ্যভাবস্য বদতা অন্বয়ব্যতিরেকিণ এব ধর্ম্মস্যোপাধিত্বাঙ্গীকারাৎ। অন্যথা পক্ষেতরত্বোপাধিনা কেবলান্বয়িন এব বিলোপাদিতি।

ননু জগদাকারপরিণামিব্রহ্মণঃ কথমেকত্বমুপাদানত্বাচ্চ মৃদাদিবৎ পরিণামিত্বং জীবৈশ্চাংশাংশিত্বেন ভিন্নাভিন্নত্বাদিত্যত আহ—**স্থাণুরিতি**। ন তাবদেকদেশপরিণামো, নিরংশত্বাৎ। ন চ সামস্ত্যেন, স্থিতিকালে ব্রহ্মাভাব-প্রসঙ্গাৎ। ন চ জীবানাং তদংশত্বম্, জীবারম্ভত্বপ্রসঙ্গাৎ ব্রহ্মণ ইতি। স্থাণুঃ অবিকারীত্যর্থঃ।

নন্বেকমবিকারি বস্তুতত্ত্বং চেৎ কথং কর্ম্মকাণ্ডস্য প্রত্যক্ষাদেশ্চ ভেদালম্বনস্য প্রামাণ্যমিত্যত আহ—**পুরুষ ইতি**। কার্য্যকারণসম্বন্ধান্তবতি চৈবং রূপম্। তদাশ্রিত্য কর্ম্মকাণ্ডপ্রবৃত্তিরধ্যস্তদ্বৈতবিষয়তয়া, প্রত্যক্ষাদিপ্রামাণ্যং চ ব্যাবহারিকমিত্যর্থঃ।

অত্র চ বেদান্তা এব প্রমাণমিত্যাহ—**শ্রুত ইতি**। নন্বিতরেতরাধ্যাসাভ্যুপগমাৎ তত্ত্বজ্ঞানস্য চ অধ্যস্তমাত্রনিবর্ত্তকত্বাদ্ দ্বৈতনিষেধে শূন্যশেষ ইত্যত আহ—**অস্তীতি**। অজ্ঞানবিষয়তয়া অধিষ্ঠানত্বজ্ঞানসামান্যাকারেণ আধারত্বং যতোঽধিষ্ঠানাকারো বাধাবধিতয়া পরিশিষ্যত ইত্যর্থঃ। শূন্যমেবাধিষ্ঠানবাধাবধিতয়াঽস্তু কিং সতেতি তত্রাহ **য ইতি**। শূন্যস্যাধিষ্ঠানাবধিত্বং প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধম্। সা চ প্রসিদ্ধির্যদনুবিদ্ধমারোপিতং ভাতি তদধিষ্ঠানম্। ন চ শূন্যানুবিদ্ধমারোপিতং ভাতীতি যচ্ছব্দেনোচ্যতে ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। নন্থ নিয়োজ্যত্বমপি স্বর্গকামো যজেতেত্যাদৌ শ্রুতমেবেত্যত আহ—**শ্রুতিষ্বিতি**। সাধ্যসাধনসম্বন্ধবিধৌ তদ্বাক্যতাৎপর্য্যাৎ তৎপরশ্রুতিপ্রমিতত্বাদ্ অকর্ত্তৃত্বাদেস্তদেব বাস্তবমিতি তাৎপর্য্যলিঙ্গমভ্যাসাদিশ্রুতিষ্বিতি বহুবচনেন দ্রষ্টব্যম্।

এবং স্বরূপং লক্ষয়িত্বা তটস্থং লক্ষয়তি **ঈশ্বরমিতি**। মায়োপাধিতয়া জগজ্জন্মাদিকর্ত্তারং নিয়ন্তারং চ মায়িনং তু মহেশ্বরমিতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। তত্র তাৎপর্য্যগোচরত্বসিদ্ধয়ে পরমানন্দরূপতাং সূচয়তি—**উময়াধিগতমিতি**। অধিগতম্ আলিঙ্গিতম্, অর্দ্ধনারীশ্বরত্বাৎ। প্রিয়াপরিষ্বঙ্গকথনেন পরমানন্দসূচনম্ উচিতমেব।

এবং ভূতেশ্বরসত্ত্বে প্রমাণাভাবাদেব তৎপ্রণামো গগনকুসুমস্তবকশেখরায়তে ইত্যত আহ—**অনুময়াপীতি**। উময়া কেবলং পরমধিগতং ন ভবতি অনুময়াঽপি অনুমানেনাপ্যধিগতং বিনিশ্চিতমিত্যর্থঃ। অনুমানং চেদম্। ইয়ং পৃথিবী সকর্ত্তৃকাকর্ত্তৃকবৃত্তিত্বরহিতানেকাকর্ত্তৃকবৃত্তিত্বরহিতানেকতন্নিষ্ঠাধিকরণম্, মেয়ত্বাৎ, ঘটবৎ। পৃথিব্যুদকে প্রযত্নবতা ঘৃতে গুরুত্বে সত্যপাতিত্বাৎ, করতলন্যস্তামলকবদিত্যাদি।

দ্বিতীয়া নমস্কারার্থা, প্রাতিপদিকং গ্রন্থার্থপ্রদর্শনায়। **শ্রুত ইতি**। বেদান্তগোচরো ব্রহ্মৈব তৎপ্রকরণস্যাপি বিষয় ইতি নির্দ্দিষ্টম্। একমুময়াধিগতমিতি দ্বৈতনিবৃত্তিঃ পরমানন্দশ্চ প্রয়োজনম্। বিষয়প্রয়োজনকথনেনার্থাৎ সম্বন্ধোঽধিকারী চ নির্দ্দিষ্ট এব।১॥

(৪র্থ পৃষ্ঠা)

সকলসৌভাগ্যকরী দেবতা গৌরী ততশ্চ কৃতিযুবতিসৌভাগ্যসিদ্ধয়ে তাং প্রণমতি—**মানেতি**। হে ভবানি ভবপত্নি, অহং তে অঙ্ঘ্রিসরো-

জয়োঃ নম্রী ভবানি প্রহ্বীভবানীর্থঃ। তদপি ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়েন করণেনেত্যাহ—**অনশমিতি**। তন্ত্রেণ নৈরন্তর্য্যমতিশয়শ্চোচ্যতে। প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্তত ইতি ন্যায়াৎ প্রবৃত্ত্যঙ্গতয়া প্রয়োজনমাহ—**দুরিতং ভেত্তুমিতি**। পুণ্যেন পাপমপনুদতীতি শ্রুতেঃ। অন্যত এব তৎ স্যাদিত্যত আহ—**ভবানিশচিতমিতি**। ভবঃ সংসারঃ তস্মিন্ননিশমুপচিতম্। নান্যেন নিরবেশেষং ভেত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। বিশিনষ্টি—**সঙ্কুচিতয়োরিতি**। জগন্মাতুরপি নিমিত্তযোগে ভবতি পাদসঙ্কোচ ইত্যাহ—**তদিন্দোরিতি**। তদিন্দোর্ভাসেব শঙ্করমৌলিসমাকলিতশশাঙ্ককিরণসম্পর্কেণেবেত্যর্থঃ। তৎ সম্পর্ককারণমাহ—**গিরীশে মানাপনোদনবিনোদনতে সতীতি**। মান আবিষ্কারঃ স চান্যবনিতাসঙ্গজনিতঃ। বনিতাকুলতিলকভূতামুমামুৎসঙ্গে দধার উত্তমাঙ্গে চ গঙ্গামিতি তস্যাপনোদনং নিরাকরণং তদেব বিনোদঃ ক্রীড়া তেন গিরীশে গিরেরীশো গিরীশঃ শঙ্করঃ তস্মিন্নতে প্রণতে সতীত্যর্থঃ। সরোজোপমিতয়োঃ শশাঙ্ককিরণসম্পর্কসঙ্কোচঃ সমুচিত ইত্যাহ—**উচিতমিতি**। যথোচিতমিতি। যথোচিতং ভবতি তথা সঙ্কুচিতয়োরিতি ক্রিয়াবিশেষণমেতৎ।

যদ্বা ব্রহ্মবিদ্যাপরিপন্থিকল্মষবিনিবৃত্তয়ে সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রীং পরাং শক্তিং প্রণমতি। হে ভবানি মহামায়ে। অন্বয়ঃ পূর্ব্ববৎ। মানেনাপনুদ্যত ইতি মানাপনোদনং যদজ্ঞানং তস্য বিশিষ্টতয়া নোদনং বিনোদঃ তদর্থং নতে দাসভাবমুপগতে সতি তস্মিন্ গিরীশে গিরাং বাচামীশো গিরীশো জীবঃ। "বাক্পতিঃ চক্ষুষ্পতিরিতি" শ্রুতেঃ। তস্যেন্দুঃ সত্ত্বগুণঃ প্রকাশাত্মকত্বাৎ তস্য। তদিন্দোর্ভাসা সত্ত্বগুণজনিতজ্ঞানেন পরিভাবনাত্মকেন সঙ্কুচিতয়োঃ পরিচ্ছিন্নতয়া স্বীকৃতয়োঃ ভক্তানুগ্রহহেতুতয়া স্বীকৃতয়োরিতি যাবৎ। অন্যথা পরিচ্ছিন্নশক্তেরাবরণাভাবাদিত্যর্থঃ। অবধৃততাৎপর্য্যাৎ ত্রয্যন্তসন্দোহাদেব প্রয়োজনাবাপ্তেঃ ।২।

(৫ম পৃষ্ঠা)

কিং ত্বৎপ্রয়াসেনেত্যাশঙ্ক্য কুতর্কতিমিরনিরাসোঽবান্তরপ্রয়োজনমস্তীত্যাহ—**শব্দেতি**। রে রে ধীরা লোকেষু দিগ্বিজয়কৌতুকমাতনুধ্বম্। দিক্ষু বিজয়োঽসচ্ছাস্ত্রাভ্যাসনিরূঢ়াহংকারান্ প্রতিবাদিনঃ পরিজিত্য তদুপরি বর্ত্তনং তৎকৌতুকমাতনুধ্বং আশ্চর্য্যং বিস্তারয়ত। অস্য চ বিজয়স্য বিশিষ্টত্বাদ্বিশিষ্টং

সাধনং দর্শয়তি—শব্দেতি। শব্দশ্চ অর্থশ্চ শব্দার্থৌ তয়োঃ নির্ব্বচন নিরুক্তিরনন্যথাসিদ্ধমিতি। অন্যথা অন্যেন প্রকারেণ ন সিদ্ধমুৎপন্নং জ্ঞাতং বা তদনন্যথাসিদ্ধমুচ্যত ইত্যাদি শব্দনিরুক্তিঃ বাধো দৃঢ়োঽদৃঢ়ো বেত্যাদিঃ অর্থনিরুক্তিস্তত্তৎখণ্ডনয়া। অথর্ব্বগর্ব্বান্ খর্ব্বোঽল্পঃ, অখর্ব্বোঽনল্পঃ গর্ব্বো যেষাং তে অখর্ব্বগর্ব্বাস্তান্, সর্ব্বত্র বাদজল্পবিতণ্ডাসু শব্দে অর্থে লক্ষ্যে লক্ষণে চ নির্ব্বচনভাবং নির্গতং বচনং যেভ্যস্তে নির্ব্বচনাস্তদ্ভাবো মূকত্বং তত্র নয়ন্তঃ প্রাপয়ন্ত ইত্যর্থঃ। যথোক্তং খণ্ডনমুক্ত্বাঽপি পঠিত্বাঽপি অর্থজ্ঞানাধিক্যোৎপ্রেক্ষাহীনা অপীত্যর্থঃ বক্ষ্যমাণমপি সিদ্ধবৎ কৃত্বা কথিতমুক্তমিতি।

যদ্বা নামরূপপ্রপঞ্চস্য সত্যত্বাৎ প্রথমশ্লোকোক্তবিষয়প্রয়োজনদৌর্ল্ভ্যমাশঙ্ক্যাহ—শব্দেতি। শব্দার্থয়োর্নির্ব্বচনে নিরুচ্যেতে ইতি নির্ব্বচনে সদসত্ত্বে খ্যাতের্ন্নসদ্বাধাচ্চ ন সদিতি তৎখণ্ডনয়া সর্ব্বত্র দেবাদিযোনিভেদেষু গর্বা অভিমানা অহংকারা ব্যক্তিবহুত্বাৎ। অখর্ব্বাশ্চ তে গর্ব্বাশ্চেতি অখর্ব্বগর্ব্বাঃ তান্নির্বচনভাবমনির্ব্বচনীয়ত্বং নয়ন্তঃ অধ্যাসরূপতামাপাদয়ন্ত ইতি যাবৎ। দিশুত আচার্য্যৈরিতি দিক্ ব্রহ্ম তদ্বিজয়ত ইতি দিগ্বিজয়ো বিদ্যাদিস্তস্য কৌতুকং কোলাহলম্ আতনুধ্বম্। কিং কৃত্বেত্যত আহ—যথোক্তমিতি। যথোক্তং প্রথমশ্লোকোক্তবিশেষণপ্রযুক্তম্ অপিশব্দাদ্বক্ষ্যমাণবিশেষণং চ ব্রহ্ম তদুক্ত্বা মনঃপূর্ব্বরূপত্বাদ্বাচোধ্যাত্বেতি যাবৎ। তদুক্তং কুসুমাঞ্জলৌ।

"ন্যায়চর্চেয়মীশস্য মননব্যপদেশভাক্।
উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরাগতা" ইতি।
"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসবশেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং বিন্দতে যোগমুত্তমম্" ইতি স্মৃতেশ্চ।

কীরঃ শুক ইত্যর্থঃ॥

নন্থ নির্ব্বচনখণ্ডনং কথায়ামুতান্যত্র। নান্যত্র। কথাতোঽন্যত্র বাদিনো নিগ্রহাবিষয়ত্বাৎ। নাপি কথায়াম্ তদঙ্গপ্রমাণাদিসত্ত্বাভ্যুপগমে অপসিদ্ধান্তাৎ, অনভ্যুপগমে অনির্ব্বচনবাদিনঃ কথানধিকারাদিত্যাক্ষিপতি।৩।

অথেতি। অথশব্দ আরম্ভার্থঃ। অধিকৃতং খণ্ডনং বেদিতব্যমিত্যর্থঃ। কথায়ামিতি। নানাপ্রবক্তৃকো বিচারগোচরো বচনসন্দর্ভঃ কথা। সা ত্রিবিধা, বাদজল্পবিতণ্ডাভেদাৎ। তস্যাং বাদিনোঃ বাদিপ্রতিবাদিনোঃ

ইত্যর্থঃ। কীদৃশং নিয়মং সদ্বাদিনো মন্তব্য ইত্যত আহ—**প্রমাণেতি**। প্রমাণ–প্রমেয়–সংশয়–প্রয়োজন–দৃষ্টান্ত–সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানি ষোড়শ পদার্থাঃ প্রমাণাদয় উচ্যন্তে। প্রামাণিকত্বেনাভ্যুপগতঃ সিদ্ধান্তঃ। স চতুর্ব্বিধঃ, সর্ব্বতন্ত্র-প্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমভেদাৎ। সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ। যথা প্রমেয়ং প্রমাণাধীনমিতি। একশাস্ত্র এব সিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ। যথেদং নৈয়ায়িকানামিদং বৈশেষিকাণামিতি। যস্য হেতোঃ পক্ষস্য বা সিদ্ধাবন্যস্যানুক্তস্যাপি সিদ্ধিঃ সোঽধিকরণসিদ্ধান্তঃ। যথেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তো জ্ঞাতা দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থ-গ্রহণাদিতি হেতোঃ সিদ্ধাবনুষঙ্গিণোর্থা ইন্দ্রিয়নানাত্বং নিয়তবিষয়াণীন্দ্রিয়াণীত্যাদয়ঃ। বিবাদাধ্যাসিতং বুদ্ধিমৎপূর্ব্বকমিতি পক্ষস্য সিদ্ধাবনুষঙ্গিণোঽর্থাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ঃ সিদ্ধ্যন্তীতি অনুমেয়ানুষক্তসিদ্ধিরধিকরণসিদ্ধান্ত ইত্যুদয়নঃ। শাস্ত্রে সাক্ষাদনুক্তস্য সামর্থ্যাদভ্যুপগতিরভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ। যথা মনস ইন্দ্রিয়ত্বম্। কথং পুনর্জ্জায়তে তদনুক্তমপ্যভ্যুপগতং শাস্ত্রকারেণেতি। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষেত্যাদিপ্রত্যক্ষলক্ষণাভিধানাৎ। অনিন্দ্রিয়ত্বে হি মনসস্তল্লক্ষণং সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধমপি সুখাদিপ্রত্যক্ষং ন ব্যাপ্নুয়াদিতি। তত্র প্রমাণাদীনাং সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্তত্বাৎ তৎসত্ত্বমভ্যুপেয়মিতি ভাবঃ।

(৭ম পৃষ্ঠা)

সত্ত্বাভ্যুপগমস্য কথাঙ্গত্বে মানাভাবাৎ মানাত্মাকার এব প্রয়োজকঃ অতোঽসদ্বাদিনোঽপি কথাধিকারঃ কিমুতানির্ব্বচনবাদিন ইত্যভিপ্রেত্য সিদ্ধান্তয়তি—**তদিতি**। সত্ত্বাভ্যুপগমস্য কথানঙ্গত্বং প্রতিজ্ঞাতমুপ-পাদয়তি—**তথাহীতি**। নিমিত্তকারণহেতুষু সর্ব্বাসাং প্রায়দর্শনমিতি কাত্যায়নস্মরণাৎ কস্য হেতোঃ কস্মাদ্ধেতোরিতি উক্তানেব বিকল্পান্ বিশদয়তি—**কিমিত্যাদিনা**। **তদভ্যুপগমসাহিত্যনিয়ত-স্যেতি**। প্রমাণাদীনাং সত্ত্বাভ্যুপগমেন সাহিত্যনিয়তিরবিনাভাবঃ তদবিনা-ভূতস্যেতি যাবৎ। **অশক্যত্বাৎ**। সত্ত্বানভ্যুপগমে ইতি শেষঃ। যথা রূপং স্পর্শমবিনাভাবমাত্রবলেন গময়তি তথা ব্যবহারঃ প্রমাণাদিসত্ত্বাভ্যুপগমমবিনা-ভাবেন গময়তীতি প্রথমবিকল্পার্থঃ॥১ যথা জ্ঞানং কার্য্যতয়া কারণং কল্পয়তি তথা ব্যবহারোঽপি প্রমাণাভ্যুপগমমিতি দ্বিতীয়ার্থঃ। যদ্যপি কার্য্যমবিনাভাবেন

গমকং তথাপি স্বভাবানুপলব্ধিকার্য্যলিঙ্গকমনুমানং ত্রিবিধমিতি পরাভ্যুপগমাৎ পৃথগুপন্যাসঃ। ২ লোকশব্দেন লোকব্যবহার উচ্যতে। তৎসিদ্ধত্বং প্রাণিনিকায়েন ব্যবহ্রিয়মাণত্বম্। লোকাবগতসামর্থ্যঃ শব্দো বেদেঽপি বোধক ইত্যাদৌ লোকশব্দস্য ব্যবহারে প্রয়োগদর্শনাদিতি তৃতীয়ার্থঃ ॥ ৩ ॥ প্রমাণাদিসত্তামনভ্যুপগম্য ব্যবহরতো বাদফলস্য তত্ত্বনির্ণয়স্য জল্পাদিফলস্য বিজয়স্য চোপপত্তাবুন্মত্তাদেরপি স্যাদিতি তদনভ্যুপগমস্য ফলাতিপ্রসঙ্গহেতুত্বাৎ সত্তাভ্যুপগম ইতি চতুর্থার্থঃ। ৪ ॥

(১১ পষ্ঠা)

তত্র কিং ব্যবহারমাত্রস্যাবিনাভাবঃ কিংবা বিশিষ্টস্যেতি প্রথমবিকল্পং দ্বিধা বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি—**সত্তাবদিতি**। বিমতো বাগ্ব্যবহারঃ প্রমাণাদিসত্তাঙ্গীকারপুরঃসরঃ বাগ্ব্যবহারত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদিতাত্র নির্বিশেষেণবাগ্ব্যবহারস্য হেতুত্বে চার্ব্বাকাদিব্যবহারে ব্যভিচারঃ। তস্যাপি পক্ষীকরণে তত্রৈব ভাগে বাধ ইত্যর্থঃ। "নন্থ চার্ব্বাকস্য প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যাৎ মাধ্যমিকস্য সর্ব্বশূন্যতয়া ব্যবহারস্যাভাবাৎ কুতো বাধব্যভিচারৌ" ইত্যত আহ—**তস্যেতি**। যদ্যপি চার্ব্বাকঃ প্রত্যক্ষমেকং স্বীকুরুতে তথাপ্যনুমানাদিভিঃ ব্যবহরন্নেব তৎসত্তাং ন মনুতে, মাধ্যমিকস্যাপি সাংবৃতো ব্যবহারোঽস্ত্যন্যথাপ্রসক্ত্যভাবাৎ তৎপ্রতিষেধাসংভবাদিতি ভাবঃ। এবং সাহিত্যনিয়মমপাস্যোপহসতি—**স ইতি**। প্রসিদ্ধবাক্স্তংভনমন্ত্রে প্রযুজ্যমানে বাণী ন নির্গচ্ছতি। প্রযুজ্যমানে এব পুনরস্মিন্বাগনিঃসরণমিতি অপূর্ব্বত্বম্। রহসি ব্যক্তব্যতয়া মন্ত্রত্বম্। ব্যভিচারমেব দ্রঢ়য়িতুং ব্যতিরেকমুখেনোদাহরতি—**নূনমিতি**। যস্য প্রমাণানভ্যুপগমস্য প্রভাবাৎ সামর্থ্যাৎ স্বরগুরুণা বৃহস্পতিনেত্যর্থঃ। উদাহরণান্তরব্যাজেনত্রয়োঽত্র খণ্ডনবাদিনে৷ মুখ্যা ইতি দর্শয়তি—**তথাগতেনেতি**। তথাগতো বুদ্ধঃ। মধ্যমাগমশ্চ শূন্যাগম ইত্যর্থঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্।

(১৫ পৃষ্ঠা)

"ব্যবহারমাত্রস্য সাহিত্যনিয়তিং ন ব্রূমঃ কিং তর্হি বিশিষ্টব্যবহারস্যেতি" প্রথমবিকল্পস্য দ্বিতীয়ং বিকল্পং শঙ্ক্যতে—**প্রমাণেতি**। কথকবাগ্ব্যবহারঃ প্রমাণাদিসত্তাস্বীকারপুরঃসরঃ, সাধনবাধনয়োরন্যতরক্ষমব্যবহারত্বাৎ, ভাট্টাদিসংপ্রতিপন্নব্যবহারবৎ। বিপক্ষে চার্ব্বাকাদিব্যবহারবৎ সাধনাদিক্ষমতা

দেখ স্বপ্রকাশের সপ্তম লক্ষণটী হইল—"জ্ঞানাবিষয়ত্বে সতি অপরোক্ষত্বম্।" ইহার অর্থ হইল—যাহা জ্ঞানের অবিষয় অথচ অপরোক্ষ তাহাই স্বপ্রকাশ। অপরোক্ষ অর্থ—প্রত্যক্ষ। এস্থলে প্রত্যক্ষ অর্থ—সংশয় এবং বিপর্য্যাসের অবিষয়। সাধারণতঃ, কোন কিছুকে প্রত্যক্ষ বলিলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়কেই বুঝায়। এস্থলে তাহা নহে। যেহেতু, তাহাকে লক্ষণমধ্যে জ্ঞানের অবিষয় বলা হইয়াছে। যাহাকে জ্ঞানের অবিষয় বলা হয় তাহাকেই যদি পুনরায় অপরোক্ষ শব্দের অর্থ যে প্রত্যক্ষ, সেই প্রত্যক্ষের বিষয় বলা হয়, তাহা হইলে বদতোব্যাঘাতদোষ হইবে। এজন্য এস্থলে অপরোক্ষ শব্দের অর্থ যে প্রত্যক্ষ, তাহার অর্থ—সংশয় ও বিপর্য্যাসের অবিষয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইলে যেমন সংশয়াদি নিবৃত্ত হয় তদ্রূপ এস্থলে অপরোক্ষ পদবাচ্য যে জ্ঞান, তাহাতে সংশয়াদিরই অভাব আছে বুঝিতে হইবে। যেমন, ইন্দ্রিয়দ্বারা ঘটাদির প্রত্যক্ষজ্ঞান যতক্ষণ না হয়, তাবৎকাল তদ্বিষয়ক সংশয়াদি থাকিতে পারে, কিন্তু ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উদিত হইলেই সেই ঘটের সংশয় কিংবা বিপর্য্যাস নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানবিষয়ক সংশয় কিংবা বিপর্য্যাস নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই—জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই তাহার স্বভাববশতঃই তদ্বিষয় সংশয় কিংবা বিপর্য্যাস থাকে না—এই মাত্র এস্থলে বলা হইল। অতএব প্রত্যক্ষজ্ঞানের ফলভূত যে সংশয়-বিপর্য্যাস-নিরাস, তাহাই এস্থলে অপরোক্ষ শব্দের অভিপ্রেত।

এখন দেখ, ইহার সহিত প্রথম ছয়টী লক্ষণের প্রভেদ কি? অর্থাৎ, এতদ্দ্বারা প্রথম ছয়টী লক্ষণের পূর্ব্বোক্ত সকল দোষই কিরূপে নিবারিত হইল।

দেখ লক্ষণগুলি হইতেছে :—

১। স্বশ্চাসৌ প্রকাশশ্চেতি স্বপ্রকাশঃ। ৪। স্বসত্তায়াং প্রকাশব্যতিরেকবিরহিতত্বম্ স্বপ্রকাশত্বম্।
২। স্বস্য স্বয়মেব প্রকাশঃ স্বপ্রকাশঃ। ৫। স্বব্যবহারহেতুপ্রকাশত্বম্ স্বপ্রকাশত্বম্।
৩। সজাতীয়প্রকাশাপ্রকাশ্যত্বং স্বপ্রকাশত্বম্। ৬। জ্ঞানাবিষয়ত্বম্ স্বপ্রকাশত্বম্। এবং
৭। জ্ঞানাবিষয়ত্বে সতি অপরোক্ষত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।

সুতরাং, প্রথম লক্ষণে আপতিত বেদান্তীর অনভিমত যে জ্ঞানের পরপ্রকাশ্যত্ব, তাহা এ লক্ষণে ঘটিল না। কারণ, যাহা জ্ঞানের অবিষয় হয়, তাহা পর-প্রকাশ্য কি করিয়া হইতে পারে? পরপ্রকাশ্য হইতে গেলে জ্ঞানের বিষয়ই হইতে হইবে। সুতরাং, প্রথমলক্ষণোক্ত দোষটী ইহাতে আসিল না।

এইরূপ দ্বিতীয় লক্ষণে আপতিত বেদান্তীর অনভিমত বৌদ্ধসম্মত যে জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশ্যত্ব তাহাও এ লক্ষণে নাই। কারণ, যাহা জ্ঞানের অবিষয় হয় তাহা নিজের বিষয় কি করিয়া হইবে? কারণ, সে নিজে জ্ঞানই হইতেছে। অতএব, ইহাতে এই দোষটীও আসিল না।

তদ্রূপ তৃতীয় লক্ষণে আপতিত যে প্রদীপ ও ঘটাদিতে স্বপ্রকাশ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি, তাহাও এস্থলে নাই। কারণ, প্রদীপ-ঘটাদিতে জ্ঞানাবিষয়ত্ব নাই। প্রদীপ ও ঘটাদি জ্ঞানের বিষয়ই হইয়া থাকে। সুতরাং, এ লক্ষণে জ্ঞানাবিষয়ত্ব পদটী থাকায় ঐ দোষ হইল না।

সেই রূপ চতুর্থ লক্ষণে আপতিত সুখাদিতে স্বপ্রকাশ লক্ষণের যে অতিব্যাপ্তি, তাহাও এ লক্ষণে হয় না। কারণ, সুখাদি, জ্ঞানের অবিষয় হয় না, সুখাদি জ্ঞানের বিষয়ই হয়। লক্ষণমধ্যে জ্ঞানাবিষয়ত্ব পদটী এই দোষ নিবারণ করিল।

এইরূপ আবার পঞ্চম লক্ষণে আপতিত দোষ-পাঁচটীও [৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] এ লক্ষণকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কারণ, প্রথম, প্রদীপাদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না, যেহেতু তাহা জ্ঞানের অবিষয় নহে; দ্বিতীয় অনুব্যবসায়ে যে অতিব্যাপ্তি অর্থাৎ তাহার পরপ্রকাশ্যত্ব মানিলেও যে লক্ষণের সম্ভাবনা,তাহাও হইবে না; কারণ, লক্ষণমধ্যে জ্ঞানাবিষয়ত্ব বলায় পরপ্রকাশ্য সম্ভব হয় না। তৃতীয়—প্রকারান্তরে যে প্রদীপে অতিব্যাপ্তি তাহাও এ লক্ষণে হইবে না। কারণ, পঞ্চম লক্ষণোক্ত জ্ঞানব্যবহারহেতুপ্রকাশরূপত্ব-পদটী থাকিলেই ঐ দোষ হয়, এক্ষণে এ লক্ষণে তাহা না থাকায়, পরন্তু জ্ঞানাবিষয়ত্বমাত্র থাকায়, সে দোষের সম্ভাবনাই থাকিল না। আর এই জন্য মুক্তি ও প্রলয়দশা-সম্পর্কিত উক্ত চতুর্থ ও পঞ্চম দোষও হইতে পারে না; কারণ ব্যবহারহেতুত্বটী এ লক্ষণে না থাকায় উপলক্ষণ বা বিশেষণ অথবা স্বরূপ বলিয়া পঞ্চম লক্ষণে যে সকল দোষ ঘটিয়াছিল, তাহার কোনটীও আর এস্থলে হইল না।

সেইরূপ আবার ষষ্ঠ লক্ষণে আপতিত যে লক্ষণের অসম্ভাবনা দোষ, তাহাও এ লক্ষণে আর হইবে না। কারণ, অনুমান ও আগমজন্য জ্ঞান-বিষয়ত্ব না থাকিলে যে লক্ষণ অসম্ভব হয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল, তাহা এস্থলে হইল না। যেহেতু, তাহা জ্ঞানের বিষয় না হইলেও তাহাতে অপরোক্ষত্ব থাকে, অর্থাৎ স্বভাবতঃ সংশয়-বিপর্য্যাসাদির অভাব থাকায় তাহা এক-প্রকার অপরোক্ষ-পদবাচ্য হয়। এই প্রকার অপরোক্ষত্ব তাহার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এজন্য তাহার

লক্ষণ অসম্ভব নহে। যদি বল, তাহার সংশয়-বিপর্য্যাসাদির অভাবরূপ অপরোক্ষত্বটী জ্ঞানের বিষয় না হইলে সম্ভব হয় না, অতএব তাহা জ্ঞানের বিষয়ই প্রকারান্তরে হইল, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, না, তাহা নহে। যেমন, অজ্ঞানটী বেদান্তমতে ভাব-পদার্থ ও কেবল সাক্ষীর বেদ্য, অথচ তাহাতে অভাবরূপত্ব নিরাসের জন্য অনুমানাদি প্রমাণের উপন্যাস করা হয়, আর এইরূপ প্রমাণের উপন্যাস করা হইলেও যেমন তাহা প্রমাণের বিষয় হয় না, ইত্যাদি—বেদান্তী বলেন, তদ্রূপ এস্থলেও জ্ঞানটী প্রমাণাদিজন্য জ্ঞানের বিষয় না হইলেও তাহার পরপ্রকাশ্যত্বাদি-নিবারণের জন্য তাহা প্রকারান্তরে প্রমাণাদির বিষয় হইতে পারে। সুতরাং, জ্ঞানটী অনুমান, আগম ও প্রমাণাদিজন্য জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও প্রকারান্তরে সেই সকল প্রমাণের বিষয় হইতে পারে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

যাহা হউক, ইহাই হইল প্রথমাদি ছয়টি কল্পের সহিত সপ্তম কল্পের প্রভেদ, অর্থাৎ প্রথমাদি ছয়টী কল্পের যে দোষ, তাহা এই সপ্তমকল্পে যে হয় না, তাহাই এতদ্দ্বারা প্রদর্শিত হইল।

এইবার দেখা যাউক, নৈয়ায়িকের বিচারে এই লক্ষণটীও কেন বেদান্তীর অভিমত লক্ষণ হইতে পারে না।

নৈয়ায়িক বলিবেন—দেখ, বেদান্তী বলেন যে, অজ্ঞান যে জ্ঞানের বিষয় নহে, তাহা নহে। কারণ, তাঁহাদের মতে জ্ঞানের বিষয়ত্ব দুইপ্রকার বলিয়া স্বীকৃত হয়। প্রথম—বৃত্তির ব্যাপ্তি অর্থাৎ বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়তা, এবং দ্বিতীয়—ফলব্যাপ্তি অর্থাৎ বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের বিষয়তা। যেমন, ঘটাদির জ্ঞানস্থলে ঘটাদ্যাকার অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা প্রথমে ঘটাদি-নিষ্ঠ অজ্ঞানরূপ আবরণ নিবৃত্তি হয়, তৎপরে সেই অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যদ্বারা সেই ঘটের যখন প্রকাশ হয় তখনই ঘটের ব্যবহার হয়, সুতরাং এই ঘটাদির জ্ঞানস্থলে বৃত্তিব্যাপ্তি এবং ফল-ব্যাপ্তি এতদুভয়েরই আবশ্যকতা থাকে, সেইরূপ আত্মরূপ জ্ঞানস্থলে আত্মার বৃত্তিবিষয়ত্ব কেবল আবরণ-নিবারণজন্য থাকে, আত্মস্বরূপ-প্রকাশের জন্য ঐ বৃত্তির, অথবা উক্ত বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের আবশ্যকতা থাকে না। যেহেতু, আত্মা নিজেই প্রকাশরূপ পদার্থ। তাহার পর অজ্ঞানের জ্ঞানস্থলে অজ্ঞানবিষয়ক আবরণ না থাকায় তাহার নিবৃত্তির জন্য বৃত্তিবিষয়তার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু তাহার অভাব-রূপত্বাদি-সংশয়নিরাসের জন্য তাহার অনুমানাদি-প্রমাণজন্য-বৃত্তিবিষয়তা থাকে,

এবং তাহার প্রকাশের জন্য বৃত্তি কিংবা বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের আবশ্যকতা নাই; যেহেতু তাহা সর্ব্বদাই সাক্ষীর দ্বারা প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব, ইহাই যদি বেদান্তীর অভিমত হইল, তাহা হইলে জ্ঞানাবিষয়ত্বটী অজ্ঞানের কি করিয়া সম্ভব হইবে। কারণ, অজ্ঞানের বৃত্তিবিষয়ত্ব যে আছে, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর অজ্ঞানের এইপ্রকারে বৃত্তিবিষয়তা থাকায় তাহাকে প্রমাণের অবিষয় বলিয়া পরক্ষণে সেই প্রমাণের আবার প্রকারান্তরে বিষয় বলাও সঙ্গত হইল না। অতএব,উপরে যে অজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়া জ্ঞানকে প্রমাণাদিজন্য জ্ঞানের অবিষয় স্বীকার করিয়া পুনরায় প্রকারান্তরে তাহাকে আবার প্রমাণাদিজন্য জ্ঞানের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইবে না। সুতরাং, ষষ্ঠ কল্পের ন্যায় এ লক্ষণেরও অসম্ভাবনা-দোষ সংঘটিত হইল—বলিতে হইবে।

আর যদি বল—এ লক্ষণে জ্ঞানাবিষয়ত্ব-পদে জ্ঞান-কর্ম্মত্বের অভাবই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ জ্ঞান যে জ্ঞানের বিষয় নহে, তাহা, ঘট যে প্রকারে জ্ঞানের কর্ম্মরূপ বিষয় হয়, সেই প্রকারে জ্ঞানের বিষয় নহে, পরন্তু সামান্যতঃ জ্ঞানের বিষয়ই হয়, ইত্যাদি—তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে,প্রাভাকরমতে জ্ঞানাশ্রয় যে আত্মা, সেই আত্মাতে তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি হইবে,অথচ প্রাভাকর মতে আত্মার যে,জ্ঞানাশ্রয়ত্ব, তাহা বেদান্তীর অভিমত নহে। যদি বল প্রাভাকর মতে জ্ঞানাশ্রয়কে আত্মা বলায় এই লক্ষণটী কিরূপে সেই আত্মাতে প্রযুক্ত হয়। তাহা হইলে বলিব যে, তাহাদের মতে আত্মা জ্ঞানের কর্ম্ম নহে। কারণ, কর্ম্মত্বের লক্ষণ এই যে,পর-সমবেত-ক্রিয়াজন্য-ফলশালিত্ব। ইহা, দেখ,আত্মাতে সম্ভব নহে। যেহেতু,জ্ঞানটী ক্রিয়া,ইহা পর-সমবেত নহে, পরন্তু ইহা আত্ম-সমবেতই হয়। সুতরাং, প্রাভাকরমতের আত্মাতে এই লক্ষণটী যাইল; অতএব বলিতে হইবে যে, জ্ঞানাবিষয়ত্ব-পদে জ্ঞানকর্ম্মত্বাভাব বলিলেও উক্ত দোষ নিবারিত হয় না। অতএব, দেখা গেল—এই সপ্তম লক্ষণটীও বেদান্তসম্মত স্বপ্রকাশলক্ষণ হইতে পারিল না। অর্থাৎ "জ্ঞানাশ্রয় আত্মা" বলিলেও এতাদৃশ স্বপ্রকাশত্ব লক্ষণের সমন্বয় যদিও হয়, তাহা হইলে বেদান্তীর অনভিমতই সিদ্ধ হইয়া যাইবে, অভিমত সিদ্ধ হইবে না।

৮। এইবার দেখা যাউক—অষ্টমকল্পে স্বপ্রকাশ-লক্ষণটীর অর্থ কি, এবং তাহাতে প্রথমাদি সাতটী লক্ষণের দোষ কিরূপে নিবারিত হয়, এবং তাহাও আবার নৈয়ায়িকের চক্ষে কেন বেদান্তসম্মত লক্ষণ হইতে পারে না।

দেখ, স্বপ্রকাশের অষ্টম লক্ষণটী হইল—"ব্যবহারবিষয়ত্বে সতি জ্ঞানাবিষয়ত্ব"ই স্বপ্রকাশত্ব।

ইহার অর্থ—যাহা ব্যবহারের বিষয় হইয়া জ্ঞানের অবিষয় হয়, তাহাই স্বপ্রকাশ। এস্থলে ব্যবহার-শব্দের অর্থ—তদ্বিষয়ক শব্দপ্রয়োগ। যেমন, জ্ঞানকে যখন শব্দ-সাহায্যে "এইজ্ঞান" এইরূপ বলা যায়, তখন জ্ঞানের যে ব্যবহার হয়, তাহাই এস্থলে ব্যবহার-শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

এইরূপ দেখা যাউক, এই অষ্টম লক্ষণের সহিত প্রথমাদি সাত লক্ষণের প্রভেদ কি,অর্থাৎ প্রথমাদি সাত লক্ষণে আপতিত দোষগুলি এতদ্দ্বারা কিরূপে নিবারিত হয়।

দেখ লক্ষণগুলি হইতেছে,—

১। স্বশ্চাসৌ প্রকাশশ্চেতি স্বপ্রকাশঃ।
২। স্বস্য স্বয়মেব প্রকাশঃ স্বপ্রকাশঃ।
৩। স্বজাতীয়প্রকাশাপ্রকাশ্যত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৪। স্বসত্তায়াং প্রকাশব্যতিরেকবিরহিতত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৫। স্বব্যবহারহেতুপ্রকাশত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৬। জ্ঞানাবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৭। জ্ঞানাবিষয়ত্বে সতি অপরোক্ষত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৮। ব্যবহারবিষয়ত্বে সতি জ্ঞানাবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।

এখন দেখ, এই লক্ষণে স্বপ্রকাশ পদের অর্থ—ব্যবহারের বিষয় হইয়া জ্ঞানের অবিষয়—এইরূপ বলায় প্রথম লক্ষণে আপতিত পর-প্রকাশ্যত্ব দোষটী ইহাতে থাকিল না। কারণ, যাহা পর-প্রকাশ্য তাহা ব্যবহার-বিষয় হইলেও জ্ঞানের অবিষয় হয় না। সুতরাং, এ লক্ষণে ঐ দোষটী আসিল না।

সেইরূপ দ্বিতীয় লক্ষণের স্বয়ংপ্রকাশ্যত্ব দোষটী এ লক্ষণে হইবে না। কারণ, যাহা স্বয়ংপ্রকাশ্য হয়, তাহা জ্ঞানের বিষয় হয়। এ লক্ষণে যাহা জ্ঞানের অবিষয়, তাহাকে স্বপ্রকাশ বলায় উক্ত স্বয়ংপ্রকাশ্যত্বের নিরাস করা হইল।

তদ্রূপ তৃতীয় লক্ষণের যে প্রদীপ ও ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তিরূপ দোষদ্বয়, তাহারাও আর এখন এ লক্ষণে থাকিল না। কারণ, প্রদীপ ও ঘটাদি ব্যবহারের বিষয় হইলেও জ্ঞানের অবিষয় হইবে না।

ঐরূপ চতুর্থ লক্ষণের যে সুখাদিতে অতিব্যাপ্তি, তাহাও আর এখন এই লক্ষণে হইবে না; কারণ, সুখাদি ব্যবহারবিষয় হইলেও জ্ঞানের অবিষয় হয় না।

সেইরূপ পঞ্চম লক্ষণে যে পাঁচটী দোষ হইয়াছিল (৩২পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তাহাদের মধ্যে প্রথম তিনটীতে অর্থাৎ প্রদীপ,অনুব্যবসায় ও পুনরায় প্রদীপে যে অতিব্যাপ্তি) তাহাতে জ্ঞানাবিষয়ত্ব না থাকায় এ লক্ষণের ঐ দোষ আসিল না। শেষ দুইটী দোষ, যথা—

(১) উপলক্ষণ কিংবা বিশেষণাত্মক বিকল্পনিবন্ধন মুক্তি-প্রলয়-দশাতে অব্যাপ্তি, এবং (২) স্বরূপাত্মক বিকল্পে লক্ষ্য-লক্ষণের অভেদনিবন্ধন লক্ষণাসিদ্ধি-দোষ প্রভৃতি, তাহাও এ লক্ষণে আর হইল না ; কারণ,পঞ্চম লক্ষণের ব্যবহারহেতুত্ব পদটী এ লক্ষণে নাই।

ষষ্ঠ লক্ষণের অসম্ভব দোষটীও এ লক্ষণে থাকিল না। কারণ, জ্ঞানকে বেদান্তী, জ্ঞানের অবিষয় বলিলেও তাহার ব্যবহার স্বীকার করেন। যেহেতু, জ্ঞানটী স্বয়ং-প্রকাশ, তাহার ব্যবহারের জন্য জ্ঞানবিষয়ত্বের আবশ্যকতা নাই। অর্থাৎ,তাহা জ্ঞানের অবিষয় হইলেও ব্যবহারের বিষয় হইতে পারে। আর পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছিল (৩২পৃষ্ঠা) 'যে জ্ঞান নিজের বিষয় নহে,এবং অন্য জ্ঞানেরও বিষয় নহে তাহা কি করিয়া সত্তাবান্ হইতে পারে এজন্য তাহার সত্তাস্বীকার করিতে হইলে তাহাকে প্রমাণ-জন্য-জ্ঞানবিষয় বলিতেই হইবে' ইত্যাদি, তাহাও আর এই পক্ষে ঘটিল না। কারণ, ব্যবহারবিষয়ত্বে সতি—এই অংশটুকু এই লক্ষণে প্রবিষ্ট হওয়ায় বলা হইল যে, জড়-বস্তুর ব্যবহারের জন্য সেই বস্তু হইতে পৃথক্ যে জ্ঞান তাহার আবশ্যকতা থাকে, কিন্তু প্রদীপ-ব্যবহারের জন্য প্রদীপান্তরের যেরূপ আবশ্যকতা থাকে না, তদ্রূপ জ্ঞানের ব্যবহারের জন্য জ্ঞানান্তরের আবশ্যকতা নাই। অর্থাৎ, যাহা প্রকাশ, তাহার ইহাই বিশেষত্ব যে,তাহা জ্ঞানের বিষয় হইবে না,অথচ ব্যবহারের বিষয় হইবে। অতএব,স্বপ্রকাশত্ব-সাধনজন্য যে প্রমাণাদির উপন্যাস,তাহার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে,জ্ঞান আগম কিংবা অনুমানের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানের বিষয় হইবে, অর্থাৎ "জ্ঞানটী স্বয়ংপ্রকাশ" এইরূপ একটী জ্ঞানের বিষয় হইবে, কিন্তু "জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ" এইরূপ শব্দপ্রয়োগরূপ ব্যব-হারের জন্য সেই সকল প্রমাণের উপন্যাস করা হইয়া থাকে। অতএব, জ্ঞানকে জ্ঞানের বিষয় না বলিলে আমার তদ্বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে না—ইত্যাদি কথা কেহ বলিতে পারে না। অতএব ষষ্ঠকল্পে যে লক্ষণাসিদ্ধি দোষ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা এই অষ্টমকল্পে থাকিল না। তাহাতে ব্যবহারবিষয়ত্ব থাকায় জ্ঞানা-বিষয়ত্ব বলিলেও কোন দোষ হইল না। অর্থাৎ, তাহার লক্ষণের সম্ভাবনা থাকিতে কোন বাধা হইল না বুঝা গেল।

ঐরূপ দেখ, এই সপ্তম কল্পে আপতিত দোষটীও এই অষ্টমকল্পে আসিল না। কারণ, জ্ঞানটী বৃত্তিজ্ঞানেরও বিষয় হয় না,—ইহা বলিলে তাহার সত্তাসিদ্ধ হইবে না, এবং প্রমাণাদির উপন্যাস হইবে না, ইত্যাদি যে সব দোষ, তাহারা আর এক্ষেত্রে আসিবে না। প্রমাণাদির উপন্যাসটী ব্যবহারের জন্য হইবে এবং তাহা বৃত্তিজ্ঞানের

বিষয় নহে বলিলেও স্বয়ংপ্রকাশত্বনিবন্ধন তাহার সত্তা সম্ভবই হইবে। অতএব, জ্ঞানাবিষয়ত্ব অসম্ভব বলিয়া যে সব দোষ হইতেছিল তাহা আর এখন হইল না। অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের অবিষয় থাকিল অথচ ব্যবহারবিষয়ও হইল। তাহার পর প্রাভাকর মতে সপ্তম লক্ষণে আত্মাতে যে অতিব্যাপ্তি দোষটী হইতেছিল, দেখ এই অষ্টম লক্ষণে তাহাও আর হইবে না। কারণ, জ্ঞানাবিষয়ত্ব-শব্দে এ লক্ষণে জ্ঞান-কর্ম্মত্বকে লক্ষ্য করা হয় না। যদি জ্ঞানকর্ম্মত্বাভাবই জ্ঞানাবিষয়ত্ব হইত, তাহা হইলে সে দোষ থাকিত। বস্তুগত্যা জ্ঞানাবিষয়ত্ব-পদে জ্ঞানকর্ম্মত্বাভাব অর্থ নহে। উহার অর্থ—সামান্যতঃ জ্ঞানের অবিষয়ত্ব। প্রাভাকরমতে জ্ঞানের অবিষয়ত্ব আত্মাতে নাই, সুতরাং প্রাভাকরমতানুসারে এই লক্ষণে আর আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না।

ইহাই হইল অষ্টম লক্ষণের সহিত প্রথমাদি সাতটী লক্ষণের প্রভেদ।

এইবার দেখ, এই অষ্টম লক্ষণটীও বেদান্তীর অভিমত লক্ষণ কেন হয় না।

দেখ, বেদান্তী বলিলেন যাহা ব্যবহারের বিষয়, অথচ জ্ঞানের অবিষয়, তাহাই স্বপ্রকাশ। কিন্তু, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে বেদান্ত-সিদ্ধান্তেরই বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। কারণ, দেখ, বেদান্তী বলেন—জ্ঞান যেরূপ জ্ঞানের বিষয় নহে, সেইরূপ সে ব্যবহারেরও বিষয় হইতে পারে না। যেহেতু, ব্যবহার অর্থ—শব্দপ্রয়োগ প্রভৃতি। তাহার বিষয় ত শব্দ। জ্ঞান সেই শব্দজন্য জ্ঞানের যদি বিষয় না হয়, তাহা হইলে তাহা শব্দের বিষয় কি করিয়া হইতে পারে। অতএব যাহাকে জ্ঞানের অবিষয় বলা হইবে, তাহা ব্যবহারের বিষয় কখনই হইতে পারে না। সুতরাং, অষ্টম কল্পে যে "ব্যবহারবিষয়ত্বে সতি জ্ঞানাবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বম্" এইরূপ স্বপ্রকাশের লক্ষণ করা হইল—তাহা ঠিক নহে।

আরও দেখ, যদি তুমি আগ্রহ সহকারেই কেবল বলিতে চাহ যে, জ্ঞান, শব্দ-জন্য জ্ঞানেরও বিষয় না হইয়াও "এইটী জ্ঞান" এইরূপ শব্দপ্রয়োগরূপ ব্যবহারের বিষয় হউক। তাহা হইলে এই অষ্টম লক্ষণে আর অসম্ভব-দোষ হইবে না—ইত্যাদি।

তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, অখ্যাতিবাদী প্রভাকরের মতে ভ্রমজ্ঞানস্থলে জ্ঞানদ্বয় স্বীকার করা হয়, তৃতীয় একটী বিশিষ্ট-জ্ঞানরূপ ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করা হয় না, এজন্য শুক্তি এবং রজতের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটীতে জ্ঞানবিষয়ত্ব থাকে না, অথচ ব্যবহারবিষয়ত্ব থাকে, সুতরাং সেই 'সম্বন্ধে' এই অষ্টম লক্ষণটীর অতিব্যাপ্তি হইবে। অতএব বলিতে হইবে—জ্ঞান, শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও

"এইটী জ্ঞান" এইরূপ শব্দপ্রয়োগরূপ ব্যবহারের বিষয় হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রাভাকরমতে ভ্রমস্থলে ইদং পদার্থ ও রজতের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে ভ্রম-জ্ঞানবিষয়ত্ব না থাকিলেও শব্দপ্রয়োগরূপ-ব্যবহার-জন্য জ্ঞানের বিষয়ত্ব নাই—এরূপ নহে, তাহা হইলে ব্যবহারবিষয় বলিলেই শব্দজন্য-জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান হইবে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে এবং পুর্ব্বোক্ত অসম্ভব দোষই থাকিয়া যাইবে।

আরও, মুক্তি ও প্রলয়দশাতেও আত্মাতে অব্যাপ্তিরূপ একটী দোষ হইবে। কারণ, তৎকালে আত্মাতে কোন ব্যবহার থাকে না। অতএব সেই আত্মাতে জ্ঞানাবিষয়ত্ব থাকিলেও ব্যবহারবিষয়ত্ব না থাকায় অব্যাপ্তি দুর্নিবার্য্য হইবে। সুতরাং এরূপেও উক্ত আগ্রহসূচক প্রস্তাবটী সমর্থিত হইতে পারিল না। অর্থাৎ দেখা গেল, নানা দিক্ দিয়াই এই অষ্টম লক্ষণের দোষ হইতে লাগিল। সুতরাং ইহাও বেদান্তীর অভিমত স্বপ্রকাশের লক্ষণ হইল না।

৯। এইবার দেখা যাউক, স্বপ্রকাশ পদার্থের নবম লক্ষণটী কি, তাহার দ্বারা প্রথমাদি আটটী লক্ষণের দোষগুলিই বা কি করিয়া নিবারিত হয়,এবং তাহাও আবার নৈয়ায়িকের চক্ষে কেন বেদান্তসম্মত নির্দ্দোষ লক্ষণ হয় না।

দেখ, নবম লক্ষণটী হইল—"স্বপ্রতিবদ্ধ-ব্যবহারে সজাতীয়-পরানপেক্ষত্ব।

ইহার অর্থ—নিজ-প্রযুক্ত যে ব্যবহার, সেই ব্যবহারে, নিজের সজাতীয় অন্যকে যাহা অপেক্ষা করে না—তাহাই স্বপ্রকাশ পদার্থ। যেমন, জ্ঞানটী নিজপ্রযুক্ত যে ব্যবহার, অর্থাৎ "ইহা জ্ঞান" ইত্যাকার শব্দপ্রয়োগরূপ যে ব্যবহার, অথবা অন্যবিধ যে কোন ব্যবহার, সেই সকল ব্যবহারসিদ্ধ করিবার জন্য নিজজাতীয় অর্থাৎ জ্ঞান-জাতীয় অপর কাহারও অপেক্ষা করে না।

এখন দেখ—ইহার দ্বারা প্রথমাদি আটটী লক্ষণের দোষগুলি কি করিয়া নিবারিত হয়? দেখ লক্ষণগুলি হইল;—

১। স্বশ্চাসৌ প্রকাশশ্চেতি স্বপ্রকাশঃ।
২। স্বস্য স্বয়মেব প্রকাশঃ স্বপ্রকাশঃ।
৩। সজাতীয়প্রকাশাপ্রকাশ্যত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৪। স্বসত্তায়ং প্রকাশব্যতিরেকবিরহিতত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৫। স্বব্যবহারহেতুপ্রকাশত্বং স্বপ্রকাশত্বম্,
৬। জ্ঞানাবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৭। জ্ঞানাবিষয়ত্বে সতি অপরোক্ষত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৮। ব্যবহারবিষয়ত্বে সতি জ্ঞানাবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৯। স্বপ্রতিবদ্ধব্যবহারে স্বজাতীয়পরানপেক্ষত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।

সুতরাং, প্রথম লক্ষণে আপতিত নৈয়ায়িক-সম্মত জ্ঞানের পরপ্রকাশ্যত্ব দোষটী এই লক্ষণে আর আসিল না। কারণ, যাহা পরপ্রকাশ্য হয়, তাহা স্বপ্রযুক্তব্যবহারে অন্যকে অপেক্ষা করিবেই করিবে। তাহার স্বসজাতীয় অন্যের অনপেক্ষত্ব থাকিবে না।

ঐরূপ দেখ, দ্বিতীয় লক্ষণে আপতিত জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশ্যত্ব দোষটীও এই নবম লক্ষণে আসিতে পারে না। কারণ, জ্ঞানটী স্বপ্রযুক্ত ব্যবহারে জ্ঞানজাতীয় অন্য জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না—ইহাই এই লক্ষণে বলা হইয়াছে। অতএব জ্ঞান, জ্ঞানকে যে প্রকাশ করে, তাহাই এতদ্দ্বারা বুঝাইল না। অর্থাৎ জ্ঞানের স্বপ্রকাশ্যত্ব সিদ্ধ হইল না।

সেইরূপ দেখ, তৃতীয় লক্ষণে আপত্তিত প্রদীপাদিতে অতিব্যাপ্তি দোষটীও এ লক্ষণে হইতে পারে না। কারণ, যদ্যপি প্রদীপ, স্বব্যবহারে স্বসজাতীয় যে প্রদীপান্তর, তাহার অপেক্ষা করে না, তথাপি তাহার সজাতীয় যেমন প্রদীপ হয়, তদ্রূপ চক্ষুরাদিও হইবে। যেহেতু, চক্ষুরাদিতেও প্রদীপবৃত্তি প্রকাশত্বাদি-রূপ কোন-না-কোন ধর্ম্ম থাকেই। অতএব চক্ষুরাদিও প্রদীপের স্বজাতীয় হইবে। সুতরাং, তদনপেক্ষত্ব প্রদীপাদিতে নাই বলিয়া অতিব্যাপ্তি হইল না। সেইরূপ ঘটাদিতেও অতিব্যাপ্তি হইল না। কারণ, ঘটাদির সজাতীয় কোন-না-কোন ধর্ম্ম দ্বারা সজাতীয় জ্ঞানাদিই হয়। আর, তদনপেক্ষত্ব ঘটাদি-ব্যবহারে নাই, পরন্তু অপেক্ষত্বই থাকে। অতএব, ঘটাদিতে তৃতীয় লক্ষণের যে অতিব্যাপ্তি হইতেছিল, তাহা আর এখানে হইল না।

তদ্রূপ আবার চতুর্থ লক্ষণে আপতিত সুখাদিতে যে অতিব্যাপ্তি দোষ, তাহাও আর এই নবম লক্ষণে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কারণ, সুখাদি-ব্যবহারে সুখের সজাতীয় যে জ্ঞানাদি তাহার অপেক্ষত্বই থাকে, অনপেক্ষত্ব থাকে না। সুতরাং, এ দোষ এই নবম লক্ষণে হইল না।

সেইরূপ, পঞ্চম লক্ষণে আপতিত দোষ পাঁচটীও এ লক্ষণে হইবে না। কারণ, পঞ্চম লক্ষণের উক্ত দোষ পাঁচটীর হেতু "স্বব্যবহারহেতু শব্দটী"; তাহা এ লক্ষণে নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্ব প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

ঐরূপ, ষষ্ঠ লক্ষণে আপতিত লক্ষণাসম্ভব দোষটীও এই নবম লক্ষণে হইবে না। কারণ, এই লক্ষণে জ্ঞানাবিষয়ত্ব পদটীই নাই। জ্ঞানাবিষয়ত্ব

পদটীর জন্যই ষষ্ঠ লক্ষণে লক্ষণাসম্ভব দোষ হইয়াছিল। সুতরাং, এ লক্ষণে ষষ্ঠ লক্ষণের দোষটীও থাকিল না।

সেইরূপ, সপ্তম লক্ষণে আপতিত লক্ষণাসম্ভব দোষটীও আর এই নবম লক্ষণে নাই। কারণ, সপ্তম লক্ষণেও জ্ঞানাবিষয়ত্ব পদটী ব্যবহৃত হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই জ্ঞানাবিষয়ত্ব পদে জ্ঞানকর্ম্মত্বাভাব অবলম্বন করিয়া যে প্রভাকর মতের সাদৃশ্য সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহাও আর এখন হইল না।

তদ্রূপ, অষ্টম কল্পের লক্ষণাসম্ভব, মুক্তিদশাতে আত্মায় অব্যাপ্তি এবং প্রভাকর মতানুসরণ করিয়া ভ্রমস্থলে শুক্তি-রজতের সম্বন্ধে অতিব্যাপ্তি রূপ যে দোষ তিনটী, তাহাও আর এ লক্ষণে হইবে না। কারণ, প্রথমতঃ জ্ঞানাবিষয়ত্ব পদটীই এ লক্ষণে নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ স্বব্যবহারে সজাতীয় অন্যের যে অনপেক্ষত্ব, তাহা জ্ঞানে থাকেই। সুতরাং, উক্ত দোষ তিনটীও এ লক্ষণে আসিল না, এবং শুক্তি-রজতাদির "সম্বন্ধে" সজাতীয় পর যে জ্ঞান, তাহার অনপেক্ষত্ব থাকে না, পরন্তু অপেক্ষত্বই থাকে. সুতরাং, অতিব্যাপ্তি থাকিল না। অতএব প্রথমাদি আটটী লক্ষণের কোন দোষই এই নবম লক্ষণে প্রবেশ করিতে পারিল না।

এইরূপ দেখা যাউক, এই লক্ষণটীও কেন নৈয়ায়িকের চক্ষে বেদান্ত-সম্মত লক্ষণ হয় না। দেখ, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় লক্ষণে আপতিত প্রদীপাদিতে অতিব্যাপ্তি দোষটী প্রকৃতপক্ষে নিবারিত হয় না। কারণ, এই লক্ষণে সাজাত্য যদি যে-কোন-রূপ ধর্ম্ম অবলম্বনে নিবেশ করা হয়; তাহা হইলে এই লক্ষণের অসম্ভবই হইয়া যাইবে। যেহেতু, জ্ঞানব্যবহারেও জ্ঞানের অপেক্ষা না থাকিলেও অদৃষ্ট এবং শরীরাদির অপেক্ষা ত থাকেই। সুতরাং, সেই অদৃষ্টাদিও সত্তারূপ ধর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানের সজাতীয় হইয়া থাকে। অতএব, জ্ঞানের সজাতীয় অদৃষ্টাদিও হইল। আর তাহাতে তদনপেক্ষত্ব নাই বলিয়া লক্ষণের অসম্ভাবনাই হইয়া উঠিল। অতএব, সাজাত্যটী এখানে ব্যাপ্যধর্ম্ম-পুরস্কারেই বলিতে হইবে। অর্থাৎ প্রদীপের সজাতীয় যে প্রদীপ হয়, তাহা প্রদীপত্বরূপ ধর্ম্ম দ্বারাই হয়। প্রদীপত্বটী সত্তাদির তুলনায় ব্যাপ্য ধর্ম্মই হয়। যেহেতু, প্রদীপত্ব কেবল প্রদীপে থাকে, এবং সত্তাটী, প্রদীপ এবং প্রদীপ ভিন্ন সর্ব্বত্রই থাকে। আর যদি ঐ সাজাত্য ব্যাপ্য-ধর্ম্ম-পুরস্কারে গ্রহণ করা হয়, তখন প্রদীপ-ব্যবহারে প্রদীপত্বরূপে প্রদীপের সজাতীয় যে প্রদীপান্তর, তাহার অপেক্ষা না থাকায়

এই লক্ষণটী প্রদীপেও প্রযুক্ত হইল। সুতরাং, প্রদীপে অতিব্যাপ্তি রূপ যে তৃতীয় লক্ষণে আপতিত দোষ, তাহা এই নবম লক্ষণে দুরপনেয়ই রহিল। অর্থাৎ, নৈয়ায়িকের চক্ষে এই নবম লক্ষণটিও বেদান্তীর অভিমত নির্দ্দোষ লক্ষণ হইল না।

১০। এইবার দেখা যাউক, স্বপ্রকাশ পদার্থের দশম লক্ষণটী কি, তাহাতে প্রথমাদি নয়টী লক্ষণের কোন দোষই কিরূপে প্রবেশ লাভ করে না, এবং তাহাও আবার নৈয়ায়িকের বিচারে কেন বেদান্তীর অভিমত স্বপ্রকাশের লক্ষণ হয় না।

দেখ দশম লক্ষণটী হইতেছে "অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহার-বিষয়ত্ব।"

ইহার অর্থ—যাহা অবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের অবিষয় অথচ অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় তাহাই স্বপ্রকাশ। অর্থাৎ, জ্ঞানে জ্ঞানবিষয়ত্ব নাই; পরন্তু "ইহা অপরোক্ষ" এইরূপ শব্দপ্রয়োগরূপ ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া জ্ঞানটীকে স্বপ্রকাশ বলা হয়। জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই এইরূপ পদার্থ হয় না, যাহা জ্ঞানের বিষয় হয় না, অথচ অপরোক্ষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জড় বস্তু মাত্রেই যখন অপরোক্ষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তখন তাহাতে জ্ঞানবিষয়তার আবশ্যকতা থাকে। যেমন, চক্ষুরাদির দ্বারা ঘটটী প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইলে তাহার পর ঘটটী অপরোক্ষ এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু, জ্ঞান যদি না থাকে, তাহা হইলে ঘটটী অপরোক্ষ এরূপ কথা কেহই বলে না। সুতরাং, জ্ঞান ভিন্ন বস্তু মাত্রেই এই লক্ষণ যাইতে পারিবে না।

এইবার দেখা যাউক, প্রথমাদি নয়টি লক্ষণে আপতিত দোষরাশি এই দশম লক্ষণে কেন থাকে না। দেখ, প্রথমাদি নয়টী লক্ষণ এই :—

১। স্বশ্চাসৌ প্রকাশশ্চেতি স্বপ্রকাশঃ।	৬। জ্ঞানাবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
২। স্বস্য স্বয়মেব প্রকাশঃ স্বপ্রকাশঃ।	৭। জ্ঞানাবিষয়েত্বে সতি অপরোক্ষত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৩। সজাতীয়প্রকাশাপ্রকাশ্যত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।	৮। ব্যবহারবিষয়ত্বে সতি জ্ঞানাবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৪। স্বসত্তায়াং প্রকাশব্যতিরেক-বিরহিতত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।	৯। স্বপ্রতিবদ্ধব্যবহারে সজাতীয়পরানপেক্ষত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।
৫। স্বব্যবহারহেতুপ্রকাশত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।	১০। অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বম্।

সুতরাং দেখ, প্রথম লক্ষণে আপতিত জ্ঞানের পরপ্রকাশ্যত্বটী আর এই লক্ষণে নাই। কারণ, যাহা পরপ্রকাশ্য হয়, তাহা আর অবেদ্য হইতে পারে

না। যাহা পরপ্রকাশ্য হয়, তাহা বেদ্যই হইয়া থাকে। সুতরাং, এ দোষটী এ লক্ষণে আসিল না।

ঐরূপ, দ্বিতীয় লক্ষণে আপতিত স্বয়ংপ্রকাশ্যত্ব দোষটীও ইহাতে আসিবে না। কারণ, এ লক্ষণের "অবেদ্যত্ব" পদটী, তাহা বারণ করিয়া দিবে।

তদ্রূপ তৃতীয় লক্ষণের প্রদীপ ও ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি দোষটীও ইহাতে নাই। কারণ, তাহারা কেহই অবেদ্য হয় না।

সেইরূপ, চতুর্থ লক্ষণের সুখাদিতে অতিব্যাপ্তিও ইহাতে নাই। কারণ, তাহারা অবেদ্য হইতে পারে না।

ঐরূপ পঞ্চম লক্ষণের প্রদীপাদি ও অনুব্যবসায়াদিতে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ পাঁচটীও ইহাতে আসিবে না। কারণ, তাহারা কেহই অবেদ্য নহে।

তদ্রূপ ষষ্ঠ লক্ষণের লক্ষণাসম্ভব দোষটীও আর এখন নাই। কারণ, জ্ঞানে জ্ঞানের অবেদ্যত্ব থাকিলেও অপরোক্ষব্যবহারের জন্য স্বয়ংপ্রকাশত্ব-সাধক অনুমান এবং আগমাদির প্রমাণের উপন্যাস সম্ভব হইতে পারিবে এবং বিচারেরা প্রবৃত্তি প্রভৃতিও হইতে পারিবে।

সেইরূপ সপ্তম লক্ষণের অসম্ভব দোষটীও ইহাতে হইবে না। কারণ, জ্ঞানাবিষয়ত্ব তাহাতে থাকিলেও প্রমাণাদি-প্রয়োগের কোন প্রতিবন্ধক নাই, তাহ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং জ্ঞানাবিষয়ত্বাভাব মাত্রই অবেদ্যত্ব শব্দের অর্থ বলায় জ্ঞানকর্ম্মত্বাভাবরূপ অর্থ আসিতে পারিল না। এজন্য গুরুমতানুসারে আত্মাতে সম্ভাবিত অতিব্যাপ্তিও হইবে না। কারণ, প্রভাকরমতসিদ্ধ আত্মাতে বেদান্তীর অভিমত জ্ঞানাবিষয়ত্ব নাই।

ঐরূপ অষ্টম লক্ষণের লক্ষণাসম্ভব প্রভৃতি তিনটী দোষও আর ইহাতে হইবে না। কারণ, জ্ঞান জ্ঞানের অবিষয় বলিলে যে কোন দোষ হয় না, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর শুক্তি-রজতের সম্বন্ধে যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা, তাহাও আর এখন হইবে না। কারণ, এই লক্ষণকারের অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের বিষয় না হইয়া ব্যবহারের বিষয় জ্ঞান ভিন্ন কোন বস্তুই হইতে পারে না। অতএব, প্রভাকরকেও ভ্রমস্থলে জ্ঞানদ্বয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় একটী বিশিষ্টজ্ঞান কেবল অপরোক্ষব্যবহার বশতঃই অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে শুক্তি রজতের সম্বন্ধে জ্ঞানবিষয়ত্বই থাকিবে, অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান একটা

স্বীকার না করিয়া কোন রকমেই প্রবৃত্তি প্রভৃতির উপপত্তি তিনি করিতে পারেন না ; আর সেইজন্য তাঁহাকে ভ্রমাত্মক তৃতীয় একটী বিশিষ্টজ্ঞান স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব, জ্ঞানাবিষয়ত্ব শুক্তি-রজতাদির 'সম্বন্ধে' থাকিল না, আর তাহার ফলে তাহাতে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনাও থাকিল না।

সেইরূপ দেখ, নবম লক্ষণে আপতিত প্রদীপাদিতে অতিব্যাপ্তিও সুতরাং এই লক্ষণে হইতে পারে না। কারণ, অপরোক্ষ-ব্যবহার-বিষয়ত্ব থাকিলেও জ্ঞান-বিষয়ত্ব কোন প্রকারেই প্রদীপাদিতে নাই। আর সাজাত্য-ঘটিত লক্ষণটী হইল না বলিয়া, ব্যাপ্য-ধর্ম্ম-পুরস্কারে সাজাত্য-নিবেশ করা হইবে কি না ইত্যাকার-বিকল্প-প্রভৃতি-প্রযুক্ত যে লক্ষণাসম্ভবরূপ দোষ নবম কল্পে হইতেছিল, তাহাও আর এখন হইল না।

সুতরাং, এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, এই দশম লক্ষণে প্রথমাদি নয়টি লক্ষণের কোন দোষই স্থান পাইল না।

এইবার দেখা যাউক, নৈয়ায়িকের চক্ষে এই দশম লক্ষণটীও কোন বেদান্তীর অভিমত নির্দ্দোষ স্বপ্রকাশ-লক্ষণ হইতে পারে না।

দেখ, যদিও জ্ঞান, জ্ঞানের অবিষয় হয় বলিয়া তদ্বিষয়ে অনুমানাদি-প্রমাণ-প্রয়োগের অনুপপত্তি হইবে না, কারণ, অনুমানাদি-প্রমাণের প্রয়োজন কেবল ব্যবহারনির্ব্বাহ—ইহাও বলা যাইতে পারে, তথাপি এই লক্ষণে অপরোক্ষ-ব্যবহার শব্দের অর্থ "ইহা অপরোক্ষ" ইত্যাকার যে শব্দ-প্রয়োগ, সেই শব্দ-প্রয়োগ-জন্য জ্ঞানের বিষয় যদি জ্ঞান না হয়, তাহাহইলে ঐরূপ শব্দ-প্রয়োগ করাই বৃথা হয়। সর্ব্বত্র শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজন এই যে, তদ্দ্বারা জ্ঞান জন্মিবে। যদি সেই জ্ঞানই শব্দ-প্রয়োগে না জন্মিল, তাহা হইলে নিরর্থক শব্দ-প্রয়োগ কেন লোকে করিতে যাইবে। অতএব বলিতে হইবে যে "ইহা অপরোক্ষ" এইরূপ শব্দপ্রয়োগের বিষয় জ্ঞান হওয়ায় তাহা জ্ঞানের অবিষয়, অর্থাৎ অবেদ্য পদবাচ্য হইতে পারিল না। সুতরাং, পূর্ব্বে অবেদ্য বলিয়া তাহাকে অপরোক্ষ-ব্যবহার-বিষয় বলিলে "আমার মাতা বন্ধ্যা" এইরূপ শব্দের মত ব্যাঘাত দোষ হইবে। অতএব এই লক্ষণটীও ঠিক নহে।

আরও দেখ, যদি বেদান্তী বলেন যে, জ্ঞানের ইহাই বিশেষত্ব যে, তাহা জ্ঞানের বিষয় হইবে না, অথচ শব্দপ্রয়োগের বিষয় হইবে, তাহা হইলে বলিতে

পাওয়া যায় যে, সুষুপ্তি, প্রলয় ও মোক্ষদশাতে জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে যে অব্যাপ্তি, তাহা তুমি কি করিয়া নিবারণ করিবে। কারণ, সে সময় ত কোন ব্যবহারই থাকে না, তখন তাহাতে ব্যবহারবিষয়ত্বরূপ ধর্ম্মটী কি করিয়া সম্ভব হইবে? অতএব বলিতে হইবে এই কারণবশতঃও এই দশম লক্ষণটীও বেদান্ত মতে স্বপ্রকাশ-পদার্থের নির্দ্দোষ লক্ষণ হইতে পারিল না।

১১। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে স্বপ্রকাশের একাদশ লক্ষণটী কি, তাহাতে প্রথমাদি দশটী লক্ষণের দোষ কি করিয়া নিবারিত হয়, এবং তাহাও আবার কেন বেদান্তসম্মত স্বপ্রকাশের নির্দ্দোষ লক্ষণ হয় না।

দেখ, একাদশ লক্ষণটী হইতেছে—"তদ্‌যোগ্যত্ব" অর্থাৎ "অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষ-ব্যবহার-বিষয়-যোগ্যত্ব।"

ইহার অর্থ—যাহা জ্ঞানের অবিষয় হইয়া অপরোক্ষ-ব্যবহারের বিষয়ের যোগ্য হয়, তাহাই স্বপ্রকাশ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দশম লক্ষণের যাহা অর্থ, ইহারও অর্থ তাহাই, কেবল যোগ্যত্ব অংশটুকু অধিক। অর্থাৎ, পূর্ব্বে ছিল জ্ঞানের অবিষয় অথচ অপরোক্ষব্যবহারের বিষয়ই স্বপ্রকাশ; এখন হইল জ্ঞানের অবিষয় অথচ অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় হইবার যোগ্যতা যাহাতে আছে, তাহাই স্বপ্রকাশ।

এখন পূর্ব্ব প্রথানুসারে আমাদিগের দেখিতে হইবে ইহাতে প্রথমাদি দশটী লক্ষণের দোষ কিরূপে নিবারিত হয়। কিন্তু, একার্য্যটী আর এখন বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, ইহাতে দশম লক্ষণে কেবল "যোগ্যত্ব" মাত্র অংশটুকু নিবেশ করা হইয়াছে। সুতরাং, দশম লক্ষণে যে দোষটী রহিয়াছে, এস্থলে মাত্র তাহারই নিবারণ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অতএব, এখন দেখা যাউক, দশম লক্ষণের সে দোষটী কি, এবং তাহার নিরাসই বা এই লক্ষণদ্বারা কিরূপে হইতে পারে।

দেখ, দশম লক্ষণের দোষটী ছিল যে, সুষুপ্তি, প্রলয় এবং মোক্ষদশাতে জ্ঞানস্বরূপ যে আত্মা, তাহা অবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের অবিষয় হইলেও ব্যবহারের বিষয় হয় না। কারণ, সেই সময় সর্ব্ববিধ ব্যবহারের নিষেধ শ্রুত হইয়া থাকে, এজন্য দশম লক্ষণে অব্যাপ্তি হইয়াছিল। এখন কিন্তু, উহাতে যোগ্যত্ব নিবেশ করায় বুঝাইল যে, সুষুপ্তি, প্রলয় এবং মোক্ষদশাতে জ্ঞানস্বরূপ যে আত্মা, তাহা

অবেদ্য, অর্থাৎ জ্ঞানের অবিষয় হইলেও এবং ব্যবহারের বিষয় না হইলেও তাহাতে, ব্যবহারের বিষয় হইবার যোগ্যতা আছে। আর তজ্জন্য তৎকালেও আত্মাতে ব্যবহারবিষয়যোগ্যত্বরূপ এই একাদশ লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারিল। যেমন, যে দণ্ড হইতে ঘট উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দণ্ডে ঘটকারণতা সাক্ষাৎ ভাবেই আছে; পরন্তু, তাহা অরণ্যস্থ ঘটের উৎপত্তি না করিলেও তাহাতে ঘটোৎপাদনের যোগ্যতা থাকে। অতএব, ঘট-জনন-যোগ্যতা দণ্ডে যেরূপ. আছে, সেই সুষুপ্তি-প্রলয়াদি দশাতে ব্যবহারবিষয়তা না থাকিলেও জাগ্রতাদি দশাতে ব্যবহার-সম্পাদন-যোগ্যতা যে তাহাতে আছে, তাহা সিদ্ধ হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই স্বপ্রকাশ লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষটী নিবারিত হইল। অতএব, দেখা যাইতেছে এই একাদশ স্বপ্রকাশ লক্ষণটীও আপাততঃ স্বপ্রকাশের নির্দ্দোষ লক্ষণ হইল।

কিন্তু নৈয়ায়িকের চক্ষে এ লক্ষণটীও বেদান্তীর অভিমত স্বপ্রকাশের নির্দ্দোষ লক্ষণ হইতে পারে না।

কারণ, পূর্ব্বোক্ত দশ লক্ষণে যাহা কিছু দোষ হইতেছিল, তাহা এই লক্ষণে না হইলেও কেবল একটী দোষ এই হয় যে, ব্যবহার-বিষয়যোগ্যত্বটী কি জ্ঞানের ধর্ম্ম, অথবা জ্ঞানের স্বরূপ হইবে? যদি বল, তাহা জ্ঞানের ধর্ম্ম, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটে। কারণ, অদ্বৈতবাদীর মতে স্বপ্রকাশ পদার্থের কোন ধর্ম্ম নাই। যেহেতু, তাহা অদ্বিতীয়। ধর্ম্ম থাকিলে ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদবশতঃ অদ্বৈতহানি হয়। আর যদি তাহাকে স্বরূপ বলা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, ব্যবহার দ্বারা নিরূপিত হইতেছে বলিয়া আত্মাও সংযোগাদি সম্বন্ধের ন্যায় স্বসম্বন্ধিক হইয়া যাইবে, অর্থাৎ যেমন সংযোগাদি সম্বন্ধের নিরূপণ সম্বন্ধি-স্থানীয় অপর দ্রব্যের সাহায্যে ঘটে, সম্বন্ধীর জ্ঞান ভিন্ন যেমন তাহার নিরূপণ হয় না, কারণ, সম্বন্ধ বলিলেও "কাহার সম্বন্ধ" এইরূপ আকাংক্ষা থাকে, তদ্রূপ ব্যবহার-বিষয়ত্ব-যোগ্যত্বকে আত্মার স্বরূপ বলিলে আত্মার যখন জ্ঞান করিতে হইবে, তখন তৎস্বরূপান্তর্গত ব্যবহারাদির নিরূপণভিন্ন হইতে পারিবে না। কিন্তু, বেদান্তী কিংবা অপরেরও মতে আত্মার এইরূপ স্বসম্বন্ধিকত্ব অভিষ্ট নহে। সকলেরই আত্মা একটী স্বতন্ত্র পদার্থ। জ্ঞান-ইচ্ছা-কৃতি অথবা সংযোগাদি সম্বন্ধ প্রভৃতি পদার্থেরই ঐরূপ স্বসম্বন্ধিকত্ব স্বীকৃত হয়। সুতরাং, এইরূপ স্বসম্বন্ধিকত্বে কেহ ইষ্টাপত্তি করিতে পারিবে না।

অতএব ব্যবহার-বিষয়ত্ব-যোগ্যত্বকে আত্মস্বরূপ বলিলেও নিস্তার নাই, ইহাতে অদ্বৈতহানি অনিবার্য্য।

তাহার পর, আরও একটী দোষ আছে। দেখ, লক্ষ্য ও লক্ষণের অভেদ হইলে তাহাকে লক্ষণই বলা যাইতে পারে না। লোকে দেখা যায়, যে যাহার লক্ষণ, সে তাহা হইতে পৃথক্ হয়। যেমন, গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ বলিলে গন্ধবত্ত্বটী পৃথিবী হইতে ভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। সুতরাং, ব্যবহারবিষয়ত্বযোগ্যত্ব যদি আত্ম-স্বরূপ হয়, আত্মা হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাকে আত্মার লক্ষণই বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে নিজেই নিজের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল, তদ্দ্বারা কোন স্বাভিমত-সিদ্ধি অথবা পরবোধানয়ন কিছুই হইতে পারে না। যিনি জ্ঞানকে স্বয়ংপ্রকাশক বলেন এবং যিনি তাহাকে পরপ্রকাশ্য বলেন, সকল মতেই জ্ঞানের স্বরূপ অঙ্গীকৃত হয় বলিয়া জ্ঞানের লক্ষণ নির্ণয় হইল না। অর্থাৎ, একাদশ লক্ষণটী লক্ষণাসম্ভব-দোষে দূষিত হইল।

ইহাই হইল স্বপ্রকাশের একাদশটী লক্ষণ এবং তাহার নিরাস। টীকা মধ্যে যে ভাবে পরস্পরের পার্থক্য প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে সকল কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় না। কারণ, অনেকস্থলে দেখা যায়, পরের লক্ষণটী পূর্ব্ব লক্ষণের দোষে দুষিতই হইতেছে, অথচ তাহা হইলে পরবর্ত্তী লক্ষণরচনায় প্রয়োজনই থাকে না। এজন্য, আমরা মূলগ্রন্থের অভিপ্রায় অনুসারে এই উপসংহার মধ্যে স্থলে স্থলে অন্যপথ অবলম্বন করিয়া লক্ষণগুলির সার্থকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বথা নির্দ্দোষ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এইবার গ্রন্থকার দেখাইবেন যে, স্বপ্রকাশের যেমন লক্ষণ অসম্ভব, তদ্রূপ তাহার প্রমাণও অসম্ভব, এবং তৎপরে তিনি স্বয়ং ইহার লক্ষণ এবং প্রমাণ প্রভৃতি সম্পূর্ণ অভিনব পন্থায় নিরূপণ করিবেন। অতএব, এখন দেখা যাউক, ইহার প্রমাণাভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকার কি বলিতেছেন।

স্বপ্রকাশত্বে প্রমাণাভাবঃ।

নাপি প্রমাণম্। অথ অনুভূতিঃ অনুভূতিব্যবহারহেতুপ্রকাশঃ; অনুভূতিত্বাৎ; যন্নৈবং তন্নৈবং; যথা, ঘটঃ—ইত্যনুমানং প্রমাণম্। ন চ অপ্রসিদ্ধবিশেষণঃ পক্ষঃ। অনুভূতিব্যবহারস্য হেতুভূতঃ প্রকাশঃ পরেষামপি হি প্রসিদ্ধঃ ততোঽনুভূতেঃ তৎস্বরূপত্ব-প্রতিজ্ঞোপপদ্যতে। ন চ অনুব্যবসায়জ্ঞানে সাধ্যস্য সিদ্ধত্বাদ্ ভাগে সিদ্ধসাধনতা। তৎ-স্বরূপস্য এব অসম্মতত্বেন তস্য ধর্ম্মিভাগতানঙ্গীকারাৎ—ইতি চেৎ। ৯

অনুবাদ—জ্ঞান স্বপ্রকাশ এই বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই। (ন্যায়-রক্ষ দীপাবলীকারের মতানুযায়ী অনুমানটী প্রমাণ হইতে পারে ইহাই এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী শঙ্কা করিতেছেন, যথা,) আচ্ছা, অনুভূতি—পক্ষ, অনুভূতিব্যবহারহেতুপ্রকাশত্ব—সাধ্য, অনুভূতিত্ব—হেতু, যে স্থলে উক্ত সাধ্য নাই সেই স্থলে হেতুও নাই, যথা, ঘট—উদাহরণ; এইরূপ অনুমানটী ত প্রমাণ হইতে পারে। আর পক্ষে বিশেষণীভূত সাধ্য কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নাই—এইরূপ শঙ্কাও হয় না; কারণ, অনুভূতিবিষয়ক ব্যবহারের কারণীভূত প্রকাশটী বাদীর মতেও প্রসিদ্ধ আছে, এই কারণে অনুভূতিটী অনুভূতি-ব্যবহারের কারণীভূত প্রকাশরূপ—এই প্রতিজ্ঞাবাক্য উপপন্ন হইল। আর যদি এইরূপ শঙ্কা কর যে, অনুব্যবসায়জ্ঞানে সাধ্য সিদ্ধই আছে, অতএব, পক্ষের একদেশে সিদ্ধসাধন হইল, তাহা হইলে বলিব, এই শঙ্কা সঙ্গত নহে; কারণ, অনুব্যবসায়ই আমি স্বীকার করি না, এবং তজ্জন্য তাহাকে পক্ষ কোটিতে প্রবিষ্ট বলিয়া স্বীকার করি না, ইত্যাদি। কিন্তু, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করাও উচিত নহে। ৯

তাৎপর্য্য—এতদূর পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তাভিমত স্বপ্রকাশ পদার্থের একাদশ প্রকার লক্ষণ পূর্ব্বপক্ষী খণ্ডন করিয়া দেখাইলেন যে, স্বপ্রকাশের লক্ষণ কিছুই হইতে পারে না। ইহার উপর যদি সিদ্ধান্তবাদী এরূপ বলেন যে, প্রমাণবলে স্বপ্রকাশত্ব-সিদ্ধি যদি হয়, তাহা হইলে তদনুরোধে স্বপ্রকাশের কোন-না-কোন একটী নির্দ্দোষ লক্ষণও হইতে পারিবে। কারণ, লক্ষণটী প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ পদার্থ সমূহের মধ্যেই লক্ষ্যকে পৃথক্ করিয়া দেয়, অথবা লক্ষ্যে কোনরূপ ব্যবহারসম্পাদন করাইয়া দেয়। ইহাই লক্ষণের প্রয়োজন। পদার্থের সিদ্ধি প্রমাণ দ্বারাই হয়, এবং লক্ষণের কার্য্য—তাহার ইতরব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন এবং তাহার ব্যবহারসম্পাদন।

সুতরাং, প্রকৃতস্থলে প্রমাণদ্বারা স্বপ্রকাশ পদার্থের যদি সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণমধ্যে কোন-না-কোন একটী লক্ষণ তাহার লক্ষণ হইতে পারে; আর পূর্ব্বোক্ত একাদশটী লক্ষণই যদি অনুপপন্ন হয়, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না; কারণ, তাহা হইলে অপর কোন নির্দ্দোষ লক্ষণ চেষ্টা করিলে আবিষ্কার করা যাইতে পারিবে। এইরূপ মত খণ্ডনের জন্য পূর্ব্বপক্ষী স্বপ্রকাশ পদার্থের প্রমাণও নাই—ইহা "নাপি" ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা বলিতেছেন।

এতদভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষী ন্যায়রত্নদীপাবলীকারের অভিমত স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমান-প্রমাণটী তন্মতানুসারী নানা যুক্তি সহকারে উল্লেখ করিয়া এক্ষণে তাহার খণ্ডন করিতেছেন। এখন দেখা যাউক, ন্যায়রত্নদীপাবলীকারের মতানুযায়ী সেই অনুমানটী কি?

ন্যায়রত্নদীপাবলীকারের মতে স্বপ্রকাশত্বসাধক অনুমানটী এই যে,—

অনুভূতি—অনুভূতিবিষয়ক ব্যবহারের কারণীভূত প্রকাশরূপ।

যেহেতু, তাহাতে অনুভূতিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

যাহা অনুভূতিবিষয়ক ব্যবহারের কারণীভূত প্রকাশরূপ হয় না, তাহাতে অনুভূতিত্বও থাকে না, যথা—ঘট।

সুতরাং, অনুভূতিটী অনুভূতিবিষয়ক ব্যবহারের কারণীভূত প্রকাশরূপ।

এস্থলে অনুভূতিটী পক্ষ, "অনুভূতিবিষয়ক-ব্যবহারহেতু-প্রকাশত্ব" সাধ্য, অনুভূতিত্বটী হেতু; ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত—ঘট।

এখন এই অনুমানে সাধ্যমধ্যে অনুভূতি পদের গ্রহণ না করিলে অর্থাৎ কেবল "ব্যবহারহেতুপ্রকাশত্ব" মাত্র সাধ্য করিলে সিদ্ধসাধন দোষ হইবে। কারণ, যাঁহারা জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করেন না, সেই নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতেও জ্ঞান প্রকাশরূপ এবং যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহারের কারণ, ইহা এই অনুমানের পূর্ব্বেও সিদ্ধ থাকে। অতএব তাহাই যদি আমি সিদ্ধ করি, তাহা হইলে নূতন কিছুই সিদ্ধ হইল না, আর তজ্জন্য নৈয়ায়িকের অভিমত পরপ্রকাশত্ব নিরাস-পূর্ব্বক জ্ঞানের স্বাভিমত স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব, সাধ্যঘটক ব্যবহারে অনুভূতি এই বিশেষণটী প্রদত্ত হইল। যদ্যপি, জ্ঞান প্রকাশরূপ এবং ব্যবহারের কারণ—ইহা নৈয়ায়িকের মতে অঙ্গীকৃত আছে, তথাপি নিজেই নিজের ব্যবহারের কারণীভূত প্রকাশরূপ, ইহা তাঁহার মতে অঙ্গীকৃত নহে। কারণ, যেরূপ ঘট-

ব্যবহারে ঘট হইতে পৃথক্‌ জ্ঞানরূপ প্রকাশ কারণ হয়, সেইরূপ জ্ঞানের ব্যবহারে স্বভিন্ন অন্য প্রকাশটী কারণ—ইহাই তাঁহাদের অভিমত। কিন্তু, ইহা বেদান্তিগণের অভিমত নহে। নৈয়ায়িকের মতে ঘটের ব্যবহারে যেরূপ ঘটভিন্ন প্রকাশ কারণ হয়, সেইরূপ জ্ঞানবিষয়ক ব্যবহারে জ্ঞান হইতে ভিন্ন অন্য জ্ঞান কারণ হয় বলিয়া অনুভূতির ব্যবহারে কারণীভূত প্রকাশরূপত্বকে অনুভূতিতে সিদ্ধ করিলেই নিজেই যে নিজের ব্যবহারের কারণ, ইহা সিদ্ধ হইয়া যায়; আর তদ্দ্বারা নিজের ব্যবহারে অন্য-কারণ, এই মতের নিরাস হইয়া যায়; অতএব সিদ্ধসাধন হয় না। অর্থাৎ, তাহা হইলে সাধ্যমধ্যে অনুভূতিপদের প্রয়োজন আছে।

এখন ন্যায়রত্নদীপাবলীকারের উক্ত অনুমানে যদি এরূপ শঙ্কা করা যায় যে, এই সাধ্যটী প্রসিদ্ধ নহে, আর সাধ্য প্রসিদ্ধ না হইলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস দোষ হয়। সাধ্যটী যে প্রসিদ্ধ নহে, তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব-বাদিগণ ভিন্ন, অন্য কেহও অনুভূতিবিষয়ক ব্যবহারের কারণীভূত প্রকাশরূপ কোন পদার্থই স্বীকার করেন না। সুতরাং, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, আর তজ্জন্য ইহা অপ্রসিদ্ধই হইতেছে।

এতদুত্তরে ন্যায়রত্নদীপাবলীকার বলেন যে, এই সাধ্য অপ্রসিদ্ধ নহে; কারণ, অনুভূতির ব্যবহার সকল মতেই অঙ্গীকৃত হয় এবং অনুভূতিবিষয়ক ব্যবহারের কারণীভূত প্রকাশও স্বীকৃত হয়। যেহেতু, ব্যবসায়াত্মক যে প্রথম জ্ঞান, তাহার ব্যবহারে কারণীভূত প্রকাশ যে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান, তাহা নৈয়ায়িকও স্বীকার করিয়া থাকেন; অতএব অনুভূতিব্যবহারহেতুপ্রকাশ পদার্থটী যে অপ্রসিদ্ধ তাহা বলা যায় না।

ইহাতে যদি আবার আপত্তি করা হয় যে, সাধ্য এইরূপে প্রসিদ্ধ আছে প্রদর্শিত হইলে ত আবার সিদ্ধসাধন দোষ হইবে। আরও দেখা যায়, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ই যদি এইরূপ সাধ্যপ্রসিদ্ধি স্বীকার করেন, তাহা হইলে উভয়মতের পার্থক্যই বা কি রহিল?

ইহার উত্তরে বলা হয় যে, এ দোষ সঙ্গত নহে। কারণ, সাধ্যটী উভয়মতেই সামান্যরূপে প্রসিদ্ধ আছে—ইহা সত্য, কিন্তু কাহার মতে কিরূপে প্রসিদ্ধ, তাহা দেখিতে হইবে। নৈয়ায়িকমতে ব্যবসায়জ্ঞানের কারণীভূত প্রকাশকে অনুব্যবসায় বলা হয়, পরন্তু, স্বপ্রকাশত্ববাদীর মতে ব্যবসায়াত্মকজ্ঞানকেই নিজেই নিজের ব্যবহারে

কারণীভূত প্রকাশরূপ বলা হয়, অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের প্রকাশক নহে। অনুব্যবসায়ের ব্যবহারে কারণীভূত যে প্রকাশ, তাহা সেই অনুব্যবসায়ই হইয়া থাকে, তাহার জন্য স্বপ্রকাশত্ববাদিমতে অন্য অনুব্যবসায়ের আবশ্যকতা হয় না। ইহাই উভয় মতের ভেদ। আর তাহা হইলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধ হইলেও সিদ্ধসাধন দোষটী হইবে না।' কারণ, অনুভূতিব্যবহারের কারণীভূত প্রকাশ এইটুকু মাত্র সিদ্ধ হইলেও অনুভূতিব্যবহারহেতুপ্রকাশ যে জ্ঞানটী হয়, তদভিন্নত্ব সেই অনুভূতিতে আছে কি না তাহা সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ, অনুমিতির পক্ষরূপে যে অনুভূতিকে গ্রহণ করা হয়, তাহার ব্যবহারের কারণীভূত যে প্রকাশ, সেই প্রকাশের সহিত অভিন্ন সেই পক্ষস্থানীয় অনুভূতিটী হয় কি না—ইহা এখনও সিদ্ধ হয় নাই; কেবল সাধ্য মাত্র সিদ্ধ আছে, কিন্তু অনুভূতিটী অনুভূতিব্যবহারহেতু প্রকাশাভিন্ন রূপে সিদ্ধ নাই। এইরূপে পূর্ব্বে সাধ্য প্রসিদ্ধ না থাকিলে কোন দোষ নাই। প্রত্যুত এইরূপ অপ্রসিদ্ধি থাকাই চাই। এইরূপ অপ্রসিদ্ধি না থাকিলে সিদ্ধসাধন দোষ বশতঃ অনুমিতিই হইবে না। বিশকলিত ভাবে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সাধ্যপ্রসিদ্ধি থাকিলে যদি সিদ্ধসাধন হয়, তাহা হইলেই অনুমান মাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। যেমন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ অনুমিতিস্থলে বহ্নির প্রসিদ্ধি মহানসাদিতে পূর্ব্বে থাকেই, অতএব এস্থলেও সিদ্ধসাধন হইয়া যাইবে। যদি বল, কেবল বহ্নির প্রসিদ্ধি থাকিলেও বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বতের প্রসিদ্ধি নাই, বিশকলিত ভাবে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উভয়েরই প্রসিদ্ধি আছে বটে, কিন্তু তাহাতে যেরূপ সিদ্ধসাধন অথবা সাধ্যাপ্রসিদ্ধিও হয় না, এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

এখন যদি ইহার উপর এরূপ শঙ্কা করা যায় যে, পক্ষান্তর্গত অনুব্যবসায়রূপ জ্ঞানে এই অনুমিতির পূর্ব্বেই ব্যবসায়াত্মক অনুভূতিবিষয়ক ব্যবহারকারণীভূত প্রকাশত্বরূপ সিদ্ধিই আছে, সুতরাং পুনরায় সিদ্ধসাধন দোষ হইল।

তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, অনুব্যবসায় নামে যে একটী জ্ঞান আছে, তাহাই আমার মতে অর্থাৎ ন্যায়রত্নদীপাবলীকারের মতে স্বীকার্য্য নহে। কারণ, যে ব্যক্তি জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলে, তাহার মতে জ্ঞান যদি জ্ঞানান্তরের বিষয় হয়, তাহা হইলে বদতোব্যাঘাত দোষ হইয়া যাইবে। কারণ, স্বপ্রকাশ শব্দের অর্থই হইতেছে যে, নিজেই নিজের ব্যবহারমাত্রে কারণ, কিন্তু স্বয়ং অন্য জ্ঞানের বিষয় হয় না।

নৈবম্। অনুভূতিব্যবহারস্য হেতুভূতঃ প্রকাশো যত্র সিদ্ধঃ তত্র হেতোর্বৃত্তৌ কেবলব্যতিরেকিত্ব-ব্যাকোপাৎ। অবৃত্তৌ সপক্ষাপ্রবেশিনঃ অসাধারণানৈকান্তিকত্বাপাতাৎ। বৃত্তাবপি ভাগে সিদ্ধসাধনতায়াঃ দুষ্পরিহরত্বাৎ। ১০

(তাৎপর্য্য) বৌদ্ধগণ অবশ্য জ্ঞানকে নিজেই নিজের প্রকাশক বলেন, বেদান্তী বলেন না, তাঁহারা জ্ঞানকে নিজের ব্যবহারমাত্রের প্রতি কারণমাত্র বলেন, এবং অন্য জ্ঞানের অবিষয় অর্থাৎ অপ্রকাশ্য বলেন। অতএব, এতাদৃশ স্বপ্রকাশবাদী যদি অনুব্যবসায় জ্ঞান স্বীকার করে, তাহা হইলে অর্থ হইল যে, তাঁহারা জ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান মানেন; আর ইহা তখন বদতোব্যাঘাত দোষ ভিন্ন আর কিছুই হয় না। অতএব, স্বপ্রকাশত্ববাদী অনুব্যবসায় বলিয়া কোন জ্ঞানই স্বীকার করিতে পারেন না। আর তাহা হইলে সিদ্ধসাধন কোথা হইতে হইবে?

যদি বল, অনুব্যবসায় না মানিলে লোকমধ্যে আমি জ্ঞানবান্ ইত্যাদি যে ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তাহা কি করিয়া সঙ্গত হয়? তদুত্তরে বেদান্তী বলেন যে, এই অনুভবটী বৃত্তিজ্ঞানের অনুভবমাত্র। বৃত্তিজ্ঞানের স্বপ্রকাশতা নাই, অর্থাৎ "আমি ঘট-জ্ঞান-বান" এইরূপ অনুভবের গোচর যে "ঘটজ্ঞান" তাহা স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ মুখ্যজ্ঞান নহে, কিন্তু, তাহা ঘটাকার অন্তঃকরণের একটী বৃত্তিরূপ পরিণাম-বিশেষ। অন্তঃকরণ যেহেতু জড়, তাহার পরিণামও সেইহেতু জড়। অতএব সর্ব্বদা তাহা অন্য দ্বারা প্রকাশ্যই হয়। এই জন্য যে জ্ঞানকে চৈতন্য বলা হয়, তাহাই স্বপ্রকাশ মাত্র হয়। সে কাহারও বিষয় হয় না। চৈতন্য যদি জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে তাহার যে প্রকাশক, তাহার আবার অন্য প্রকাশকের অপেক্ষা হয়, এইরূপ অনবস্থা দোষ আসে। অতএব চৈতন্যকেই স্বপ্রকাশ বলিয়া তাহাকে জ্ঞানের অবিষয় বলাই ভাল। ৯

ইহাই হইল ন্যায়রত্নদীপাবলীকারের স্বপক্ষস্থাপন ও পরমতখণ্ডন। এইবার পূর্ব্বপক্ষী ইহা খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে যাহা বলিতেছেন তাহা এই;—

অনুবাদ—না, তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানবিষয়ক ব্যবহারের কারণীভূত প্রকাশরূপ সাধ্য যেস্থলে প্রসিদ্ধ আছে, সেইস্থলে হেতু থাকিলে সেই হেতুর কেবল-ব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর হেতু সেইস্থলে না থাকিলে সপক্ষেও থাকে না

বলিয়া অসাধারণ নামক অনৈকান্তিকরূপ হেত্বাভাস দোষ হইবে। আর হেতু সপক্ষে থাকিলেও পক্ষের একদেশে সাধ্যটী এই অনুমানের পূর্ব্বে সিদ্ধ থাকে বলিয়া সিদ্ধসাধনরূপ দোষটী অনিবার্য্য হইবে। ১০

তাৎপর্য্য—এইবার পূর্ব্বপক্ষী "নৈবম্" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ন্যায়রত্নদীপাবলী-কার প্রদর্শিত জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশত্বসাধক অনুমানের দোষ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। এতদভিপ্রায়ে তিনি প্রথমে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত অনুমানে সাধ্য যে অনুভূতিব্যবহারহেতুপ্রকাশত্ব, তাহার জ্ঞান পূর্ব্বে আছে কিংবা নাই,—বল দেখি? যদি বল, আছে, তাহা হইলে, যে স্থলে সেই সাধ্যের জ্ঞান আছে, সেই স্থলে হেতু যে অনুভূতিত্ব, তাহা থাকে কি না? যদি বল, সে স্থলে হেতু থাকে, তাহা হইলে, উক্ত অনুমিতিহেতুর উক্ত কেবলব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কারণ, যে স্থলে হেতু এবং সাধ্যের অন্বয়-ব্যাপ্তি জ্ঞানটী কোন দৃষ্টান্তে থাকে না, কিন্তু কেবল ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিরই জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই হেতুকে কেবলব্যতিরেকি হেতু বলে। প্রকৃতস্থলে অনুভূতিব্যবহারহেতুপ্রকাশত্বরূপ সাধ্যের যে স্থলে জ্ঞান হইয়াছে, সেই স্থলে অনুভূতিত্বরূপ হেতু বিদ্যমান থাকে; অতএব অন্বয় ব্যাপ্তি থাকিল, আর তজ্জন্য উহার কেবলব্যতিরেকিত্ব সিদ্ধ হইল না।

আর যদি বল যে, অনুমানের পূর্ব্বে উক্ত সাধ্যের জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু কোন্ দৃষ্টান্তস্থলে তাহার জ্ঞান আছে, তাহা আমি বলিতে পারি না, অর্থাৎ অধিকরণকে অপেক্ষা না করিয়া সাধ্যের জ্ঞান আমার সামান্যভাবে আছে মাত্র; যদি কোন অধিকরণ-বিশেষে উক্ত সাধ্যের জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে, তাহাতে হেতু বিদ্যমান থাকিলে কেবলব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ হইয়া যাইত; কিন্তু যেহেতু, তাহা এস্থলে নাই, সেই জন্য উক্ত অনুমানের কেবল-ব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিব যে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, তুমি যে বলিতেছ যে, অধিকরণের জ্ঞান অপেক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র সাধ্যের জ্ঞান আছে, ইহা সম্ভব নহে। কারণ, সাধ্যের জ্ঞান আছে, অথচ কোন্ স্থলে তাহা আছে, ইহা তোমার (বেদান্তীর) জানা নাই—ইহা সম্ভবপর হয় না। আরও, এই সাধ্যের জ্ঞান কাহার আছে, তাহা বল দেখি? যদি বল, তোমার (বেদান্তীর) ইহা আছে, তাহা হইলে, সে :জ্ঞানটী সামান্যরূপে জ্ঞানপদবাচ্য হইতে পারে না। কারণ, তোমার মতে জ্ঞানটী স্বপ্রকাশ বলিয়া তাহাতেই স্বব্যবহারের কারণীভূত প্রকাশত্ব

রূপ সাধ্যের জ্ঞান আছে বলিয়া অধিকরণ-বিশিষ্টরূপে সাধ্য নির্ণীত হইয়াছে। অন্যথা, পরের জন্য সাধন করিতে কেহ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এই জন্যই এইরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, বাদী এবং প্রতিবাদী স্ব স্ব পক্ষের নিশ্চয়জ্ঞানপূর্ব্বকই বাদে প্রবৃত্ত হয়। এখন তাহা হইলে তোমার কেবল সাধ্যের জ্ঞানই আছে, ইহা বলা যায় না।

যদি বল, তাহা আছে, তাহা হইলে বলিব, তাহা বিশেষরূপই আছে; অর্থাৎ অধিকরণ-বিশিষ্টরূপেই আছে; নচেৎ বল—নাই। আছে ও নাই—উভয়ই হইতে পারে না।

যদি বল, আমার বিশিষ্ট জ্ঞান থাকিলেও বাদী নৈয়ায়িকমতে অধিকরণবিনির্ম্মুক্ত সাধ্যের জ্ঞান আছে, তাহা হইলে, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, বাদী নৈয়ায়িকমতেও অনুভূতিব্যবহার-হেতুপ্রকাশস্বরূপ সাধ্যের জ্ঞান অনুব্যবসায়রূপ অধিকরণবিশেষে আছে বলিতে হইবে। সুতরাং, বাদী নৈয়ায়িকের অধিকরণ-বিশেষে সাধ্যের জ্ঞানই থাকিল, এবং প্রতিবাদী বেদান্তীরও তাহা থাকিল; আর তজ্জন্য কেবল সাধ্যজ্ঞানমাত্র আছে, তোমার এ কথার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং, বলিতে হইবে যে, সাধ্যের দৃষ্টান্ত-বিশেষে জ্ঞান থাকায় এবং সেই স্থলে হেতুও থাকায় তোমার হেতুর পূর্ব্বোক্ত কেবলব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ হইয়া গেল।

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই অনুমিতিতে কেবলব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ হইলে অনুমিতিই সিদ্ধ হইবে না। অর্থাৎ, স্বপ্রকাশসাধক অনুমানই কিছু করিতে পারা যায় না। কারণ, স্বপ্রকাশত্ব বেদান্তমতে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন কিছুরই হয় না। এই জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব অনুমান করিতে যাইলে সমুদায় জ্ঞানই পক্ষ হইয়া দাঁড়াইল; সুতরাং, নিশ্চিতসাধ্যবান্ কেহই থাকিল না। যত কিছু জ্ঞান আছে, সকলই পক্ষের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এতাদৃশস্থলে কেবলব্যতিরেকী অনুমান ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। এই জন্যই ন্যায়রত্নদীপাবলীকার পূর্ব্বে কেবল-ব্যতিরেকী অনুমানের সাহায্যে জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব অনুমান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখন নৈয়ায়িক যদি ঐ অনুমানের কেবল-ব্যতিরেকিত্ব খণ্ডন করিয়া দেন, তাহা হইলে বৈদান্তিকের জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশত্বসাধক অনুমান প্রমাণ আর থাকিল না। এজন্য নৈয়ায়িক এস্থলে কেবল-ব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন।

এখন যদি বল, এই কেবল-ব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ হইয়া যাইবে বলিয়া যে স্থলে

সাধ্যের জ্ঞান আছে, সেই স্থলে হেতু নাই, সুতরাং, কেবল-ব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ হইবে না, ইত্যাদি, তাহা হইলে তোমার উক্ত স্বয়ংপ্রকাশত্বসাধক অনুমানের হেতুতে অসাধারণ-অনৈকান্তিক দোষটী ঘটিবে। এই দোষের অর্থ—যে হেতু, সপক্ষ অর্থাৎ (সাধ্য-নিশ্চয় যেখানে আছে) এবং বিপক্ষ (অর্থাৎ সাধ্যাভাবের নিশ্চয় যেখানে আছে) এই উভয়স্থলেই না থাকিয়া কেবল পক্ষেই থাকে, তাহার নাম অসাধারণ অনৈকান্তিক দোষ। যেমন, "শব্দটী নিত্য, যেহেতু তাহাতে শব্দত্ব আছে"—এইরূপ অনুমানে শব্দত্বহেতুটী সপক্ষ আকাশাদি এবং বিপক্ষ ঘটাদি উভয়েতে না থাকিয়া পক্ষ-শব্দ-মাত্রেই থাকে বলিয়া অসাধারণ-অনৈকান্তিক দোষ-দুষ্ট বলিয়া কথিত হয়। তদ্রূপ এস্থলেও দোষ হইবে। কারণ, অনুভূতি-ব্যবহারহেতুপ্রকাশস্বরূপ সাধ্যের জ্ঞান যে স্থলে অনুব্যবসায় জ্ঞানে হইয়াছে, সেই সপক্ষ অনুব্যবসায়াদিতে অনুভূতিত্ব হেতুটী নাই, এবং এই সাধ্যের অভাব-নিশ্চয় যেখানে হইয়াছে, সেই বিপক্ষ ঘটাদিতেও উক্ত হেতু অনুভূতিত্ব নাই, কেবল পক্ষ যে অনুভূতি, তাহাতেই আছে। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে কেবলব্যতিরেকিত্ব ভঙ্গ রূপ দোষ না হইলেও অসাধারণ-অনৈকান্তিক দোষটী হইল।

নৈয়ায়িক বলিতেছেন যে, যদি বেদান্তী বলেন যে, কেবলব্যতিরেকী অনুমানে অনুমিতির পূর্ব্বে সাধ্যপ্রসিদ্ধি না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই, ইত্যাদি, তাহাও কিন্তু, ঠিক্ নহে। কারণ, তাহা হইলে "পৃথিবী শশবিষাণদ্বারা অঙ্কিত, যেহেতু পৃথিবীত্ব তাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে" এইরূপ কেবলব্যতিরেকী অনুমানদ্বারা শশ-বিষাণাদিরও সিদ্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং, কেবলব্যতিরেকী অনুমানেও সাধ্য-প্রসিদ্ধি আবশ্যক।

যদি বল, পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী-পক্ষক অনুমানের প্রমাণান্তরবাধ্যত্বপ্রযুক্ত দোষ আছে, সাধ্যের প্রসিদ্ধি নাই বলিয়া যে, সে অনুমানটী দুষ্ট তাহা নহে; তাহা হইলে বলিব, তাহাও বলা যায় না। কারণ, এরূপ কোন প্রমাণান্তর এ ক্ষেত্রে নাই, যাহার দ্বারা উক্ত সাধ্য শশবিষাণাদির অভাবসিদ্ধি হইবে। যদি শশবিষাণাদিকে প্রমাণান্তরের যোগ্য বল, তাহা হইলে, তাহার অভাবই হইতে পারে না; যেহেতু, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। আর যদি প্রমাণান্তরের যোগ্য নহে বল, তাহা হইলেও তাহার অভাবসিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যাহার প্রমাণান্তরযোগ্যতা নাই—তাহার অভাব কি করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে? যাহার অভাব সিদ্ধ করা হইবে, তাহার সত্তা থাকা আবশ্যক। অলীক-প্রতিযোগিক অভাব নাই।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ প্রত্যক্‌স্বরূপ ভগবৎকৃত-

প্রত্যক্‌তত্ত্ব-প্রদীপিকা-ব্যাখ্যা

মানসনয়ন-প্রসাদিনী।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

যন্নিত্যং নিরবগ্রহস্বমহিমাঽমেয়স্বভাবং মহা-
মায়াবেশবশাদ্ব্যবর্ত্তত বিয়দ্বায়্‌ব্গ্যবুর্বীমুখৈঃ।
ভাবৈস্তত্তদনন্তবিভ্রমময়ৈর্বিধ্বস্তভেদোদ্ভবম্‌
নির্ধূতাবধিবোধমোদজলধিং বন্দে মহীয়ো মহঃ॥ ১॥

উন্নিদ্রশুভ্রসরসীরুহসংনিষণ্ণাং নির্গচ্ছদচ্ছরুচিনির্জ্জিতচন্দ্রকান্তিম্‌।
হারোজ্জ্বলাং লিপিতনুং স্ফটিকাক্ষকুম্ভমুদ্রাক্ষপুস্তককরাং প্রণমামি বাণীম্‌॥ ২॥

অবিরলবিগলিতমদজলবিলুলিতমত্তালিমাল্যমনুলম্বঃ।
সুবিপুলকপোলফলকো দলয়তু লম্বোদরো দুরিতম্‌॥ ৩॥

যদ্বিদ্যাধবলৈর্বিভর্ত্তি বিবুধৈঃ সর্ব্বা দিবাপীন্দুমু-
ন্মীলৎকৈরবকোরকাকুলরুচিং বিশ্বংভরেয়ং ভৃতা।
ঘোরাজ্ঞানদুরন্তপঙ্কনিকরপ্রোৎসারিবিদ্যানদী-
মূলং নৌমি মুনীন্দ্রমন্বহমহং বিদ্যাগিরিং তং গুরুম্‌॥ ৪॥

যৎপাদপাবনসরোজরজঃ পরাগৈরেতে বিনেয়নিবহা বিরজস্ত্বমাপুঃ।
সত্যপ্রকাশপরিশুদ্ধনিজানুভাবং প্রত্যক্‌প্রকাশমভিনৌমি গুরুং যতীন্দ্রম্‌॥৫॥

উদ্যদ্বিদ্যাসুরসরিদিয়ং নিঃসৃতা যৎসকাশাৎ
যৎপাদাব্জং সকলবিবুধোত্তংসলীলাং বিভর্ত্তি।
হংসানাং যদ্বিমলবহুবাগ্‌জীবনং জীবনং তং
বন্দে বিদ্যাগুরুমবিরতং মানসং তীর্থমার্যম্‌॥ ৬॥

অবিনশ্বররুচিতত্ত্বপ্রদীপিকালোকনার্থিনা ক্রিয়তে।
অজ্ঞানতিমিরজেত্রী মানসনয়নপ্রসাদিনী টীকা॥ ৭॥

দোষত্বমুজ্জ্বলগুণা অপি যান্তি যেষু তৈরুন্নতৈঃ কিমথবেহ তিরস্কৃতৈঃ কিম্।
দোষোঽপি যেষু গুণতামুপযাতি ভূয়াংস্তেভ্যো নমোঽস্তু সততং ভুবি সজ্জনেভ্যঃ ॥৮॥

(১ পৃষ্ঠা)—

প্রারিপ্সিতস্য প্রকরণস্য নিরন্তরায়পরিসমাপ্তিপরিপন্থিদুরিতপরম্পরানিবারণায় শিষ্যোপশিষ্যদ্বারা প্রচয়প্রচারায় শিষ্টানুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠাপনেন শিষ্টপরিগ্রহায় চ প্রবর-গুণগণোপবর্ণনপূর্বকং পরমেশ্বরং পরিপূজয়ন্ আশীর্লক্ষণমঙ্গলমবিগীতশিষ্টাচারানু-মিতস্মৃতিপরিকল্পিতশ্রুতিপ্রমাণকমাচরিতং শিষ্যশিক্ষার্থং গ্রন্থতো নিবধ্নাতি—
স্তম্ভাভ্যন্তরেতি।

স হরিরজ্ঞানতৎকার্য্যহর্ত্তা বঃ যুষ্মান্ অব্যাদ্ রক্ষতাৎ। তস্যৈব হরের্বিশেষণানি স্তম্ভাভ্যন্তরেত্যাদীনি। স্তম্ভস্যাভ্যন্তরং স্তম্ভাভ্যন্তরং তত্র গর্ভভাবঃ স্তম্ভাভ্যন্তরগর্ভ-ভাবঃ। গর্ভত্বং চেদমনভিব্যক্ততয়া বৃত্তিত্বং, নতু গৃহান্তরাবস্থিতদেবদত্তবৎ-প্রকটতয়া। সর্ব্বান্তরভাবোঽনেন বিবক্ষ্যতে। মুকুলপুটকুটীকোটরক্রোড়লীনা-মিতিবৎ। তেন ন পৌনরুক্ত্যম্। তেন নিগদব্যাখ্যাতং নিগদমাত্রেণ ব্যাখ্যাতম্। উপায়ান্তরনিরপেক্ষতয়া স্পষ্টীকৃতমিতি যাবৎ। তদ্বৈভবং তস্য স্বরূপস্য তত্তাদৃগনু-পমমিতি বা বৈভবং বিভুত্বং যেন, যস্যেতি বা। অসৌ স্তম্ভাভ্যন্তরগর্ভভাবনিগদ-ব্যাখ্যাতত্বৈভবঃ। তদনেন সর্ব্বগতত্বমুক্তং ভবতি। সর্ব্বগতমপি নৈয়ায়িকাদেরিব বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নং স্যাদিতি তন্নিবৃত্তয়ে সর্বাত্মতামাহ—যঃ **পাঞ্চাননপাঞ্চজন্য-বপুষা ব্যাদিষ্টবিশ্বাত্মত ইতি।**

পঞ্চাননসংবন্ধি পাঞ্চাননং পঞ্চাননঃ সিংহঃ পঞ্চসু দিক্ষ্বাননমস্য বিপরিবর্ত্তত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বিস্তৃতাস্যত্বাদ্বা 'পচি বিস্তার' ইত্যস্মাৎ পঞ্চশব্দব্যুৎপত্তেঃ, 'সিংহো মৃগেন্দ্রঃ পঞ্চাস্য' ইত্যমরসিংহোক্তেশ্চ। পঞ্চজনা মনুষ্যাঃ 'স্যুঃ পুমাংসঃ পঞ্চজনা' ইতি তেনৈব উক্তত্বাৎ "দিক্সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্" ইতি সমাসাভিধানাচ্চ। তৎসংবন্ধি পাঞ্চজন্যম্। পাঞ্চাননং চ তৎ পাঞ্চজন্যং চেতি পাঞ্চাননপাঞ্চজন্যং তাদৃশং বপুঃ পাঞ্চাননপাঞ্চজন্যবপুঃ নরসিংহাত্মকমিত্যর্থঃ। তেন বপুষা ব্যাদিষ্টা বিশেষেণোক্তা বিশ্বাত্মতা বিশ্বস্বরূপতা যেন, যস্যেতি বা স তথোক্তঃ। ন চ সর্ব্বাত্মকত্বকথনেনৈব সর্বগতত্বসিদ্ধের্বৃথা পৃথক্কথনমিতি বাচ্যং, অতৎপরত্বাৎ যদেতদ্বাদিশ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধং সর্ব্বগতত্বং, সর্ব্বাত্মকত্বং তন্নূনং ময়া প্রকটিতমিত্যুৎপ্রেক্ষায়া বিবক্ষিতত্বাৎ। তদেবং

সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বাত্মকত্বং চ উক্ত্বা পরমকারুণিকস্য ভক্তানুগ্রহীতৃতাম্ আহ— প্রহ্লাদেতি।

প্রহ্লাদেনাভিহিতোঽর্থঃ প্রহ্লাদাভিহিতার্থস্তস্মিংস্তৎক্ষণং সমসময়মেব মিলদ্ঘটমানং দৃষ্টং প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষবৎসাক্ষাৎকারসাধকত্বাৎ প্রমাণং যঃ স তথোক্তঃ। প্রমাণশব্দস্য নিত্যনপুংসকত্বাৎ প্রতিপিপাদয়িষিততয়া তৎপুরুষসমাসতয়া স্বপ্রধানত্বাচ্চ সংগচ্ছত এব প্রমাণং হরিরিতি সামানাধিকরণ্যম্। সর্ব্বাত্মকস্য পরমেশ্বরস্য স্তম্ভাদিসর্ব্ববস্তুগতত্বং হি প্রহ্লাদেন প্রত্যজ্ঞায়ি। তত্র চাগমোঽনুমানং বা যত্তেন বক্তব্যং প্রমাণং তৎপরোক্ষমেবাহং তু সাক্ষাৎকারয়িষ্যামীত্যভিমানেন স্তম্ভোদরান্নিরগাদিত্যর্থঃ। শরদিন্দুসুন্দরতনুঃ শরদিন্দুবৎ সুন্দরা ধবলা তনুর্যস্য স তথোক্তঃ সিংহাদ্রেশ্চূড়ামণিঃ সিংহাদ্রিচূড়ামণিঃ, সিংহগির্যলঙ্কারঃ সিংহগিরিনিবাসীত্যর্থঃ। য এবংবিধঃ স হরিরিত্যন্বয়ঃ। যদ্যপ্যত্র বৈভবস্যার্থাত্মকতয়া নিগদব্যাখ্যানং ন সম্ভবতি তস্য গ্রন্থধর্ম্মত্বাৎ তথাপি সমাধিপ্রদর্শনার্থময়মন্যধর্মোঽন্যত্র নিবেদিতঃ। সমাধির্নাম কাব্যবিশেষস্য প্রাণবিশেষঃ। কাব্যবিশেষস্য হি দশপ্রাণাঃ কবিভিঃ পরিগণিতাঃ। যথাহুঃ—

> 'শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা।'
> অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তিসমাধয়ঃ।
> ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশ গুণাঃ স্মৃতা' ইতি।

তথা—'অন্যধর্মস্ততোঽন্যত্র লোকসীমানুরোধিনা।
সম্যগাধীয়তে যত্র স সমাধিঃ স্মৃতো যথা॥'

'কুমুদানি নিমীলন্তি কমলান্যুন্মিষন্তি চ' ইত্যত্র হি নেত্রক্রিয়ারূপয়োর্নিমীলনোন্মীলনয়োঃ কুমুদকমলয়োরনেত্রয়োঃ অধ্যারোপণং সমাধিস্তথেহাপি গ্রন্থধর্ম্মস্যার্থে নিবেদনাৎ সমাধ্যলঙ্কারো দর্শিতো ভবতি। পাঞ্চালীবৈদর্ভীরীত্যোশ্চ অঙ্গস্যৈব বৈষম্যাৎ। অস্য চ বেদান্তশাস্ত্রপ্রকরণত্বাৎ তদ্বিষয়াদিভিস্তদ্বত্ত্বমস্তীতি দর্শয়িতুং লেশতস্তদপি সূচিতম্। তথাহি, হরিরিত্যনেনাজ্ঞানতৎকার্য্যহারিত্বদর্শনান্নির্ধূতোপাধিব্যাধিপরিশুদ্ধং প্রত্যগ্রূপং ব্রহ্ম প্রয়োজনং সূচিতম্। ব্যাদিষ্টবিশ্বাত্মত ইত্যনেনারোপিতমায়তয়াঽজ্ঞাতং প্রত্যগ্ভূতং চ ব্রহ্ম বিষয়ো দর্শিতঃ। প্রহ্লাদশব্দেন তাদৃগধিকার্য্যথশব্দসূচিতোঽপি সূচিতঃ। অর্থাচ্চ শাস্ত্রফলয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবরূপঃ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানয়োস্তত্ত্বজ্ঞানফলয়োশ্চ কার্য্যকারণভাবরূপৌ তৎফলজ্ঞানতত্ত্বয়োশ্চ

বিষয়বিষয়িভাবরূপঃ শাস্ত্রতত্ত্বয়োশ্চ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবরূপ ইতি পঞ্চবিধঃ সংবন্ধো দর্শিত ইত্যনেনৈব প্রকরণারম্ভোঽপি সমর্থিতঃ ॥ ১ ॥

(৩ পৃষ্ঠা—)

তদেবমাশীর্ব্বাদেন পরদেবতা পূজিতা। গুরুপূজয়াপি ভবিতব্যং

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন' ॥ ইতি

দেবতাভক্তিবদ্ গুরুভক্তেরপি বিদ্যাবগতাবন্তরঙ্গতাবগমাৎ তদর্থং গুরুং নমস্করোতি—জ্যোতির্যদিত্যাদিনা। সত্যানন্দেতি সত্যানন্দপদাভ্যাং প্রকাশিতং, অথবা সত্যানন্দাত্মকং যৎপদং পদ্যতে ইতি পদং তেনোদিতং স্ফুরিতম্। ইত্থংভাবে তৃতীয়া। অনেন চ গুরুদেবতয়োরৈক্যমুক্তম্। বেদান্তবেদ্যবস্তুস্বরূপপ্রতিপাদকবেদান্তাপেক্ষিতন্যায়সূত্রণায় ব্যাসপদবীমবাপ। পুনস্তদর্থাবিষ্করণায় শঙ্করাচার্য্যতাং তদ্ভাষ্যার্থবিবরণায় চ জ্ঞানোত্তমতামুপাগমদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

যদ্যপি শারীরকবিষয়াদিনা অস্যাপি পরমবিষয়াদিমত্ত্বং সিদ্ধ্যতি তথাপ্যসাধারণান্যপরাণ্যপি বক্তব্যান্যেব, অন্যথা পৃথগারম্ভবৈয়র্থ্যাদিত্যসাধারণান্যাহ—বিপ্রতিপত্তিব্রাতেতি। বিপ্রতিপত্তীনাং ব্রাতঃ সমূহস্তদেব ধ্বান্তং তস্য ধ্বংসে প্রগল্ভা দৃঢ়তরন্যায়োপেতা বাচালা বহুভাষিণী 'আলজাটচৌ বহুভাষিণী' ইতি পাণিনিস্মরণাৎ, 'স্যাজ্জল্পাকস্তু বাচালো বাচাটো বহুগর্হ্যবাগ্' ইত্যভিধানাচ্চ। অনেনাসংপূর্ণোক্তিঃ পরিহৃতা। প্রতীচো জীবস্য তত্ত্বং পারমার্থিকং রূপং নিরতিশয়ানন্দনিরস্তানর্থব্রাতং ব্রহ্ম তস্য প্রদীপিকেব প্রদীপিকা প্রকাশকত্বাৎ। এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপি শারীরকাদিতত্তদ্গ্রন্থৈঃ প্রত্যক্তত্ত্বপ্রকাশনে করণভূতবেদান্তানাং বিপ্রতিপত্তিনিরসনরূপোপকরণেতিকর্ত্তব্যতাকৃত্যমপি কৃতং, তথাপি তত্তদভিনববিপ্রতিপত্তিব্রাতনিবারণে তদেব অস্যাপি প্রয়োজনং ভবতি। বিপ্রতিপত্তিতিরোহিতং তু বিষয়ঃ। তৎকাম্যধিকারী। তথাবিধশ্চ সংবন্ধ ইত্যস্ত্যেবাসাধারণম্ অস্য বিষয়াদি। অতএব চ আরম্ভণীয়মিতি। কেচিদ্বিপ্রতিপত্তীত্যাদিনা অবান্তরপ্রয়োজনস্য নির্দ্দেশঃ প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকেতি প্রধানস্যৈবেতি বদন্তি ॥ ৩ ॥

(৪ পৃষ্ঠা—)

অনন্তরবর্ত্তিষ্যমাণবাদার্থং নরসিংহনমস্কারচ্ছলেন দর্শয়তি—প্রমাণেতি। প্রমাণং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজনিতা জীবব্রহ্মৈক্যাকারা চিৎপ্রতিবিম্বধারিণী বুদ্ধিবৃত্তিস্তৎ-

প্রতিবিম্বিতং বা চৈতন্যম্। বাক্যাপেক্ষয়া চ বহুত্বম্। প্রমাণময়ৈঃ নখৈর্বিভিন্নো মহামোহাহ্বয়োঽমরারিরস্থরো যেন তস্মৈ। অথ কিমিতি তৎকর্ম্মকানুভবাজনকত্বং প্রমাণানামিতি তত্রাহ—স্বপ্রকাশেতি। স্বপ্রকাশা চিৎ সৈব আত্মা যস্য। অথবা স্বপ্রকাশশ্চিদ্রূপশ্চাসাবাত্মা চেতি বিগ্রহঃ। এতেন স্বপ্রকাশরূপেঽতিশয়ানাধায়কত্বেঽপি মোহনিবৃত্তিলক্ষণাতিশয়াধায়কতয়া বেদান্তানাং স্বপ্রকাশে ব্রহ্মণি প্রামাণ্যং প্রমাণকৃত্যং চোপপাদিতং ভবতি। তদনেন সংবিদাত্মনোঃ স্বপ্রকাশত্বং প্রতিজ্ঞাতং তদেতদ্দ্বয়মুত্তরত্র যথাক্রমং সমর্থয়িষ্যতে ॥ ৪ ॥

(৫ পৃষ্ঠা—)

অথ কোঽয়মিতি। অথশব্দোঽয়মানন্তর্যার্থে। বিষয়াদিসিদ্ধ্যনন্তরমিত্যর্থঃ। অধিকারার্থো বা। স্বপ্রকাশত্বস্য স্বয়মনঙ্গীকারাৎ অঙ্গীকৃতশব্দদ্বারা বিপ্রতিপত্ত্যধিকরণনির্দ্দেশঃ কোঽয়মিতি। কিংলক্ষণক ইত্যর্থঃ। স্বশ্চেতি। স্বত্বে সতি প্রকাশত্বমিত্যর্থঃ। ঘটাদাবতিব্যাপ্তিনিবৃত্ত্যৈ প্রকাশগ্রহণম্ স্বস্যেতি। স্ববিষয়ত্বে সতি প্রকাশত্বং বা ইত্যর্থঃ। অর্থান্তরতানিবৃত্ত্যৈ প্রথমং বিশেষণম্। শব্দশব্দাদাবনতিব্যাপ্ত্যৈ প্রকাশগ্রহণম্। দ্বয়মিহোক্তং ভবতি স্বস্য স্বস্মিন্ প্রকাশত্ববিধানং, অর্থাৎ প্রকাশান্তরব্যাবৃত্তিশ্চেতি। ইদানীমুত্তরে বিশেষং শঙ্কতে—সজাতীয়েতি। অর্থান্তরতানিবৃত্ত্যৈ সজাতীয়গ্রহণম্। এতচ্চ প্রদীপাদেরপি স্বপ্রকাশত্বং বাঞ্ছতো লক্ষণম্। স্বসত্তায়ামিতি। যাবদস্য সত্তা তাবৎপ্রকাশেনাবিয়োগঃ। বেদ্যত্বে হি নিলীনতায়া অপি সংভবাৎ প্রকাশব্যতিরেকোঽনবস্থা বা স্যাদিত্যর্থঃ। স্বব্যবহারেতি। অবিজ্ঞাতে ব্যবহারাযোগাদবশ্যং জ্ঞানেন স্বব্যবহারহেতুভূতেন ভবিতব্যম্। তদ্রূপত্বং চ তস্য স্বপ্রকাশত্বং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। যদ্যপি ন পূর্বপূর্বপক্ষদোষপরিজিহীর্ষয়া সর্ব্বত্রোত্তরোত্তরপক্ষপরিগ্রহস্তথাপি সম্ভাব্যমানত্বাদ্বিভিন্নদূষণত্বাচ্চ বিনেয়মতিবিকাসায়োপন্যাসস্তে। জ্ঞানাবিষয়ত্বং শশবিষাণাদেরপ্যস্তি তচ্ছব্দজনিতবুদ্ধের্বিকল্পমাত্রতয়ার্থাসংস্পর্শাৎ, যথাহু পতঞ্জলয়ঃ 'শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্প' ইতীত্যপরিতোষাৎ পক্ষান্তরং শঙ্কতে—জ্ঞানাবিষয়ত্বে সতীতি। ন চ তৃতীয়ষষ্ঠয়োঃ সংকরঃ। তথাভূতস্যাপি প্রদীপস্য জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ। অথ ব্রূয়াৎ কিমিদমপরোক্ষত্বং কিমপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বং কিম্বাঽপরোক্ষজ্ঞানত্বম্। নাদ্যঃ। জ্ঞানাবিষয়ত্বজ্ঞানবিষয়ত্বয়োঃ ব্যাঘাতাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ। সর্বস্যৈব জ্ঞানস্য স্বপ্রকাশতাশ্রয়েণ ব্যর্থবিশেষণত্বাপাতাৎ,

অনপরোক্ষজ্ঞানাভাবাচ্চ। ভবন্মতে 'যৎসাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্মে'তি শ্রুতেঃ বৃত্তিরূপস্য জ্ঞানস্য চ জ্ঞানত্বং নেষ্যতে ভবতেত্যতঃ পক্ষান্তরং শঙ্কতে—ব্যবহারেতি।

অখ্যাতিবাদিনাং ব্যবহারবিষয়ত্বে সতি জ্ঞানাবিষয়ত্বং শুক্তিরজতাদিসংসর্গে অপ্যস্তীত্যতিব্যাপ্তিমালক্ষ্য পক্ষান্তরং কক্ষীকরোতি—স্বপ্রতিবন্ধেতি। অসম্ভব-নিবৃত্ত্যৈ সজাতীয়গ্রহণম্। জ্ঞানাবিষয়ত্বে সতি অপরোক্ষত্বং পূর্বমুক্তম্ ইহ তু তদ্ব্যবহার-বিষয়ত্বমিতি ন সপ্তমদশমসংকরাবসরঃ। মুক্তিদশায়াং ব্যবহারানঙ্গীকরণাদ্ অব্যাপ্তিঃ স্যাদত উক্তং—তদ্যোগ্যত্বং বেতি। অথবা অর্থান্তরতানিবৃত্ত্যৈ দ্বিতীয়োত্থানং বিরোধপরিহারায় তৃতীয়োত্থানং, ঘটাদাবতিব্যাপ্তিপরিহারায় চতুর্থঃ, সুখাদা-বতিব্যাপ্তিনিবৃত্ত্যৈ পঞ্চমঃ, প্রদীপেঽতিব্যাপ্তিপরিহারায় ষষ্ঠঃ, সপ্তাষ্টমনবমেষু চোক্তমেব। প্রদীপেঽতিব্যাপ্তিনিবৃত্ত্যৈ দশমঃ, একাদশেপ্যুক্তমিতি সম্ভবত্যেব সর্ব্বত্র পূর্ব্বপূর্ব্বানুপপত্তিপরিহারায়োত্তরোত্তরোপন্যাসঃ।

(৮ পৃষ্ঠা—)

বেদ্যস্যাপীতি। নহি তদস্বয়ম্ (স্বম্ ?)। নাপ্যপ্রকাশঃ জ্ঞানতাঙ্গীকারা-দিত্যর্থঃ। কর্ম্মকর্ত্তৃভাবেতি। যদ্যপীয়ং স্বস্যেতি ষষ্ঠী সম্বন্ধমাত্রেঽপি সম্ভবতি তথাপ্যবিবক্ষিতবিশেষে ব্যবহারাযোগাদ্বিশেষস্য চ সন্নিহিতপ্রকাশনক্রিয়ানুরোধেন কর্ম্মণি ব্যবস্থাপনাৎ প্রসজ্যেতৈব কর্ম্মকর্ত্তৃভাব ইত্যর্থঃ। প্রতিপাদেরিতি। নহি তদালোকান্তরেণ প্রকাশ্যতে। যচ্চ জ্ঞানং প্রকাশকং তদ্বিজাতীয়মিত্যর্থঃ। ন চ প্রদীপস্যাপি স্বপ্রকাশত্বাদ্ অনতিব্যাপ্তিরিতি শঙ্কনীয়ং ভৌতিকস্য স্বপ্রকাশতাব্যাঘাতাদিতি।

(৯ পৃষ্ঠা—)

ন বিশেষণবৈয়র্থ্যাদিতি। এবং হি বিশেষণস্য সার্থক্যং যদি কয়াপি জাত্যা সাজাত্যহীনঃ কশ্চিৎপ্রকাশঃ স্যাৎ ন চৈবমস্তি জাতিমতঃ সর্বস্যাপি অন্ততঃ সত্তয়া সাজাত্যাদিত্যর্থঃ। প্রকাশাব্যভিচারাৎ সাক্ষিণেশ্বরজ্ঞানেন বা মানসপ্রত্যক্ষেণ বেত্যর্থঃ। ঘটাদাবপি তুল্যমেতৎ। স্বব্যবহারে হেতুত্বাদিতি। ব্যবহারো হ্যেতদ্বিষয়োঽভিজ্ঞাভিবদনং বা হানাদির্বা কর্ম্মকারকপ্রদীপজন্য ইত্যর্থঃ।

(১১ পৃষ্ঠা—)

অথ জ্ঞানেতি। স্বব্যবহারেত্যত্র প্রস্তুতং জ্ঞানমেব স্বশব্দেনাভিধীয়তে ন বিষয়মাত্রম্। তদ্ব্যবহারহেতুত্বং চ ন দীপাদেরস্তি, প্রদীপাদের্জ্ঞানাপ্রকাশত্বাৎ।

অতো নাতিব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ। অনুব্যবসায়েতীশ্বরজ্ঞানস্যাপ্যুপলক্ষণম্। অথানুব্যবসায়জ্ঞানমেব স্বপ্রকাশবাদে ন সম্প্রতিপন্নং, যত্রাতিব্যাপ্তিরুচ্যেত সংপ্রতিপন্নত্বে বা তস্যাপি ব্যবসায়বদেব পক্ষতেতি তত্রাহ—প্রদীপজ্ঞানমিতি। বিশিষ্টবেদনস্য বিশেষণালম্বনত্বনিয়মাৎ বিষয়জন্যত্বাচ্চ তজ্জ্ঞানস্য প্রদীপজ্ঞানমিদমিত্যনুব্যবসায়স্যাভিজ্ঞারূপব্যবহারস্য স্ববিষয়জ্ঞানবিশেষণীভূত-প্রদীপজন্যত্বমস্তীতি জ্ঞানব্যবহারহেতৌ প্রদীপেঽতিব্যাপ্তিঃ স্যাদেবেত্যর্থঃ। অভিবদনং বা ব্যবহারস্তস্যাপি পরম্পরয়া ব্যাবর্ত্তকপ্রদীপজন্যত্বাদ্ব্যবহারহেতুত্বমিতি। ব্যবহারহেতুত্বমিতি। স্বব্যবহারহেতুপ্রকাশত্বমিত্যত্র ব্যবহারহেতুত্বং প্রকাশস্য বিশেষণমুপলক্ষণং বেত্যর্থঃ। উপলক্ষিতত্বমপ্যুপলক্ষিতে নাম তস্য ধর্ম্মঃ স্বরূপং বা। আদ্যে তদপ্যুপলক্ষণং বিশেষণং বা। নাদ্যঃ। অনবস্থা-পাতাৎ। দ্বিতীয়ং নিরস্য দ্বিতীয়দ্বিতীয়ং শঙ্কতে—স্বরূপমাত্রত্বে ত্বিতি। ন লক্ষণসিদ্ধিরিতি। লক্ষ্যস্বরূপমাত্রত্বাত্তস্য জড়জ্ঞানবাদিভিরপি তাবন্মাত্রাঙ্গী-কারাচ্চ ইত্যর্থঃ।

(১৩ পৃষ্ঠা—)

জ্ঞানাবিষয়ত্বে সতীত্যত্র যদিদং জ্ঞানবিষয়ত্বং প্রতিষিধ্যতে তৎ কিং বেদ্যত্বং জ্ঞানকর্ম্মত্বং বা। নাদ্যঃ। তন্নিষেধাসম্ভবস্য দর্শিতত্বাদিত্যাহ—অবিষয়ত্বস্যেতি। দ্বিতীয়ং নিষেধতি—বিষয়ত্বেতি। প্রাভাকরাণাং মতে সংবিদাশ্রয়তয়া সিদ্ধস্য আত্মনো জ্ঞানাকর্ম্মত্বেনাপরোক্ষতাস্তীত্যঙ্গীকারাদতিব্যাপ্তি-রিত্যর্থঃ। ঈশ্বরবাদিনাং তজ্জ্ঞানাকর্মতয়াঽপরোক্ষে জগতি ভ্রমবিষয়সংসর্গে চ বেদান্তিনাং চ সাক্ষিবেদ্যসুখাদাবতিব্যাপ্তিরিত্যপি দ্রষ্টব্যম্।

(১৪ পৃষ্ঠা—)

প্রাচীনদোষানুষঙ্গাদিতি। ব্যবহারবিষয়ত্বস্য মুক্তিদশায়ামসংভবাজ্-জ্ঞানাবিষয়ত্বনিরাসাচ্চেত্যর্থঃ। অতিব্যাপ্তিং চাহ—শুক্তীতি। শুক্তিরূপ্যসংসর্গস্য জ্ঞানবিষয়ত্বং তেষামনভিমতং তথা সত্যযথার্থজ্ঞানাঙ্গীকারাপাতাদিতি ভাবঃ। সাজাত্যং কিমত্যন্তং যথাকথঞ্চন বা। আদ্যে প্রদীপে প্রসক্তিরুক্তা, দ্বিতীয়েঽ-প্যনপেক্ষামাত্রং ঘটাদেরপ্যস্তি। অপেক্ষাবত্ত্বানধিকরণত্ববিবক্ষায়ামাহ—সত্ত্বয়েতি। অদৃষ্টাদেঃ সর্বোৎপত্তিমন্নিমিত্ততয়া সত্তাবত্তয়া চ তজ্জন্যব্যবহারস্য সজাতীয়পর-সাপেক্ষতয়া লক্ষণাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তব্যর্থবিশেষণত্বমপি দ্রষ্টব্যম্।

অপরোক্ষেতি। অপরোক্ষজ্ঞানমপ্যপরোক্ষব্যবহারো ভবত্যেবাভিজ্ঞারূপত্বাৎ ততশ্চ ব্যাঘাত ইত্যর্থঃ। অভিবদনবিবক্ষায়াং তু তস্য স্ববিষয়জ্ঞানপ্রযোজ্যত্বাদ্ব্যাঘাতঃ।
(৪৯ পৃষ্ঠা—)

ননু প্রমাণবলাৎ স্বপ্রকাশত্বে সিদ্ধে তদনুগুণং যৎকিঞ্চিল্লক্ষণমপি ভবিষ্যতি যতো লক্ষণমপি প্রমাণান্তরসিদ্ধস্যেতরেভ্যো ব্যাবর্ত্তকং ব্যবহারহেতুর্ব্বা ভবেদিত্যত আহ—নাপি প্রমাণমিতি।

ন্যায়রত্নদীপাবলীকৃতমনুমানমুপন্যস্যতি—অথানুভূতিরিত্যাদিনা। প্রকাশত্বস্য যৎকিঞ্চিদ্ব্যবহারহেতুত্বস্য চ পরৈরপ্যঙ্গীকারাৎ সিদ্ধসাধনতা স্যাদিত্যনুভূতিগ্রহণম্। ন চ অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা। অনুভূতিব্যবহারস্যোভয়সিদ্ধতয়া তদ্ধেতুভূতপ্রকাশস্যাপি সম্মতত্বাৎ কেবলং ব্যতিরেকাব্যতিরেকয়োর্বিপ্রতিপত্তেঃ, তথাচানুভূতিব্যবহারহেতুত্বা-প্রসিদ্ধিরলঙ্কার এব। বহ্নিমত্ত্বাদীনামপি মহীধরাদিসম্বন্ধস্যানুমানগম্যত্বাদিতরথা সিদ্ধসাধনতাপাতাদিতি। তদিদমাহ—ন চাপ্রসিদ্ধবিশেষণঃ পক্ষ ইত্যাদিনা।
(৫৩ পৃষ্ঠা—)

তদেতদ্দূষয়তি—মৈবমিতি। অয়মভিসন্ধিঃ—ন তাবদনুভূতিব্যবহারহেতুরবিবক্ষিত-স্থলবিশেষঃ প্রকাশঃ সিদ্ধ্যতীতি শক্যাঙ্গীকারং, নহ্যস্তি সম্ভবঃ, সংপ্রতিপন্নমুভয়োঃ কেতি ন জ্ঞায়ত ইতি কস্য চায়মবিবক্ষিতস্থলবিশেষঃ সিধ্যতীতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ ত্বৎপক্ষে। তস্য সম্বিদ্রূপতয়া নির্ণীতত্বাদপরথা পরং প্রতি প্রসাধনাযোগাৎ। যদাহ "নিশ্চিতৌ হি বাদং কুরুত" ইতি। নাপি পরস্য। তস্যাপ্যনুব্যবসায়েন নির্ণীতত্বাৎ। অতএব নোভয়োঃ। তস্মাদবিবক্ষিতস্থলবিশেষঃ সিদ্ধ্যতীত্যস্য ন কঞ্চনার্থং পশ্যামঃ। ন চ কেবলব্যতিরেকিণি অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা নাম ন দূষণমিতি মন্তব্যং, তথা সতি বসুধা শশবিষাণোল্লিখিতা বসুধাত্বাদিত্যাদিনা শশবিষাণাদেরপি সিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। অথ তত্র প্রমাণান্তরবাধ্যতয়া দুষ্টতা ন অপ্রসিদ্ধবিশেষণতয়েতি ব্রূষে। তন্ন। বাধকাসিদ্ধেঃ। ন হি শশবিষাণাদীনামভাবাবেদকং প্রমাণমস্তি। তস্য প্রমাণান্তরযোগ্যতাযোগ্যতয়োরভাবাসিদ্ধেঃ। অথ নিয়মেন প্রমাণানুপলম্ভো বাধকঃ ততোতিরিক্তা তর্হি কা নাম অপ্রসিদ্ধবিশেষণতেতি ঘট্টকুটীপ্রভাতায়িতম্। অথ বিপক্ষে বাধকতর্কাভাবাৎ স কিং বিপক্ষে বাধকস্তর্কঃ প্রমাণানুজ্ঞাদ্বারোপযোগী স্বাতন্ত্র্যেণ বা। নাস্ত্যঃ। তর্কস্য প্রমাণানুজ্ঞাব্যাপারমন্তরেণোপযোগাভাবাৎ। প্রথমে তু তর্কাভাবাৎ প্রমাণাভাব এব সিদ্ধ্যতি সৈব চাপ্রসিদ্ধবিশেষণতেতি সিদ্ধং নঃ

(যন্ত্রস্থ)

নব্যন্যায়ের অন্তর্গত সিদ্ধান্ত-লক্ষণ (জাগদীশী)

এবং

প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য বিশেষ উপযোগী নূতন গ্রন্থ

ন্যায়প্রবেশ।

তন্ত্রশাস্ত্র প্রকাশ

তন্ত্রাভিধানম্	মূল্য ১॥০	প্রপঞ্চসার তন্ত্রম্ মূল্য	৩৲
ষট্চক্রনিরূপণম্	৬৲	কুলচূড়ামণি তন্ত্রম্	১॥০

(যন্ত্রস্থ)

সটীক তন্ত্ররাজ তন্ত্রম্, কালীবিলাস তন্ত্রম্, কুলার্ণব মন্ত্রম্

ENGLISH TRANSLATIONS BY
ARTHUR AVALON.

1.	Mahanirvana Tantram	Rs. 8
2.	Hymns to the Goddess	Rs- 3
3.	Tantratattva Vols. 1 & 2. EACH	Rs. 8

4. Shatchakranirupanam with an Exhaustive Introduction and Notes and Coloured plates (In the press)

Others in preparation